CENTRAL LIBRARY

কমলা বক্তৃতামালা

CENTRAL LIBRARY

কমলা বক্তৃতামালা

শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি

শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী

DATA ENTERED

UNIVERSITY OF CALCUTTA
ADVANCEMENT OF LEARNING

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭২

মূল্য ১২·০০

CENTRAL LIBRARY

281197
757.7
010/36

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

২২০৩বি—২৪-৩-৭২—১,০০০

CENTRAL LIBRARY

FOUNDER'S LETTER

77, Russa Road North
Bhowanipore
Calcutta.
9th February, 1924

To

The Registrar,
Calcutta University.

Sir,

I desire to place at the disposal of my University Government Securities for Rupees Forty Thousand only of the 3 per cent. Loan with a view to establish a lectureship to be called the *Kamala Lectureship*, in memory of my beloved daughter Kamala (*b.* 18th April, 1895—*d.* 4th January, 1923). The Lecturer, who will be annually appointed by the Senate, will deliver a course of not less than three lectures, either in Bengali or in English, on some aspect of Indian Life and Thought the subject to be treated from a comparative standpoint.

The following scheme shall be adopted for the lectureship :

(1) Not later than the 31st March every year, a Special Committee of five members shall be constituted as follows :

One member of the Faculty of Arts to be nominated by the Faculty.

One member of the Faculty of Science to be nominated by the Faculty.

CENTRAL LIBRARY

One member to be nominated by the Council of the Asiatic Society of Bengal.

One member to be nominated by the Bangiya Sahitya Parishad.

One member to be nominated by the Founder or his representatives.

(2) The Special Committee after such enquiry as they may deem necessary, shall, not later than the 30th June, draw up a report recommending to the Senate the name of a distinguished Scholar. The report shall specify the subject of the proposed lectures and shall include a brief statement of their scope.

(3) The report of the Special Committee shall be forwarded to the Syndicate in order that it may be laid before the Senate for confirmation not later than the 31st July.

(4) The Senate may for specified reasons request the Special Committee to reconsider their decision but shall not be competent to substitute another name for the one recommended by the Committee.

(5) The Lecturer appointed by the Senate shall deliver the lectures at the Senate House not later than the month of January next following.

(6) The Syndicate shall, after the lectures are delivered in Calcutta, arrange to have them delivered in the original or in a modified form in at least one place out of Calcutta, and shall for this purpose pay such travelling allowance as may be necessary.

CENTRAL LIBRARY

(7) The honorarium of the Lecturer shall consist of a sum of Rupees One Thousand in cash and a Gold Medal of the value of Rupees Two Hundred only. The honorarium shall be paid only after the lectures have been delivered and the Lecturer has made over to the Registrar a complete copy of the lectures in a form ready for publication.

(8) The lectures shall be published by the University within six months of their delivery and after defraying the cost of publication the surplus sale proceeds shall be paid to the Lecturer, in whom the copyright of the lectures shall vest.

(9) No person, who has once been appointed a Lecturer shall be eligible for re-appointment before the lapse of five years.*

Yours faithfully,

ASUTOSH MOOKERJEE

* The munificent offer was thankfully accepted by the Senate on the 23rd February, 1924.

On the suggestion from Mr. Ramaprasad Mookerjee, M.A., B.L., Dr. Syamaprasad Mookerjee, M.A., B.L., D.Litt., Barrister-at-Law, M.L.A., Mr. Umaprasad Mookerjee, M.A., B.L., and Mr. Bamaprasad Mookerjee Sons of the Donor, the following modifications were made, in the rules governing the Lectureship, by the Senate on the 12th December, 1936 :—

(*i*) The Lecturer be appointed every alternate year.

(*ii*) In Rule 1 of the scheme, the words "every year" after "the 31st March," be *replaced* by the words " of the year of appointment of the Lecturer."

(*iii*) In Rule 5 of the scheme, *insert* "his appointment" at the end.

(*iv*) In Rule 7, "Rupees One Thousand" be *replaced* by the words "Rupees Two Thousand" and the following sentence be *inserted* at the end of the rules :—

"The balance of the income of the Endowment be added to the corpus of the Fund."

CENTRAL LIBRARY

—সূচী-পত্র—

প্রথম অধ্যায়

রাধাপ্রসঙ্গ—প্রসঙ্গসূচনা ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণবীয় পরতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ৪৯

তৃতীয় অধ্যায়

পরতত্ত্ব ও প্রেমভক্তি ৫৮

চতুর্থ অধ্যায়

বৈষ্ণবীয় পরতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব ৭১

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীরাধাতত্ত্ব ৮৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাম ও প্রেম ১০৮

সপ্তম অধ্যায়

উজ্জ্বলনীলমণির রসবিশ্লেষণ ১১৮

অষ্টম অধ্যায়

স্বকীয়া ও পরকীয়া ১২৯

নবম অধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব ১৩৫

দশম অধ্যায়

রসবিস্তার ১৫২

একাদশ অধ্যায়

গৌরাঙ্গবিষয়ক পদসাহিত্য ও গৌরচন্দ্রিকা ১৬৯

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি ১৭৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নামতত্ত্ব ১৯৪

CENTRAL LIBRARY

নিবেদন

এরণ্ডকে দ্রুমপর্যায়ে গণনা করা নিয়ে অভিযোগ রয়েছে প্রাচীন কবিবচনে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে 'কমলা বক্তৃতা' দেবার আহ্বান জানিয়ে তেমন একটি অভিযোগের সূচনা করেছেন। এই বক্তৃতামালার প্রতিষ্ঠাতা এ-দেশের বিশ্ববিদ্যার বিধাতা আশুতোষ। তাঁর বাৎসল্য-বিধুর বেদনা-বিক্ষুব্ধ বদান্যতা-বারিধির একটি তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র মীন আমি। পুণ্যশ্লোক জাতীয় পিতৃপুরুষ এবং তাঁর দেবীপ্রতিমা আত্মজা, 'বিষাদ-নীহার-পরীত-মূর্তি' কমলাদেবীর উদ্দেশে নতি নিবেদন করি।

মায়ের দান, অধ্যাত্মপ্রকৃতির ধাত্রী-জননীর আদেশ নতশিরে গ্রহণ করেছি। বক্তৃতার বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, দর্শন ইতিহাস কাব্য অলংকার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি নানাবিষয়ে নিষ্ণাত সাধনসমৃদ্ধ কোনও মনীষীর উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত হলেই ভালো হ'ত। নিজেকে অযোগ্য জেনেও অসম অধ্যবসায়ে ব্রতী হতে হয়েছে। পূজার প্রকরণে ও উপচারে আমার দীনতা গোপন করবার বিষয় নয়।

বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিবেশন কর্ম ও ধর্মরূপে বরণ করে নিয়েছিলাম প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে। সেই স্বধর্মাচরণের পথে অনিবার্যভাবে মহাপ্রভুর কথা এসে গিয়েছে। বাংলার সংস্কৃতি বহুলাংশে শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি, এটি আমার বিশ্বাস। তাই আবিষ্টের মতো দীর্ঘদিন ধরে 'হৃৎকর্ণ-রসায়না' সেই কথা বলে এসেছি। দেশের যাঁরা ভবিষ্যৎ নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং মহাবিদ্যালয়ের এমন সহস্র সহস্র সহৃদয় বিদ্যার্থীর সমর্থনে আমার আত্মিক বলাধান হয়েছে। এর বাইরেও বহু ধর্মীয় ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে সাধু-সজ্জনের কৃপাপ্রশ্রয়ে মঠে-মন্দিরে ধর্মসভায় সাহিত্যবাসরে অনধিকারীর প্রকাশের আকূতি লালিত হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ১৯৭১-এর জানুয়ারি মাসে 'শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি' সম্বন্ধে চারটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। বক্তৃতা-মালার সর্ত অনুসারে বাইরে অপর কোনও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে একই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেবার কথা রয়েছে। আমি বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সর্তপালনের সুযোগ চেয়ে নিয়ে সেখানে দর্শন বিভাগের আওতায় কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত অনুসারে গত মে মাসে ইংরেজিতে দু'টি বক্তৃতা দিয়েছিলাম।

CENTRAL LIBRARY

মহাপ্রভু বারাণসীতে মহাবৈরাগী সনাতনকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বেদান্তী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের ভাবভক্তির প্রতি বৈরূপ্য এখানেই মণিমন্ত্র-মহৌষধি-নিরুদ্ধ ভুজঙ্গমের মতো শান্ত হয়েছিল। সশিষ্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী এখানেই ভক্তির সরণিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

আমার অধ্যাপক-জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে কোলকাতা-পর্বের শুরু থেকে প্রায় সবটা ধরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে অবৈতনিক অধ্যাপকরূপে বহু সহস্র ছাত্রছাত্রীর সহৃদয়তার স্পর্শে বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনার সুযোগ পেয়েছি (১৯৪৪-১৯৬৩)। এর পরে নবগঠিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই সময়ে বাংলা বিভাগ গড়বার আহ্বান পেয়ে বর্ধমানে কার্যগ্রহণ করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের যোগসূত্র ছিন্ন হয়। আমার ঔৎসুক্য ছিল, এখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রবন্ধুদের কাছে আমার অনুশীলন ও উপলব্ধির কথাগুলি তুলে ধরব, যদি কথাগুলি এঁদের কোনও কাজে লাগে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া পশ্চিম বাংলার অপর ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বাংলার বাইরেও ভারতের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর অধ্যাপকমণ্ডলীতে আমার পরম প্রীতিভাজন বহু যশস্বী কৃতী ছাত্র রয়েছেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে হয়ত নানা দুর্যোগের জন্য আমার কমলা বক্তৃতায় এঁদের অধিকাংশের এবং ছাত্রমণ্ডলীর ঈপ্সিত সান্নিধ্য আমি লাভ করিনি। এই জন্যে বক্তৃতার মুদ্রিত প্রকাশের প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছি। বক্তৃতায় উপস্থিত অশীতিপর মনীষী ব্যক্তি, সারস্বত সুহৃদ্‌বৃন্দ এবং কৃপালু ভক্তমণ্ডলীর অনেকেই, এবং অনুপস্থিতদের মধ্যেও কেউ-কেউ বক্তৃতাপ্রকাশের জন্য আমাকে সাক্ষাৎ অথবা পত্রযোগ প্রবর্তনা দিয়েছেন।

তাঁদের সস্নেহ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে বিব্রত করে তুলেছি। তাঁর অনুগ্রহে গ্রন্থাকারে বক্তৃতাপ্রকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কটকালীন কর্ণধার স্থিতধী উপাচার্য বন্ধুবর ডাঃ সেনের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুকৃতি-সমুদ্ভাসিত শতায়ু কামনা করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত রবীন্দ্র-অধ্যাপক প্রীতিশ্রদ্ধাভাজন ডাঃ শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রথম বক্তৃতায় সভাপতির আসন গ্রহণ করে বক্তৃতার রসগ্রহণে এবং তাঁর নম্রমধুর সরস সুভাষণে আমাকে আপ্যায়িত করেন। দ্বিতীয় বক্তৃতায় সভাপতিত্ব অঙ্গীকার করেছিলেন জ্ঞানপ্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কৃতায়োর্ভিন্নদেশত্বাৎ'

CENTRAL LIBRARY

তিনি পরিচায়নের পরেই কার্যান্তরে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তৃতীয় প্রসঙ্গে সভানেতৃত্ব করেন বহুশ্রুত অধ্যাপক উপাচার্য ডাঃ শ্রীযুত গৌরীনাথ শাস্ত্রী যিনি চিরদিনই আমার প্রতি প্রীতি-পক্ষপাত ও অগ্রজবুদ্ধি পোষণ করে এসেছেন, যাঁর প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও কর্মশক্তি এবং মালিন্যবিজয়ী শুভ্র 'হাসকীর্তি' ছাড়া অপর একটি সম্পদের অব্যর্থ সন্ধান পেয়েছি। সেটি তাঁর সাংস্কৃতিক সত্যদৃষ্টি ও বৈষ্ণবীয় অদোষদর্শিতা। সর্বশেষ বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্বদ্বরেণ্য বন্ধুবর শ্রীযুত সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ে আমার অকিঞ্চিৎকর বক্তব্যের পরিপূরক ভাষণে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করেছিলেন। এই সারস্বত সুহৃদ্‌বৃন্দকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি আমার একদা-সহকর্মী কবি-বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুত সুধীরকুমার গুপ্তের অনুভূতি-সাযুজ্যের বিষয়। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে আমার উপলব্ধি ও অভিমত এ-কালের এই আত্মপ্রতিষ্ঠা-বিমুখ সমপ্রাণ সারস্বত সাধকের সমর্থন লাভ করে, তাঁর সরস কবিকর্মে ও নানা আলোচনায় রসপুষ্ট হয়ে প্রত্যয়নির্ভর হতে পেরেছিল। "আ পরিতোষাদ্ বিদুষাম্" কবিবচনের সঙ্কেতিত পরিতৃপ্তি তিনি আমার লোভনীয় করে তুলেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ এবং চৈতন্যরিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এবং 'গৌড়ীয়দর্শনে পরমার্থের আলোক' এবং অপরাপর গ্রন্থের রচয়িতা পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিবিলাসতীর্থ গোস্বামী মহারাজের করুণার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। ভক্তসমাবেশে গৌরকথা বলবার অধিকার এবং নানা গ্রন্থোপহার দিয়ে, কমলা-বক্তৃতা দেওয়ার প্রাক্কালে আশীর্বাণী পাঠিয়ে তিনি আমার প্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন। 'জয়দেব', 'বৈষ্ণব পদাবলী' এবং অন্যান্য গ্রন্থের সম্পাদক, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা'র রচয়িতা বর্ষীয়ান্ ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণব, পূজনীয় শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ও আমাকে গ্রন্থোপহারে এবং আশীর্বাদে আপ্যায়িত করেছেন। 'ভাগবত প্রবেশ', 'একনাথী গীতা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক, শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীযুত প্রাণকিশোর গোস্বামী, এম.এ., মহাশয় এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও পাশ্চাত্ত্যদর্শনে বিশারদ, বহু ভক্তিগ্রন্থের রচয়িতা ডাঃ মহানাব্রত ব্রহ্মচারীর সারস্বতোপহারে ও স্নেহানুকম্পায় আমি চিরদিন বর্ধিত হয়েছি। নিত্যধামগত রামদাস বাবাজী মহাশয় ও ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী বঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয় সুপবিত্র সঙ্গদানে এবং মহাপ্রভুর কথায় উৎসাহপ্রদানে আমাকে ধন্য করেছেন। অশেষশাস্ত্র-পারঙ্গম ভজন-পরায়ণ বৈষ্ণব ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহোদয় তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থকীর্তি শ্রীমদ্ভাগবত দুই খণ্ড ও ভূমিকা আমার কমলাবক্তৃতা-প্রদানের পূর্বমুহূর্তে

CENTRAL LIBRARY

উপহার পাঠিয়ে "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়" বচনের সার্থকতা বিধান করেছিলেন। কমলাবক্তৃতার প্রথম দিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করে উদ্বোধনী বক্তৃতা দেবার জন্যে তাঁরই নাম আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু তার পূর্বেই তাঁর আরাধ্য দেবতা ভক্ত-পরিকরকে স্বধামে অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। শ্রদ্ধাসন্নত চিত্তে এই বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের উদ্দেশে প্রণতি নিবেদন করি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সংস্কৃতিমান্ অধ্যক্ষ শ্রীযুত শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয়ের স্নিগ্ধ সাহচর্যলাভ আমার পক্ষে বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নানের পুণ্যার্জনের মতো হয়েছে। শ্রীযুত কাঞ্জিলাল ও তাঁর মুদ্রণ-সহায়ক বন্ধুগণ দিনের পর দিন আমাকে প্রুফসংশোধনের সুযোগ দিয়ে এবং অন্যবিধভাবে সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

পরিশেষে প্রণাম জানাই আমার অগ্রজপ্রতিম সর্বজনবরেণ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। এই বক্তৃতা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এবং আমার প্রতি তাঁর সদা-সস্মিত সোদরোচিত চিত্তপ্রসাদ আমার সংগ্রামসঙ্কুল সারস্বত জীবনের অমূল্য পাথেয় হয়েছে।

শিক্ষকজনোচিত সাবধানতা সত্ত্বেও মুদ্রণপ্রমাদ এবং অন্যবিধ ভ্রমপ্রমাদ থেকে অক্ষমের প্রয়াস মুক্ত হতে পারেনি। অদোষদর্শী সারগ্রাহী সহৃদয়ের মার্জনালাভ আমার প্রত্যাশার বিষয়। একটি গ্রন্থসূচী পরিশিষ্টে যোজনা করেছি। অপচিত মনঃশক্তি ও ক্ষীয়মাণ স্মৃতির সাহায্যে আকরগ্রন্থসমূহের সামগ্রিক সূচীর পুনরুদ্ধার অকৃতী অধমর্ণের সুসাধ্য নয়। বক্তৃতা-সংকলন-কল্পে বিশেষভাবে আলোচিত গ্রন্থাবলীই আংশিকভাবে তালিকাভুক্ত করেছি।

শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী

দোলপূর্ণিমা, ১৩৭৮
১৬২।১৬৫, লেক গার্ডেন্স্,
কলিকাতা-৪৫

CENTRAL LIBRARY

কমলা দেবী

CENTRAL LIBRARY

শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী

CENTRAL LIBRARY

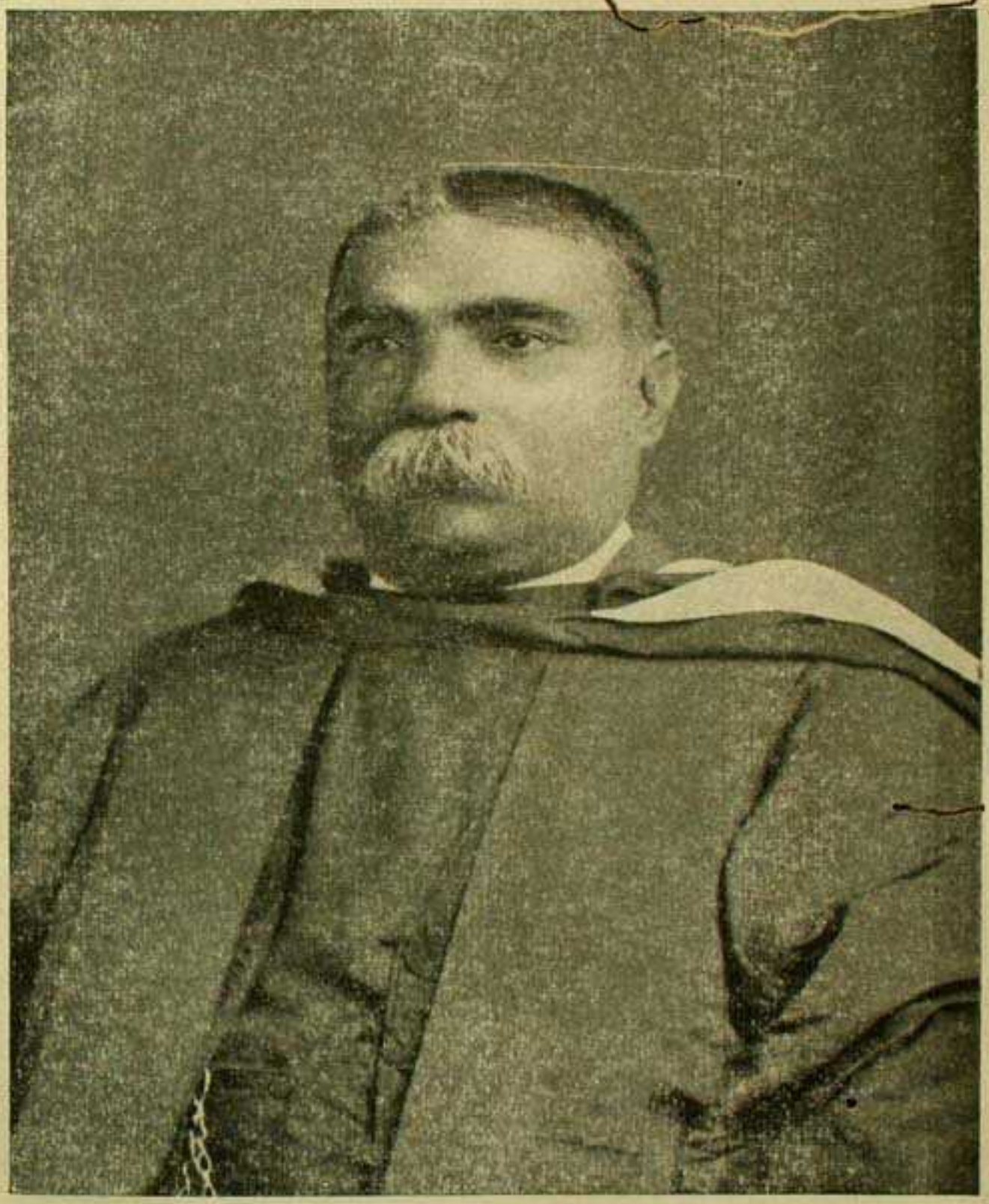

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি

প্রস্তাবনা

প্রণিপাত

শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিকীর্তনের অধিকারী বৈষ্ণবের পরিচয় দিতে গিয়ে যে ক'টি বিশেষণের প্রয়োগ করেছেন তার মধ্যে একটি হ'ল মানদ। স্বল্পভাষী স্বয়ংপ্রকাশ এই দেবমানবের রচিত আটটিমাত্র শ্লোক প্রচলিত আছে। সেই ভুবনপাবন শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে, তৃণ হতে সুনীচ, তরু হতে সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হয়ে হরিনাম কীর্তন করতে হবে। মহাপ্রভুর মধুবাণী মধুরাক্ষর পয়ারে গেঁথে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন,

"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥"

নিজগুণেই বৈষ্ণব মানদ, জীবমাত্রকেই সম্মান দিতে ব্যগ্র। যার যে বস্তু নেই, তাকেই তো সেই বস্তু দিতে হয়। "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।" অকৃতী অকিঞ্চনের শিরে নেমে এসেছে আজ সুকৃতিরও সুদুর্লভ অজস্র মানের সম্ভার। এ যে বৈষ্ণব প্রাণের পতিতপাবন স্পর্শ! শ্রীরাধা-প্রসঙ্গের অতলস্পর্শ গভীরতা এবং দীনাতিদীন প্রসঙ্গকর্তার অযোগ্যতা, এ দু'য়ের মধ্যে সংগতিস্থাপন করতে পারে একমাত্র বৈষ্ণবের কৃপা। তাই বিশ্ববৈষ্ণবের চরণে প্রণিপাত নিবেদন করি।

"বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

বৈষ্ণবপ্রাণের গোপনতম বার্তা, বৈষ্ণবসাধনার অতিনিগূঢ় রহস্যগভীর এবং রহস্যমধুর তত্ত্বটির পরিবেশন করবার সেবাধিকার দিয়ে আশীর্বাদী মাল্যচন্দনে বরণ করে আপনারা এক অধন্যকে ধন্যাতিধন্য করেছেন।

বিশ্বমনীষার ইতিহাসে যাঁদের চিন্তার ঐশ্বর্য স্বীকৃতিলাভ করেছে, আমার পূর্বগামী সেই কমলা-বন্ধুমণ্ডলীর চরণোপান্তে সমানীত হয়ে কৃপাশক্তির মহিমময় প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছি।

CENTRAL LIBRARY

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্॥"

পরমানন্দ-মাধবের এই বন্দনাশ্লোকের অন্বয় করতে গিয়ে প্রশ্ন জাগে, মূকং বাচালং করোতি, না, বাচালং মূকং করোতি? কৃপা মূককে বাচাল করে, না, বাচালকে মূক করে দেয়? প্রিয়ংবদ বিশ্বকবি বাচংযম হবার জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন, "এবার নীরব করে দাওহে তোমার মুখর কবিরে।"

জীবনের ভরা বাদরে মাহ ভাদরে যার রসনা 'আন কথায়' মত্ত দাদুরীর রোল তুলেছে, জীবনের ধূসর গোধূলিবেলায় কৃপা ব্যতিরেকে কে তাকে 'আন কথা'য় মূক এবং 'কান কথা'য় বাচাল করে দিতে পারেন? কোন্ শক্তি তার রিক্ত প্রাণে এই পরম আবিষ্কারের আনন্দ বহন করে অবতরণ করবেন?

"এ ছার রসনা মোর কি হইল বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥"

জন্মশূদ্র আমরা, বিশ্ববিদ্যালয় সারস্বত সংস্কারবিধান করে আমাদের নবজন্ম দান করেন। বিশ্ববিদ্যার এই ভূমি আমাদের অধ্যাত্মপ্রকৃতির ধাত্রী। তাই এঁর সঙ্গে আমাদের জননীর সম্পর্ক। জননীর অন্তরঙ্গ সেবাধিকার-লাভের জন্য আর্তিবহন করেছি সারস্বত জীবনের সুদীর্ঘ পর্বে। জীবনের অস্তগোধূলিতে এসে বুঝতে পেরেছি, "তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটি-সুকৃতির্ভির্ন লভ্যতে।" সহজ করে বোধ হয় এই কথাই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ আশুতোষের পদধূলি সম্বল করে একদিন তাঁরই এক অতিপ্রিয় ব্রত অঙ্গীকার করে জীবনে দুস্তর-পন্থগমনের তিমির-পয়াণ করেছিলাম। সেই প্রণিপাতের অভাবনীয় দূরাগত ফলশ্রুতি তাঁর বাৎসল্য-বারিধির বদান্যতা-তরঙ্গে আমার এই উৎক্ষেপ, আমার আজিকার এই সুদুর্লভ সুমহান্ সাধুসঙ্গ, এই "বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্", "কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।" প্রত্যক্ষের পরপারে আনন্দলোকবাসী সেই জ্যোতির্ময় জাতীয় পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রণতিনিবেদনের উপযোগী ভাষা কোথায় পাব? অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রবেশতোরণে দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম, দৈবী বাক্ সু-প্রযুক্ত হলে কামধেনুর কাজ করে। তেমন একটি মহতী বাণীর আশ্রয়ে মহাপুরুষ-বন্দনা করি,

"প্রতিষ্ঠিতং হৃদি তব চিন্ময়ং বপুঃ
ধৃতং ব্রতং ত্বদুপাসনাত্মকম্।

CENTRAL LIBRARY

ক্বচিদ্ গুরো স্মৃতিপথিকো ভবামি চেৎ
তদা সা গুণরুচিরা কৃপৈব তে।"

"আমার হৃদয়ে তোমার চিন্ময় বপু প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যে ব্রত আমি ধারণ করেছি সে তোমারই উপাসনা। হে গুরো, যদি কোনভাবে তোমার স্মৃতিপথে এসে গিয়ে থাকি সে তোমারই গুণমনোহারিণী কৃপা।"

এই সঙ্গে প্রণাম জানাই আমার শিক্ষাগুরু ছাত্রবৎসল আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনকে, 'সুহাসিনী সুমধুরভাষিণী সুখদা বরদা' বঙ্গভারতীর সেই একনিষ্ঠ ভক্ত সন্তানকে যিনি তাঁর স্বদেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে একসঙ্গে প্রত্যয়ের প্রাণ-স্পর্শী ভাষায় এই কথাটি শুনিয়েছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্পর্শের প্রায় হাজার বছর আগে থেকে বাঙালী এমন এক প্রাণময় সাহিত্য গড়ে তুলেছিল যা সম্পদে-মাধুর্যে বিশ্বের যে-কোনও সাহিত্যের সঙ্গে সমকক্ষতা করতে পারে। তাঁর অধুনা-বিস্মৃত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' মহাগ্রন্থে বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রসঙ্গে তাঁর আবেগ-কম্পিত লেখনীমুখে উৎসারিত হয়েছিল প্রত্যাদেশকল্প একটি মহাবাক্য। অবিস্মরণীয় স্মরণমঙ্গল শ্রবণসুভগ সেই 'এক বাক্যে'র সাহায্যে আজকার পুণ্যপ্রসঙ্গের শুভ সমারম্ভ করি,

"প্রেম একবারমাত্র পৃথিবীতে রূপপরিগ্রহ করেছিল, সে বঙ্গদেশে।" এই অনুভূতি নিয়েই চরিতকার বন্দনার শ্লোক গেঁথেছিলেন।

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

শ্রীরাধাপ্রসঙ্গ

প্রসঙ্গসূচনা

আমাদের তিনটি প্রস্থান, শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান এবং ন্যায়প্রস্থান। রসপ্রস্থানের গণনা করে প্রস্থানচতুষ্টয়ও বলা হয়। সমস্ত প্রস্থানই বিভিন্ন পথ ধরে একটি মন্দিরের দ্বারদেশে এসে মিলিত হয়েছে। বিভিন্ন দর্শন সেই মন্দিরের সোপানশ্রেণী রচনা করেছে। নানা সাধনমার্গ, ভজনপন্থা তার স্থাপত্যশোভা বৃদ্ধি করেছে। মানুষমাত্রই সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে মন্দিরাভ্যন্তরের মণিকোঠায় বিরাজমান শ্রীবিগ্রহদর্শনের অভিলাষী। পারমার্থিক নিত্যসত্যকে বিশেষভাবে গ্রহণ করবার জন্যই বিগ্রহ। সে বিগ্রহ কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময় বিগ্রহ। মহাজন পদকর্তারা 'থিরবিজুরি'র মতো সে বিগ্রহ প্রত্যক্ষ করেছেন। সে বিগ্রহ প্রেমবিজ্ঞানের চরম সত্য, ভগবৎসাধনার গুহ্যাতিগুহ্য পরম রহস্য।

রহস্যগভীর ও রহস্যমধুর শ্রীরাধাতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, নীরব ব্যাখ্যাতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ।

"রা কহি ধা পঁহু কহই ন পারয়ে
ধারা ধরি বহে লোর।"

রা-টুকু বলে ধা-টুকু যেন আর বলতে পারেন না। রাধা ধারা হয়ে বয়ে যায় 'নীরঘন সিঞ্চনে' তাঁর 'নীরদ-নয়নে'। এ-কথা বলেছেন চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস, যাঁর গৌরচন্দ্রিকার সুরঝঙ্কার ও ভাবব্যঞ্জনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে শ্রীরাধাতত্ত্ব,

"নন্দ-নন্দন গোপীজন-বল্লভ
রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া-পুরন্দর
সুরমুনিগণ-মন-মোহন ধাম॥
জয় নিজকান্তা- কান্তি কলেবর
জয় জয় প্রেয়সীভাব-বিনোদ।
জয় ব্রজসহচরী- লোচন-মঙ্গল
জয় নদীয়াবধূ-নয়ন-আমোদ॥"

CENTRAL LIBRARY

নিমাইয়ের সদ্যঃ-সন্ন্যাসবিধুরা শচী মায়ের উক্তি,

"কি লাগিয়া মুখচান্দে রাধা রাধা বলি কান্দে
কি লাগিয়া ছাড়িলা নিজ দেশ।"

সাক্ষ্য দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী পরিকর-পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ—'সঙ্কীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে'র যে দিব্যসুন্দর সুরময় কীর্তনশিশুটি শ্রীবাস-অঙ্গনে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তার অন্যতম লালনকর্তা, গায়ক, মৃদঙ্গবাদক, মহাজন পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ।

"গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যা সভার কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই।"

এই তিন ঘোষ-ভাইয়ের আর-একজন, গোবিন্দ ঘোষ বলেছেন,

"রাধাভাবে বিভোরা বরণ হইল গোরা
রাধানাম জপে অনুক্ষণ।"

গৌরাঙ্গ-পরিকর শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর তাঁর একটি প্রসিদ্ধ পদে বলেছেন,

"যদি গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হৈত কার॥"

এই কথাই প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে শ্লোকবন্ধ,

"প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরম-রস-চমৎকার-মাধুর্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার॥"

CENTRAL LIBRARY

একটি পদে মহাপ্রভুর সমকালীন রত্নগর্ভ আচার্যের পুত্র "মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র", পদকর্তা যদুনাথ দাস বলেছেন,

"রা-বোল বলিতে পূর্ণিত কলেবর।
ধা-বোল বলিতে বহে নয়নের জল॥
ধারা ধরণী সঘনে বহি যায়।
পুলকে পূরিল তনু জপে নাম তায়।"

প্রসিদ্ধ চৈতন্য-মঙ্গল-রচয়িতা লোচন দাস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল ভঙ্গিতে বলেছেন,

"রাধিকা রাধিকা বলি ভূমে যায় গড়াগড়ি
রাধা নাম জপয়ে সদায়।
প্রেমরসে হৈয়া ভোরা সংকীর্তন-মাঝে গোরা
রাধানাম জীবেরে বুঝায়।"

কবিকর্ণপুরের পিতা শিবানন্দ সেন—নীলাচলে রথযাত্রায় গৌড়ীয় ভক্তজনতার ঘাটিসমাধান-কর্তা, "প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ" শিবানন্দ সেন—একটি গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে বলেন,

"রাধা রাধা বলি পঁহু পড়ে মূরছিয়া
শিবানন্দ কান্দে পঁহুর ভাব না বুঝিয়া।"

এমন অজস্র উদ্ধৃতি চয়ন করা যেতে পারে পদাবলী থেকে, যার থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এমন সংস্কারের আভাস পাওয়া যায় যে, সাধনরাজ্যের এই 'গোপত' কথাটি মহাপ্রভুই 'বেকত' করেছিলেন,

"আছিল গোপতে যতনে পঁহু মোর
কয়ল পরকাশ।"

শ্রীরাধাতত্ত্বের অতলস্পর্শ গভীরতা, এর অনুপম মাধুর্য ও অপরিসীম কারুণ্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমার্তিকে আশ্রয় করে তাঁর দিব্য জীবনে রূপ নিয়েছিল। গৌরচন্দ্রের করুণানিষ্যন্দী ভক্তিরস-সান্দ্র প্রকটজীবন অবলম্বন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গুহাহিত তত্ত্বের কাব্যময় সাঙ্গীতিক ও দার্শনিক এই ত্রিবিধ রূপ সৃষ্টি করেছিলেন পদাবলীতে কীর্তনে এবং গোস্বামিগ্রন্থে।

শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় নবদ্বীপে রাধাভাবের নূতনতর ঐতিহ্যের সৃষ্টি করলেন অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস গদাধর নরহরি হরিদাস পুণ্ডরীক

CENTRAL LIBRARY

মুকুন্দ বাসুদেব প্রমুখ ভক্ত-পরিকর। নীলাচলে এই ভাবের বিস্তারসাধন করলেন বাসুদেব সার্বভৌম রায় রামানন্দ স্বরূপদামোদর গোপীনাথ আচার্য পরমানন্দ পুরী প্রমুখ পার্ষদবৃন্দ। বৃন্দাবনে এই ঐতিহ্যের গগনচুম্বী দেবায়তন নির্মাণ করলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ষড়্‌গোস্বামী এবং প্রচ্ছন্ন গোস্বামী লোকনাথ ভূগর্ভ। শ্রীরাধার ভাবকান্তিময় একটি মহাজীবনের আলোকে শত শত জীবনদীপ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল গৌড়বঙ্গে উৎকলদ্রবিড়ে মথুরা-বৃন্দাবনে বারাণসী-প্রয়াগে রাজস্থানদ্বারবতীতে। তার মধ্যে যাঁদের ত্যাগ-বৈরাগ্য ও প্রজ্ঞাপ্রেমের প্রোজ্জ্বল রশ্মিপাতে মধ্যযুগের সংকট ও সংশয়ের তিমিরাবরণ ছিন্ন হয়ে ভারতময় ভাবভক্তির একটি বৃহৎ পরিমণ্ডল, একটি সত্যকার বৃহত্তর বঙ্গ গড়ে উঠেছিল তাঁদের ছ'টি পুণ্য নাম অবিস্মরণীয় পয়ারে গেঁথে গিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ,

"শ্রীরূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ।"

ষড়্‌গোস্বামীর দৈন্যবিনয়মণ্ডিত সাধনভজন-যাপিত প্রজ্ঞাপ্রেম-দীপিত লোকোত্তর জীবনসাধনায়, বিশেষ করে শ্রীরূপসনাতন ও শ্রীজীবগোস্বামীর দার্শনিক আলোচনায়, তাঁদের রচিত অজস্র ভক্তিগ্রন্থে শ্রীরাধাতত্ত্বের স্ফুরণ হয়েছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সাধনলব্ধ ভজনপুষ্ট দার্শনিক প্রজ্ঞা, প্রগাঢ় ঐতিহাসিক বিবেক, ও অত্যাশ্চর্য কবিপ্রতিভার বিজয়বৈজয়ন্তী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাগ্রন্থ গোস্বামিগ্রন্থের সিদ্ধান্তসমূহ স্ফুটতর করেছে। শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের জীবনচর্যায় ও প্রচারে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, 'গোবিন্দভাষ্য'-প্রণেতা শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ, 'অদ্বৈতসিদ্ধি'কার শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ ভক্তিদার্শনিকের টীকায় ভাষ্যে শ্রীরাধাতত্ত্ব মনোজ্ঞ ও প্রভাস্বর হয়ে উঠেছে।

শ্রীচৈতন্যের পূর্বে জয়দেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, তাঁর সমকালে মুরারি নরহরি চন্দ্রশেখর বাসুদেব রামানন্দ শিবানন্দ, চৈতন্যোত্তর যুগে জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস বলরাম দাস রায়শেখর নরোত্তম রাধামোহন প্রভৃতি শত শত মহাজন পদকর্তা স্বানুভব-দীপিত সহস্র সহস্র প্রাণদ্রাবী পদাবলী রচনা করে জাতিধর্মসম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরে শ্রীরাধাতত্ত্বের লোকায়ত প্রসারসাধন করেছেন। সাহিত্য ও সঙ্গীতের বিচিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কীর্তনে কথকতায়, বাউলের গানে, পাঁচালীতে, যাত্রায় এই তত্ত্বের অনুভব গণমানসে এক অভাবিত আকৃতিময় ভাগবতী চেতনার স্পন্দন তুলেছে। কেদারবদ্রি হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র 'জয়রাধে'-ধ্বনির স্বরতরঙ্গ অন্তরীক্ষে

CENTRAL LIBRARY

ও চিদাকাশে কম্পন জাগিয়েছে। ভারতীয় জীবনের পরতে-পরতে এই তত্ত্বের প্রভাব কি-ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তার একটি উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সর্বভারতীয় ভক্তসাধক কর্মী জ্ঞানী গুণী মনীষীর নামাবলীতে শ্রীরাধার নামমুদ্রা সুচিরকাল ধরে অঙ্কিত হয়ে এসেছে। রাধামোহন, রাধাবল্লভ, রাধারমণ, রাধারমণ-চরণদাস, রাধাকৃষ্ণন্, রাধিকাপ্রসাদ, রাধাগোবিন্দ, রাধাবিনোদ, রাধানাথ, রাধাচরণ, রাধেশ্যাম, রাধাকুমুদ, রাধাকমল,—নামকমলিনী এমন কত দল মেলেছেন যার সৌরভে আমাদের মাটির ধরা আকুল হয়েছে। এই সমস্ত নামের আড়ালে রয়েছে অলৌকিক প্রতিভা, অত্যাশ্চর্য মনীষা, অকপট সাধুতা, অতন্দ্রিত অধ্যবসায়, অজস্র সুকৃতি ও সাধনার লোকপাবন ইতিহাস। রাধাস্মৃতি-বাহী এই নামাবলী অবচেতনায় জাগিয়ে দেয় সাধুসঙ্গের জন্য মানুষের একটি ঐকান্তিকী আকুতি। এই নামমালার সমবেত উচ্চারণের সঙ্গে আমাদের কানে অনুরণিত হয়ে ওঠে গোবিন্দদাসের প্রাণগলানো একটি প্রার্থনা-পদের সুমধুর ঝঙ্কার,

"ভজহুঁ রে মন নন্দ-নন্দন
অভয়-চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত-বরিখন
এ দিনযামিনী জাগিরে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখ লব লাগিরে॥"

শ্রীরাধাতত্ত্বের নিত্যতা

শ্রীরাধাতত্ত্বের এই ভূমিকা থেকে মনে হতে পারে, এই তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল গৌড়বঙ্গে অনতিদূরবর্তী একটি ঐতিহাসিক কালসীমায়। সেইজন্যে প্রারম্ভেই বলে রাখা ভালো আমাদের অকিঞ্চিৎকর এই আলোচনার প্রতিপাদ্য ও বিশ্বাসভূমি এই যে, শ্রীরাধাতত্ত্ব সর্বভারতীয় এবং পরতত্ত্বের অঙ্গীভূত, এই তত্ত্ব স্মরণাতীত কাল হতে স্বতঃস্ফূর্ত। শ্রীরাধাতত্ত্ব সাধনসত্য এবং দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ত্রিকালসত্য বা নিত্যসত্য। জড়বাদবিজৃম্ভিত পরিপ্রশ্নসর্বস্ব আলোচনায় ও গবেষণায় শ্রীরাধাতত্ত্বের একটি

CENTRAL LIBRARY

কালানুক্রমিক ক্রমবিকাশ দেখানো হয়ে থাকে। এই সমস্ত তর্কনিষ্ঠ গ্রন্থ-পাণ্ডিত্যমূলক আলোচনায় প্রতিপাদন করা হয়, গ্রাম্যবার্তায়, প্রাকৃত ও প্রাদেশিক ভাষাসাহিত্যে, লৌকিক সংস্কৃত কাব্যকবিতায় ও অলঙ্কারশাস্ত্রে, অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে সঙ্কলিত পুরাণ-উপপুরাণে ক্রমবিকশিত হয়ে শ্রীরাধা-কমলিনী জয়দেব-গোস্বামীতে এসে পূর্ণপ্রস্ফুটিতা হয়েছেন। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ-কথাও বলা হয়ে থাকে, জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাৎস্যায়নী প্রেরণার আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক পদাবলী রচনা করেন। মহাপ্রভুই নাকি প্রথম এই ক্রমবিবর্তিত প্রাকৃত কামকথাকে অপ্রাকৃত ভাগবতী কথায় রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর প্রভাবিত গোস্বামীরা এবং ভাবসহচর মহাজন-পদকর্তারা কামকলাকে সাধনপর্যায়ে উন্নীত করেছেন। বৈষ্ণব দার্শনিক মনীষা দিয়ে সংসারসীমার ভাবরসকে ঊর্ধ্বায়িত করে ভাগবত-তত্ত্বের সূক্ষ্ম তন্তু বয়ন করেছেন। ভারতের অধ্যাত্মসাধনার যথার্থ ইতিহাসের দিক দিয়ে এই গবেষণা বন্ধ্যা। এই সমস্ত গবেষণায় অসত্য অপেক্ষা অনর্থকর অর্ধসত্য প্রশ্রয়লাভ করেছে।

বৈষ্ণব আচার্যগণ শ্রুতিতে শ্রীরাধাতত্ত্বের সাক্ষাৎকারলাভ করেছেন। শ্রৌতসিদ্ধান্ত এবং প্রস্থানত্রয়ের সাহায্যে তাঁরা শ্রীরাধাতত্ত্বের দার্শনিক উপ-স্থাপনা করে চতুর্থ রসপ্রস্থানের সাহায্যে তাকে আস্বাদ্য করে তুলেছেন। প্রচলিত অর্থে সংহিতা ব্রাহ্মণ উপনিষদ্ নিয়ে শ্রুতি। "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদ-নামধেয়ম্"। ব্যাপক অর্থে মন্ত্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে ইতিহাস পুরাণও শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত। মহাভারত হ'ল ইতিহাস, শ্রুতির পূরণ বলেই নাম পুরাণ। মহাভারত ও পুরাণ তাই পঞ্চম বেদ। পুরাণের কালবিচার সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবিত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তসমূহ শেষ কথা নয়। পুরাণের সার ভাগ বা মৌল অংশ Neucleus আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত' মনে করে এসেছেন। নিরপেক্ষ সত্যানুরাগী একালের মনীষীরাও স্বীকার করবেন, পুরাণে এমন একটি রচনাস্তর আবিষ্কার করা যায় যা শ্রুতিপর্যায়ের, স্বল্পাক্ষর অসন্দিগ্ধ সারগর্ভ এবং গূঢ়ার্থক। এ-সম্বন্ধে 'মৈত্রেয়ী'-উপনিষদের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, "এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্।" মহাভারত হ'ল ইতিহাস, "মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।" আর শ্রুত্যর্থের পরিপূরক বলেই পুরাণ। ভগবান্ শঙ্কর রামানুজ মধ্বভাস্কর-প্রমুখ বেদান্ত-ভাষ্যকার আচার্যবৃন্দ এবং শ্রীরূপসনাতন শ্রীজীব কৃষ্ণদাস বলদেব বিশ্বনাথ মধুসূদন-প্রমুখ ভক্তিদার্শনিক প্রচলিত শ্রুতিগ্রন্থের বাইরেও বহু প্রমাণ এবং পুরাণের বহু উক্তির উদ্ধার করেছেন এবং সে-সমস্ত তাঁরা

CENTRAL LIBRARY

অসন্দিগ্ধ শাব্দপ্রমাণের পর্যায়ে গণনা করেছেন। ঋক্-পরিশিষ্টে ও অথর্ব-বেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতিতে শ্রীরাধা আছেন। নারদপঞ্চরাত্র শ্রুতি-পর্যায়ের অন্তর্গত তন্ত্রজাতীয় গ্রন্থ। "শ্রুতিস্তু দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।" নারদপঞ্চরাত্রে ও বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীরাধা নিজমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড জুড়ে শ্রীরাধা বিরাজ করেন। মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, এতগুলি পুরাণ জুড়ে শ্রীরাধা। শ্রীমদ্ভাগবতে শারদপূর্ণিমা রজনীতে রাধনশীলা আরাধিকাশ্রেষ্ঠার চকিত-দীপ্তি পাওয়া যায়। ভাগবতের "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ" এই উক্তির 'রাধিতঃ' বা 'আরাধিতঃ' যে-কোনও পাঠেই কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্ত উভয়বিধ ব্যুৎপত্তিতে পদসমাধান করে শ্রীরাধার সহিত শ্রীহরির যুগলিত মহিমা অভিব্যঞ্জিত দেখে এসেছেন ভক্ত পাঠকগোষ্ঠী।

'উজ্জ্বলনীলমণি'তে রাধাপ্রকরণে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন,

"গোপালোত্তরতাপন্যাং যদ্ গান্ধর্বীতি বিশ্রুতা।
রাধেত্যাক্-পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা।"

উত্তরগোপালতাপনী যাঁকে গান্ধর্বী বলেছেন, তিনিই ঋক্পরিশিষ্টে মাধবের সঙ্গে বিরাজমানা বলে উল্লিখিত হয়েছেন। জীবগোস্বামী ব্রহ্মসংহিতার টীকায় ঋক্পরিশিষ্টের এই মন্ত্রার্ধের উল্লেখ করেছেন, "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।" বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উজ্জ্বলনীলমণির 'আনন্দচন্দ্রিকা'-টীকাতেও ঋক্পরিশিষ্টের মন্ত্রোদ্ধার করেছেন। তন্ত্রোক্ত শক্তির পরিকল্পনা অঙ্গীকার করে শ্রীরূপ পূর্বোক্ত রাধাপ্রকরণে বলেছেন,

"হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তি-বরীয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়ম্ ইতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥"

ইনিই বার্ষভানবী, বৃষভানুনন্দিনী। এই প্রসঙ্গে উজ্জ্বলনীলমণিকার পদ্ম-পুরাণের শ্লোক উদ্ধার করেছেন,

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈষা বিষ্ণোরত্যন্ত-বল্লভা॥"

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রের শ্লোকোদ্ধার করে জীবগোস্বামী তান্ত্রিক শক্তিসমূহের একীকরণ করেছেন,

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

CENTRAL LIBRARY

শ্রীজীব ব্রহ্মসংহিতার টীকায় সম্মোহেনতন্ত্রের একটি শ্লোকের সাহায্যে শক্তি-তত্ত্বের অভেদ দেখিয়েছেন,

"যন্নাম্না নাম্নি দুর্গাহং গুণৈর্গুণবতী হ্যহম্।
যদ্বৈভবান্ মহালক্ষ্মীঃ রাধা নিত্যাপরাম্বয়া॥"

দাক্ষিণাত্যের বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র শ্রীরাধা এবং আড়বার ভক্তসম্প্রদায়ের নাপ্পিনাই তত্ত্বে ও ভাবে ভিন্ন নন। এই জন্যেই মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচল থেকে দাক্ষিণাত্যের অভিমুখে ছুটেছিলেন এবং দ্রাবিড় পরিক্রমাকালে ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের পুঁথি আবিষ্কার করেন। শ্রৌতসিদ্ধান্ত এবং প্রস্থানত্রয়ের সঙ্গে এবং দাক্ষিণাত্যের ভক্তিধারার সঙ্গে রাধাতত্ত্বের নিগূঢ় যোগ রয়েছে।

প্রাক্-চৈতন্য যুগে শ্রীরাধা

পৌরাণিক সাহিত্যে শ্রীরাধা যেখানে যেখানে আছেন আমরা এইমাত্র অতি সংক্ষেপে তার উল্লেখ করেছি। আমাদের কালের কৃতী গবেষকগণ সেগুলি তুলে ধরে অনেক আলোচনা করেছেন বলে আমরা তার সবিস্তার উদ্ধারকার্য থেকে আপাততঃ বিরত হলাম। গবেষকগণের যুক্তিপরম্পরা শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি যে, তাঁরা নিজ নিজ রুচি ও বিশ্বাস অনুসারে বিভিন্ন পুরাণের প্রামাণিকতার তারতম্য করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা ইঙ্গিত করেছেন যে, লোককল্পনা ও লৌকিক সাহিত্য হতে উদ্ভূতা রাধাকে ধর্মসাধনার অবলম্বন করে গড়ে তুলবার প্রয়াসে শ্রুতি ও পুরাণাদির মধ্যে ক্রমাগত প্রক্ষেপ বা পরবর্তী যোজনা করেছেন সাম্প্রদায়িক আচার্যেরা। মহাপ্রভুর দিব্যজীবনের এবং তাঁর প্রিয়পরিকর ও বৈষ্ণবাচার্যগণের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যে ইতিহাস মানুষের নিকট আজও উন্মুক্ত রয়েছে তাঁর প্রতি যাঁদের আগ্রহ ও শ্রদ্ধাভিনিবেশ রয়েছে তাঁরা নিশ্চয়ই পাণ্ডিত্যাভি-মান-প্রসূত এই সমস্ত সংশয়োক্তিকে গ্রহণ করবেন না। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে আচার্য শঙ্কর-রামানুজ-প্রমুখ মনীষী ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যাতারা এবং শ্রী-মধ্ব-রুদ্র-সনক প্রাগ্‌গৌড়ীয় এই চতুঃসম্প্রদায়ের অপরাপর বৈষ্ণবাচার্যেরা এমন অনেক শ্রুতির উদ্ধার করেছেন যা প্রচলিত শ্রুতি অথবা বিংশোত্তর শতসংখ্যক প্রকাশিত উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ সে-সমস্ত শ্রুতি সূর্যকিরণের মতো প্রকাশক। এই সমস্ত শ্রুতিসঙ্কলন জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত

CENTRAL LIBRARY

পূতস্বভাব আচার্যবৃন্দের অভিসন্ধিমূলক বলবার কি হেতু থাকতে পারে, তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। পুরাণ সম্বন্ধেও বৈষ্ণবাচার্যগণের অভিসন্ধি-কল্পনা করা তেমনই অলীক বলে আমাদের মনে হয়।

ভাগবতের একটিমাত্র শ্লোকে শ্রীরাধার চকিতদীপ্তি পাওয়া যায়, অথবা যায় কি-না তা নিয়ে আমাদের সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি প্রশ্ন তুলেছে। অথচ এই ভাগবতই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলভজন-নিরত বৈষ্ণবাচার্যদের প্রধান অবলম্বন। "শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং।" স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুরও এই মত। "শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।" শ্রীরূপসনাতন, শ্রীজীব, বিশ্বনাথ, বলদেব, এঁরা প্রত্যেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাগবত-চর্চা করেছেন, ভাগবতের টীকাভাষ্য রচনা করেছেন এবং ভাগবতপুরাণের প্রমাণকে শ্রৌত প্রমাণের মর্যাদা দিয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে ভাগবতের এত শ্লোক উদ্ধার করেছেন যার সংখ্যা অপরাপর নানা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত শ্লোকসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি হবে। পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি যে-সমস্ত পুরাণে শ্রীরাধাপ্রসঙ্গের আধিক্য তাঁর থেকে তাঁরা প্রয়োজন মতো স্বল্প পরিমাণে তথ্য ও তত্ত্ববস্তু গ্রহণ করেছেন। এর দ্বারা তাঁদের অভিসন্ধিমূলক পুরাণচর্চার আশঙ্কা নিরস্ত হয়। সাধনার উচ্চকোটিতে অবস্থিত বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের সারগ্রাহিতা ও সত্যসন্ধতা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই। নারদপঞ্চরাত্র বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রজাতীয় গ্রন্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য বিভিন্ন শৈবশাক্ত ও বৈষ্ণবপুরাণে যে শক্তিবাদের তাত্ত্বিক ও সাধনাশ্রয়ী বিস্তার দেখা যায়, তার সঙ্গে বিরোধের চেয়ে সমন্বয়ের সুরই বৈষ্ণব দার্শনিকের আলোচনায় বেশি বেজেছে। শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ দিয়ে শিবশক্তি লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করেছেন বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দ। তাঁদের এই সমন্বয় ব্রহ্ম আত্মা ভগবান এই তিনের সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠাভূমি ভাগবতীয় সিদ্ধান্তের উপর সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

সাম্প্রতিক গবেষণার সিদ্ধান্ত-বিচার

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নিয়ে যাঁরা পরতত্ত্বের খণ্ডনমণ্ডন করেন, তাঁরা যেমন অসমাগ্‌দর্শী, জড়বাদ-কবলিত অহমিকাগ্রস্ত বিচারবুদ্ধি নিয়ে যাঁরা সাধনক্রমের অবলম্বনীয় নিত্যসত্যের আয়ুষ্কাল-নির্ধারণে অগ্রসর হন, তাঁরাও বৃথা-পরিপ্রশ্নবিলাসী একাংশদর্শী সাম্প্রদায়িক। আমাদের নিত্যপাঠ্য

CENTRAL LIBRARY

স্তোত্রাদিতে এইজন্যে সর্বদাই একটা প্রয়াস দেখা যেত সমাজের সর্বস্তরে তত্ত্বসমন্বয়ের অনুভূতি জাগাবার জন্যে। 'মহিম্নঃ স্তোত্রে'র প্রসিদ্ধ অংশ, "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিল-নানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।" শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ, এবং আমাদের বিশ্বাস, আচার্য শঙ্কর রামানুজ সকলেই এই ভেদভুলানো অন্বয়-সঙ্গতের বাঁশী বাজিয়েছেন। আচার্য শঙ্কর সম্বন্ধে বৈষ্ণবের দৃষ্টিভঙ্গী কতকটা এইরূপ। "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ," কিন্তু ঈশ্বরাদেশে শঙ্কর কর্তৃক মায়াবাদ-প্রবর্তন, যার ফল ভক্তির সুদুর্লভত্ব-সম্পাদন। এমন একটি সহিষ্ণু সশ্রদ্ধ উদার মনোভঙ্গি বৈষ্ণব আচার্যদিগের মধ্যে সকলেই লক্ষ্য করবেন। আমাদের কালের অন্যতম অগ্রগণ্য বৈষ্ণবদর্শনবেত্তা বৈষ্ণবাচারপরায়ণ ভজননিষ্ঠ ডাঃ রাধাগোবিন্দনাথ মহাশয় তাঁর গ্রন্থাবলীতে আচার্য শঙ্করের প্রতি এই সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শাঙ্করসিদ্ধান্তের আলোচনা করেছেন। শঙ্কর-রচিত স্তোত্রাবলীতে ভবানী ভাগীরথী শিব গোবিন্দ সকলেই ভজনের বিষয় হয়ে উঠেছেন। আসমুদ্র-হিমাচল ভারতে অদ্বৈতবেদান্ত দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করে আচার্যপাদ অন্তঃসলিল ভক্তিপ্রবাহকে মুক্তি দিয়েছেন। "ভজ গোবিন্দং" "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী", ঐকতানে একসুরে মিলিত হয়ে অলক্ষ্যের পানে ছুটেছে। ভারতীয় ভক্তিবাদের মুখ্য ধারাগুলির প্রত্যেকটিতেই ভগবান শঙ্কর অবগাহন করেছেন।

প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও রবীন্দ্রনাথের কবিনিরুক্তি

লৌকিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্যসাহিত্য এবং অলঙ্কারের সাক্ষ্যগ্রহণে সাম্প্রতিক প্রত্নগবেষণা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শ্রীরাধা প্রথমে লৌকিকী পরে দিব্যায়িতা। প্রাকৃতের ঊর্ধ্বায়নে অপ্রাকৃত, মানবিকতার দিব্যায়নে ভগবত্তা। রূপক বা সাঙ্কেতিকতাবাদ থেকে এই গবেষণার সূচনা হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়, এর মধ্যে বিশেষ মৌলিকতা কিছুই নেই। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের শ্রবণমনোবিমোহন কবিবচন অতর্কিতে এই Symbolismকে প্রভাবিত করেছে। বিশ্বকবি তাঁর অনবদ্য বাচনভঙ্গিতে বলেছেন,

"আমাদেরি কুটিরকাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতাচরণে
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে।"

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু এই কবিবচনকে বহু শতাব্দীর বহু জীবনের আধ্যাত্মিক অনুভবের ঊর্ধ্বে প্রমাণবচন হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে কি? এ তো অলঙ্কারে-সাজানো কবিনিরুক্তি। দশবিধ প্রমাণের মধ্যে, অথবা ন্যায়শাস্ত্রের চারিটি প্রমাণের মধ্যে, এটি উপমান বা analogy প্রমাণের পর্যায়ে পড়ে। উপমান তো অনুমান প্রমাণের চেয়ে দুর্বল। অথচ তর্কনিষ্ঠ সূক্ষ্মদর্শী ন্যায়শাস্ত্রের অনুমান প্রমাণ নিয়ে এ-কালে আমরা লঘু পরিহাসরসিকতা করে থাকি। ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব দোষ থেকে মুক্ত স্বয়ংসিদ্ধ শ্রৌত প্রমাণকে তো আমরা আমলই দিইনে। সে যাই হোক, প্রাগ্-গৌড়ীয় সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে শ্রীরাধার পরিকল্পনা লৌকিক কিনা, বিষয়টি আমরা সাধ্যমত একটু তলিয়ে দেখতে চাই। বলা বাহুল্য, এই ক্ষেত্রের গবেষকদের নিকট আমরা ঋণী। তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারলেও তাঁদের শ্রম-সমাহৃত তথ্য-নিচয় আমাদের অবলম্বনীয়।

গাথা-সপ্তশতী

হালের গাথা-সপ্তশতীতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ ও গোপগোপী রয়েছেন। সাতবাহন-রাজ-সঙ্কলিত এই প্রাকৃত কোষকাব্য খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের কাছাকাছি সময়ের রচনা বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। হালের মানবিকতা-বোধ ও জীবনরস-রসিকতা সপ্তশতী-পাঠকমাত্রের সঙ্গে আমাদেরও স্বীকার্য বিষয়। বিদগ্ধ সপ্তশতী-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় ততোঽধিক তাঁর সরস পদ্যানুবাদে হালের এই দিক্‌টা বিশেষ করে দেখিয়েছেন। কিন্তু একটু অবহিত হলেই দেখা যাবে, কাব্যরস-নিষিক্ত মানবিকতার স্বীকৃতির দ্বারা রাধাতত্ত্বের অলৌকিকতা অপ্রমাণিত ও লৌকিক-পূর্বতা অথবা লৌকিক-সর্বস্বতা প্রমাণিত হয় না। হালের কটি গাথার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করে আমাদের কথাটি বুঝাতে চাই। প্রথমেই রাধাপ্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন দু'একটি গাথার সাহায্য গ্রহণ করি। সপ্তশতীর দ্বিতীয় শতকের একান্ন গাথাটি এই,

"তংণমহ জস্‌স বচ্ছে লচ্ছীমুখং কোত্থহম্মি সংকন্তম্।
দীসই মঅ পরিহীণং সসিবিম্বং সূর বিম্ব ব্ব॥" নিককলঙ্কস্‌স।

CENTRAL LIBRARY

নিষ্কলঙ্ক-নামক সার্থকনামা কবির নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের উপমাযুক্ত এই গাথাটি একটি বন্দনাশ্লোক। এর সংস্কৃত রূপান্তর এমন হবে,

"তং নমত যস্য বক্ষসি লক্ষ্মীমুখং কৌস্তুভে সংক্রান্তম্।
দৃশ্যতে মৃগপরিহীনং শশিবিম্বং সূর্যবিম্বে ইব॥"

এর বঙ্গানুবাদের অকবিজনোচিত প্রয়াস পরিহার করে কবিপ্রাণ পার্বতী-চরণের সরস পদ্যানুবাদ উদ্ধার করি,

"একি বিপরীত রতি সাধে হরি বুকের মণিতে লক্ষ্মীমুখ।
বিম্বিত হ'ল কলঙ্কহীন চাঁদের মতন জাগায়ে সুখ।
কৌস্তুভমণি সূর্য যেন গো বিম্বে আজিকে চন্দ্র ধরে
বলিহারি যাই যুগলমূর্তি প্রণম চরণ ভক্তিভরে।"

আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, লক্ষ্মীনারায়ণের এই প্রণামমন্ত্র লৌকিকতা-সর্বস্ব কি? রামানুজ-পন্থী শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ভক্ত এই শ্লোককে কোন্ দৃষ্টিতে দেখবেন? আমাদের মনে হয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রায় দেড় হাজার বছর আগেও এই প্রাকৃত গাথায় 'উন্নতোজ্জ্বলরসা ভক্তিশ্রী'র স্ফুরণ হয়েছে। সপ্তশতীর এই শ্লোকের প্রতিবিম্ব পড়েছে একটি প্রকীর্ণ সংস্কৃত শ্লোকে,

"প্রতিবিম্বপ্রিয়াতনুং সকৌস্তুভং জয়তি মধুভিদো বক্ষঃ।
পুরুষায়িতমভ্যস্যতি লক্ষ্মীর্যদ্ বীক্ষ্য মুকুরমিব॥"

কিছুদিন আগে পদাবলী-সঙ্কলন ব্যাপারে আমার ছাত্রবন্ধু অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমান্ নিরঞ্জন চক্রবর্তী পত্রযোগে আমার কাছে জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন, বৈষ্ণবদার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পরকীয়া-সমর্থক ছিলেন কি, এবং তাঁর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' পদসঙ্কলনে এত সম্ভোগের পদ এবং তার মধ্যেও আবার বিপরীত রতির পদের সমাবেশ করা হয়েছে কেন? গাথা-সপ্তশতীর উপরি-উদ্ধৃত এই জাতীয় পদের মধ্যে তার আংশিক উত্তর মিলবে। অবশ্য তাঁর পত্রোত্তরে এ-ছাড়া আরও নানাকথার অবতারণা করা হয়েছিল। সপ্তশতীর তৃতীয় শতকের ঊনপঞ্চাশত্তম গাথায় পাই,

"অজ্জ মএ গন্তব্বং ঘনন্ধআরে বি তস্‌স সুহঅস্‌স।
অজ্জা নিমীলিঅচ্ছী পঅ-পরিবাডিং ঘরে কুণই॥" সুঅরিঅস্‌স।

CENTRAL LIBRARY

সুচরিত-নামক কবির এই শ্লোকটি অভিসার-বর্ণনা, এর সংস্কৃত রূপান্তর এই,

"অদ্য ময়া গন্তব্যং ঘনান্ধকারে অপি তস্য সুভগস্য।
আর্যা নিমীলিতাক্ষী পদপরিপাটিং গৃহে করোতি" সুচরিতস্য॥

পার্বতীবাবুর পদ্যানুবাদ,

"আজি অভিসার-রজনী তাহার আঁধারে হইবে গৃহের বার;
সুভগ সেজন, সখী অভাগিনী, দুঃখের লেখা ললাটে তার,
আঁধারে চলার নিয়ম আছে তো—না শিখিলে তাহা চলিবে কিসে?
আপন গৃহেতে চোখ বুজে বুজে চরণ বাড়ায় সকল দিশে।"

দুঃখবরণের দুর্জয় অধ্যবসায় নিয়ে যে আধ্যাত্মিক অভিসার, তার অভ্যাসযোগ কেমন সুন্দর সঙ্কেতিত হয়েছে এখানে। পদাবলী সাহিত্যে অভিসার বর্ণনার রাজাধিরাজ গোবিন্দদাস কবিরাজ দেড় হাজার বছর ব্যবধানে এই আদর্শে শ্রীরাধাভিসার বর্ণনা করেছেন,

"কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল মঞ্জীর চিরহি ঝাঁপি।
গাগরী বারি ঢারি করি পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি।
মাধব তুয়া অভিসারকি লাগি।
দূতর-পন্থ-গমন ধনী সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি॥"

রূপানুরাগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জ্ঞানদাসের বহু-আস্বাদিত পদে আছে,

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।"

অপর একটি পদে,

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥"

সার্ধসহস্রাধিক বৎসর পূর্বে সপ্তশতী-সঙ্কলয়িতা হয়ত তাঁরও আগেকার অর্ধরাজ-নামক কবির একটি গাথায় রূপানুরাগের বিশাল ভাবরাজ্যের অর্ধেক আভাস দিয়েছেন। তৃতীয় 'শতকে'র চৌত্রিশ-সংখ্যক গাথাটি এই,

"জস্স জহিং বিঅ পঢ়মং তিস্সা অঙ্গম্মি নিবড়িআ দিট্ঠী।
তস্স তহিং চেঅ ঠিআ সব্বঙ্গং কেণ বি ণ দিট্ঠম্॥" অদধরাঅস্স॥

CENTRAL LIBRARY

এর সংস্কৃত রূপান্তর,

"যস্য যস্মিন্নেব প্রথমং তস্যা অঙ্গে নিপতিতা দৃষ্টিঃ।
তস্য তস্মিন্নেব স্থিতা সর্বাঙ্গং কেনাপি ন দৃষ্টম্॥"

পার্বতীবাবুর অনুবাদ,

"যে অঙ্গে যার নয়ন পড়েছে সে অঙ্গ থেকে নয়ন তোলে-
এমন সাধ্য দেখিনা কাহারো তনুলাবণ্যে সকলে ভোলে।
একটি অঙ্গ নয়ন কেড়েছে উঠিবার আর সাধ্য নাই।
সর্ব অঙ্গ দেখিবে কেমনে? অবাক্ হইয়া ভাবিনু তাই॥"

চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস এর প্রতিধ্বনি তুলেছেন,

"আধক আধ- আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুম শরে
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥"

গাথা-সপ্তশতী থেকে রাধাকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত দু'একটি পদ এবার উদ্ধার করি। সপ্তশতীর প্রথম শতকের একানব্বুই-সংখ্যক গাথা,

"মুখমারুএণ তং কণ্হ গোরঅং রাহিআএ অবনেন্তো।
এতাণং বল্লবীণং অন্নাণং বি গোরঅং হরসি॥" পোট্টিসস্স॥

এর সংস্কৃত রূপান্তর,

"মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজঃ রাধিকায়া অপনয়ন্।
এতাসাং বল্লবীনামন্যাস্যামপি গৌরবং হরসি॥" পোট্টিসস্য॥

গদ্যানুবাদ,

"রাধিকার চোখে পড়ে ধূলিকণা রসিক রসিকা জানে না সে খেল।
কানুর হৃদয়ে সাড়া জেগে ওঠে দূর করে দিতে নয়নশেল॥
বল্লবীজন ঈর্ষ্যাকাতর বিবর্ণ হয় তাদের মুখ।
রাধা হরে নেয় গরিমা তাদের জাগে অন্তরে জয়ের সুখ॥"

CENTRAL LIBRARY

প্রাকৃত 'গোরঅ' শব্দ 'গো-রজঃ' এবং 'গৌরব' এই দুটি সংস্কৃত শব্দ হতেই নিষ্পন্ন করা যায়। এই অর্থদ্বৈত নিয়ে গাথাকার অতি সুন্দর শ্লেষ রচনা করেছেন। গোষ্ঠ হতে প্রত্যাবর্তনশীল ধেনুবৎসের চরণাহত ধূলিকণা শ্রীরাধিকার চক্ষুপীড়ার সঞ্চার করেছে। মুখমারুতের দ্বারা তার অপসারণ ছলে কৃষ্ণ তাঁর শ্রীমুখ-সান্নিধ্য সম্ভোগ করেছেন। এতে অপরাপর গোপাঙ্গনার গৌরবের লাঘব ও ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়েছে। শ্রীরাধার প্রেমোৎকর্ষের এই পরিকল্পনা, গোপীজনবল্লভের এই রাধাপক্ষপাত, বল্লবীজনের ঈর্ষ্যাদীপিত জয়-পরাজয়ের অভিমান, এ-সমস্তই কি বৈষ্ণবীয় শ্রীরাধাতত্ত্বের অনুভবের সূচনা নয়? বিধিবিগ্রহ নামক আর একজন মাত্র গাথারচয়িতার একটি গাথার (২।১২) উদ্ধার করে হাল-প্রসঙ্গের উপসংহার করি,

"অজ্জো বি বালো দামোঅরো ত্তি ইঅ জম্পিঅ যশোদাএ।
কণহ-মুখ-পেসিঅচ্ছং নিহুঅং হসেঅং বহ-বহূহি। বিধিবিগ্হস্স॥

এর সংস্কৃত রূপ,

"অদ্যাপি বালো দামোদর ইব জল্পিতে যশোদয়া।
কৃষ্ণমুখপ্রেষিতাক্ষং নিভৃতং হসিতং ব্রজবধূভিঃ॥"

পদ্যানুবাদ,

"আমার গোপাল আজিও বালক
তাকে নিয়ে মোর শতেক জ্বালা।
মার কথা শুনে কানুমুখ চেয়ে
গোপনে হাসিছে ব্রজের বালা॥"

বাৎসল্য ও মধুরসের পাশাপাশি সন্নিবেশ। এই রসবৈচিত্র্য "আমাদেরি কুটির-কাননে" ফোটা-ফুল, না বৃন্দাবনীয় ভাবকুসুম?

সংস্কৃত কাব্য-অলঙ্কার

অষ্টম শতকের রীতিবাদী আলঙ্কারিক বামন তাঁর 'কাব্যালঙ্কার-সূত্র-বৃত্তি'তে ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার'-নাটকের কৌলিকুপিতা শ্রীরাধার চিত্র-

CENTRAL LIBRARY

সমন্বিত একটি শ্লোক ব্যবহার করেছেন। ভট্টনারায়ণ অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী, বাংলার অধিবাসী বলে অনুমিত। তাঁর শ্লোকটি এই,

"কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তীনামনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
তৎপাদপ্রতিমা-নিবেশিতপদস্যোদ্ভূতরোমোদ্গতে
রক্ষুগোঽনুনয়ঃ প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ॥"

কালিন্দীপুলিনে শ্রীরাধা কেলিকুপিতা হয়েছেন। বাষ্পাকুল লোচনে তিনি রাসমণ্ডলী ত্যাগ করে চলেছেন। তাঁর অনুগমন করছেন কংসনিসূদন শ্রীহরি। দয়িতার পদাঙ্ক দেখে শ্রীহরি তাতে পাদন্যাস করে অগ্রসর হচ্ছেন, আর তাঁর অঙ্গে রোমাঞ্চের সঞ্চার হচ্ছে। প্রসন্ন দয়িতার দৃষ্টিপথবর্তী এমন কংস-নিসূদনের সার্থক অনুনয় তোমাদের রক্ষা করুক। এখানে রাস, কেলিকোপ অশ্রু, রোমাঞ্চ সব-কিছু মিলে কি একটি ভাগবতীয় আবহের সৃষ্টি করে নি? শ্লোকটি আবার নান্দীশ্লোক। "দেবদ্বিজনৃপাদীনামাশীর্বাদ-পরায়ণাঃ। নন্দন্তি দেবতা যস্মাৎ তস্মান্নান্দী প্রকীর্তিতা।" মানবীয় প্রেমের সূচনা করে কি কোনদিন নান্দীশ্লোক রচিত হয়েছিল?

সুদূর কাশ্মীর অঞ্চলের ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন এর কিছু পরে খ্রীষ্টীয় নবম শতকে তাঁর 'ধ্বন্যালোক'-গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণ-সম্পর্কিত একটি শ্লোক কাজে লাগিয়েছেন,

"তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাম্
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দরাজতনয়া-তীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে নবতল্পকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ॥"

বৃন্দাবনের কুশলপ্রশ্ন করছেন প্রবাসী শ্রীকৃষ্ণ সমাগত সখার নিকট। গোপ-বধূদিগের বিলাসসুহৃৎ এবং শ্রীরাধার প্রেমের গোপন সাক্ষী কালিন্দীতীরস্থ লতাকুঞ্জসমূহের কুশল তো? স্মরশয্যারচনার জন্য পল্লবগুলির ছেদনের প্রয়োজন না থাকায় এতদিন সেই নীলপল্লবগুলি তাদের শ্যামলিমা হারিয়ে ফেলেছে। এই শ্লোকের ভঙ্গি ভাগবতের উদ্ধব-সন্দেশ অক্রূর সংবাদ প্রভৃতি স্মরণ করিয়ে দেয় না কি?

ধ্বন্যালোকে রাধাবিরহ-সম্পর্কিত আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। এই শ্লোকটি সদুক্তিকর্ণামৃত-ধৃত ২৮৯-সংখ্যক শ্লোক। সেখানে কস্যচিৎ অর্থাৎ অজ্ঞাতনামা কবির বলে শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। রূপ গোস্বামীর

CENTRAL LIBRARY

পদ্যাবলীতে কিন্তু এই শ্লোকটি 'অপরাজিত' কবির বলা হয়েছে। দুশো' বছর পরেকার 'বক্রোক্তিজীবিত'-কার আলঙ্কারিক কুন্তকও এই শ্লোকটি ব্যবহার করেছেন। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা তাঁর বহুতথ্য-সংবলিত "প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীরাধার উল্লেখ" প্রবন্ধে এই শ্লোক অপরাপর বহু শ্লোকের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।। শ্লোকটি এই,

"যাতে দ্বারবতীং পুরং মধুরিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়া
কালিন্দীতটকুসুম-বঞ্জুললতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া।
উদ্গীতা গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরুৎকণ্ঠমাকূজিতম্॥"

শ্রীমধুসূদন দ্বারকায় চলে গেলে তাঁর বসন অঙ্গে ধারণ করে এবং কালিন্দী-পুলিনের কুঞ্জাবলীর বঞ্জুললতাসমূহ আলিঙ্গন করে শ্রীরাধা উৎকণ্ঠাভরে গুরুবাষ্পগদ্গদ হৃদয়দ্রাবী তারস্বরে যে করুণ গান করেছিলেন, তার সঙ্গে যমুনাসলিলে সঞ্চরণশীল জলচরবৃন্দ তাদের উৎকণ্ঠিত কূজন মিশিয়ে দিয়েছিল। রসধ্বনি-বাদী এবং বক্রোক্তিবাদী বিভিন্ন আলঙ্কারিক কর্তৃক এই শ্লোকের সদ্ব্যবহার শ্লোকটির উৎকর্ষ এবং ভাগবতীয় রসসান্দ্রতাই সূচনা করে। কিন্তু এ-কালের গবেষক এই-জাতীয় শ্লোকের কাব্যের দিক্‌টার উপরেই জোর দিয়ে এর অধ্যাত্মসঙ্কেত উপেক্ষা করবেন। রুচি নিয়ে কলহ চলে না। দার্শনিক ফিক্‌টের সিদ্ধান্ত 'Poetry is the expression of a religious idea.' এবং ভারতীয় রসব্যাখ্যাতার "বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ" দুই দেশের সাহিত্যদার্শনিকের এই কাব্যদর্শনের মধ্যে তত্ত্বতঃ কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু এঁরা আমাদের কালে প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গিয়েছেন।

দশম শতকের ত্রিবিক্রম ভট্টের 'নলচম্পূ'-কাব্যে নলদময়ন্তীর প্রসঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-কথার আভাস পাওয়া যায়। মাঘের 'শিশুপাল-বধে'র টীকাকার বল্লভদেব একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখযুক্ত একটি প্রাচীন শ্লোকের উদ্ধার করেছেন। দশম শতকের 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ে' ব্রজলীলা ও রাধা-প্রসঙ্গযুক্ত ক'টি সুন্দর শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে। কোষ-কাব্য-ধৃত এই শ্লোকগুলি একাদশ শতকের আলঙ্কারিক ভোজরাজ তাঁর 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে' এবং দ্বাদশ শতকের হেমচন্দ্র তাঁর 'কাব্যানুশাসন'-গ্রন্থে কাজে লাগিয়েছেন। কাছাকাছি সময়ের 'রাধাবিপ্রলম্ভ', 'বামারাধা', 'কন্দর্প-মঞ্জরী' প্রভৃতি নাটকের কথা জানা যায়। 'প্রাকৃত-পিঙ্গল' ছন্দোগ্রন্থে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটি উদাহরণ শ্লোকে 'রাহামুহু-মহুপান' বা রাধামুখ-মধুপানে

CENTRAL LIBRARY

রত, চাণূরবিমর্দন ভ্রমরবরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থের আর-একটি পদে শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাসের আভাস পাওয়া যায়। নবসামন্ত-চূড়ামণি বটুদাসের পুত্র, সেনরাজার মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস দ্বাদশ শতকে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সংকলন করেন। সেখানে ব্রজলীলা ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক কটি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। "প্রাকৃত কল্পতরু"তে রাধাকৃষ্ণ-সম্পর্কিত অপভ্রংশ কবিতাও পাওয়া গিয়েছে। প্রকীর্ণ সাহিত্যে প্রাপ্ত এই শ্লোকাবলী শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সাহিত্যের স্বল্পাংশমাত্র। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, ডঃ সুশীলকুমার দে, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই সাহিত্যের আলোচনা অথবা সম্পাদনা করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এই পর্যায়ের শ্লোকের উপসংহারে প্রায়ই "হরিঃ পাতু বঃ", "নন্দসূনুরশিবং স মুঞ্চাতু বঃ", শ্রীনন্দনন্দন তোমাদের রক্ষা করুন, অমঙ্গল দূর করুন, এই জাতীয় প্রার্থনা রয়েছে।

জয়দেব

এই সাহিত্য নিয়ে একালের আরও বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই একে বিশুদ্ধ লৌকিক জীবনরসের দিক্ দিয়ে ব্যাখ্যা ও আস্বাদন করেছেন। এর মধ্যে ভাগবতীয় জীবনরসের স্পর্শ তাঁরা অনুভব করেন নি। অথচ এই মধ্যযুগীয় সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য সেননৃপতি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি উমাপতি ধর, আচার্য গোবর্ধন, শরণ কবিক্ষ্মাপতি ধোয়ী এবং সর্বোপরি হরিস্মরণে সরস, বিলাসকলা-কুতূহলী জয়দেব গোস্বামীর অমর কাব্যের ভূমিকা রচনা করেছে। মহাপ্রভুর তিন শো বছর আগে যে-মহাকবি শ্রীরাধার 'নাম-সমেত' সঙ্কেতময় মৃদু বেণুনিনাদ অন্তঃকর্ণে শুনেছিলেন এবং সমগ্র ভারত ভূখণ্ডের অধিবাসী-দিগকে অশ্রুতপূর্ব লালিত্যময় ধ্বনিপূর্ণ কাব্যঝঙ্কারে তা শুনিয়েছিলেন কাব্যসাধনায় এবং ভক্তিসাধনায় তাঁর আবির্ভাব নিশ্চয়ই একটি আকস্মিক ব্যাপার নয়।

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমল-কান্তপদাবলীম্
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্।"

281197

CENTRAL LIBRARY

কবিত্বলেশশূন্য অ-ভাজনের অনুবাদ,

"হরির স্মরণরসে চিত যদি বিহ্বল,
ভাগবতলীলারসে জাগে যদি কুতূহল,
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী,
জয়দেব-বিরচিত শোন তবে কথাগুলি॥"

জয়দেব অবিসংবাদিতভাবে একজন প্রথম শ্রেণীর ধ্বনিশিল্পী এবং সমাহিত শব্দশিল্পী। সেইজন্য বোধহয় কালের ব্যবধানে এবং জীবনসাধনায় ভিন্ন কোটিতে অবস্থিত, আমাদের কালের কবি শ্রীমধুসূদন তাঁর অন্তরঙ্গ বিশ্ব-সারস্বত-সভায় জয়দেবের জন্য একখানি মহার্ঘ আসন পেতেছিলেন।

"চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত-ধড়া গলে,
নাচে শ্যাম, বামে রাধা, সৌদামিনী ঘনে।
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজি বেণুর স্বননে।

* * * *
* * * *

মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবে মনে?"

"শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।"

এই ভণিতাশ্লোকের 'উদারম্' 'সুখদম্' 'শুভদম্' প্রতিটি প্রয়োগই গূঢ়ার্থক, নিগূঢ়বেদার্থ-পরিবৃংহিত গীতাভাগবতের ভাবধারাপুষ্ট শ্লোকাবলীর অনুরণন তোলে।

"প্রত্যক্ষাবগমম্ ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্।" গীতা, ৯।২
"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্॥" ভাগবত, ১।১।২

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জয়দেবের পঠনপাঠনা ও আলোচনা এবং গবেষণা একালে নোতুন করে শুরু হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গীতাভাগবতের সঙ্গে

CENTRAL LIBRARY

মিলিয়ে আমরা গীতগোবিন্দ পড়িনে, গীতগোবিন্দে নাকি গীত আছে, গোবিন্দ নেই। মন্তব্যটি চমকপ্রদ এবং বাক্‌চাতুর্যের পরিচায়ক, সন্দেহ নেই। আমরা বোধ হয় গীতগোবিন্দে শুধু গীতই চাই, গোবিন্দ চাইনে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। গীতগোবিন্দে গীত ও গোবিন্দ দুই-ই আবিষ্কার করতে পারলে আমরা শৃঙ্গার বা উন্নত উজ্জ্বল রসের ভক্তিরসে পরিণতির শ্রীরূপগোস্বামি-প্রদর্শিত তাৎপর্যটি ধরতে পারতাম।

কালিদাস

এই প্রসঙ্গে কালিদাসের সঙ্গে তুলনায় জয়দেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে দু'একটি কথা বলতে চাই। রবীন্দ্রনাথ জয়দেবকে অতিরিক্ত মিষ্ট, যেন 'সর্বমতান্তগর্হিতম্' ভাবে মিষ্ট বলতে চেয়েছেন। গীতগোবিন্দ যেন 'ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল' ঐন্দ্রিয়চেতনা হতে উদ্ভূত ভাবোচ্ছল মধুরতাময় বাঙ্‌নির্মিতিমাত্র। আমাদের ক্ষুদ্র বক্তব্য এই, জয়দেব ও কালিদাস নিজ নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এমনই তাঁদের 'গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতম্' যে তাঁদের তুলনাই অসঙ্গত। ইংরেজিতে একটি সিদ্ধান্তবচন আছে, যা আমরা মানি নে, Comparison is odious আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়, কালিদাসের শৃঙ্গাররসেও যেমন ঔজ্জ্বল্য তেমন ভক্তিশ্রীর আভাসও ফুটেছে। কালিদাসের যে কাব্যকে কাব্যকলায় প্রথম কামগায়ত্রী আখ্যা দেওয়া যায়, সেই মেঘদূত কাব্যে আকাশের মেঘ 'শার্ঙ্গিণঃ বর্ণচৌরঃ' হয়েছেন। অর্থাৎ 'বারিধর গিরিধর' হয়ে দেখা দিয়েছেন। এই শৃঙ্গার-সর্বস্ব কাব্যে গোপবেশধারী বিষ্ণু 'বর্হেণেব স্ফুরিতরুচি' হয়ে উঠেছেন। জহ্নুকন্যা ফেনহাস্যে গৌরীর ভ্রূকুটি রচনা উপেক্ষা করে দেবদেব মহাদেবের মস্তকবিভূষণ ইন্দুলেখার উপর ঊর্মিরূপ করপ্রসারণ করে তাঁর কেশধারণ করেছেন। নৃত্যারম্ভে পশুপতির আর্দ্রনাগাজিনেচ্ছার হরণকারী মেঘ ভবানীর শান্তোদ্বেগস্তিমিত নয়নে 'দৃষ্টভক্তি' হয়েছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, 'বাগর্থসম্পৃক্তি'র কবি এখানে শৃঙ্গারে ভক্তিস্ফূর্তির অনুভব-জনিত প্রেরণার বশবর্তী হয়ে অতর্কিতে শৃঙ্গাররস-নিবেদনে 'ভক্তি' শব্দটিই ব্যবহার করে বসেছেন। কুমারসম্ভবে বিভূষণোদ্ভাসী অথবা পিনদ্ধ-ভোগী, গজাজিনালম্বী অথবা দুকূলধারী, কপালী অথবা ইন্দুশেখর, বিশ্ব-মূর্তিতে পর্বতরাজদুহিতার মন ভাবৈকরসে সুস্থির রয়েছে। 'ভাব', 'রস', 'ভক্তি' সব কথাগুলিই এখানে অন্যোন্যাশ্রয়ে স্ফুরিত হয়ে যেন বৈষ্ণবীয়

CENTRAL LIBRARY

রসপরিভাষার সূচনা করেছে। সেইজন্য মনে হয় বৈষ্ণবের রসপরিভাষা শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একলার নয়, ভারতীয় কাব্যসাধনা ও জীবনসাধনায় অভিব্যক্ত বিশ্বজীবনের দূরতম লক্ষ্য।

আমরা বলতে চেয়েছি, আমাদের কথিত ভক্তিশ্রীটুকু বাদ দিয়ে কালিদাসের শৃঙ্গাররসের ও কাব্যসুষমার সম্যক্ আস্বাদন হয় না। সে দিক্ দিয়ে ভাবে ও ভাষাপ্রকৃতিতে জয়দেব কালিদাসেরই সগোত্র। কিন্তু দেবভাষার অস্তযুগের কবি জয়দেব ছন্দপ্রকৃতিতে প্রাকৃতপিঙ্গলকারাদির স্বজাতীয়। এরও বোধ হয় একটি তাৎপর্য রয়েছে। জয়দেব সমন্বয়ের কবি, তাঁর মধ্যে উদয় এবং অস্ত দু'টি লক্ষণই দেখা যায়। রূপ ও রস সৃষ্টিতে জয়দেব দিব্য ও মানবীয়, লৌকিক ও অলৌকিক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত, গাথা ও গীতা, ভোগ ও ভাগবতী রতির মধ্যে প্রশস্ত উদার সেতু রচনা করেছেন। উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যেও জয়দেব অচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক যোগস্থাপনা করে সুদৃঢ় ভাবসংহতি গড়ে তুলেছেন। আসন্ন রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে এই সুপ্রাচীন দেশ ও জাতিকে রক্ষা করবার উপযোগী একটি নোতুন তন্ত্র রচনা করলেন জয়দেব, যাকে মহাপ্রভু এসে সুগঠিত প্রেমতন্ত্রে পরিণত করলেন, তন্ত্রশব্দের ব্যুৎপত্তিতে 'তন্' এবং 'ত্রৈ' দুই দু'টি ধাতুই রয়েছে। "তনোতি বিপুলান অর্থান্", "ত্রাণঞ্চ কুরুতে যস্মাৎ"। জয়দেব উদার বিশাল ভাবের বিস্তার করে গেলেন, যা মহাসঙ্কটের দিনে জাতির ত্রাণের মন্ত্র হয়ে উঠেছিল। এইজন্যই গ্রাম্যবার্তা ও গ্রন্থপাণ্ডিত্য একসঙ্গে পরিহার করে সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিল্বমঙ্গলের কর্ণামৃত, রায়ের নাটকগীতি (জগন্নাথ-বল্লভ), চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীর সঙ্গে জয়দেবের গীতগোবিন্দ "রাত্রিদিন গায় শুনে পরম আনন্দ।"

ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত

'ভারতের পূর্বশেষে'র এই কবি উত্তর ভারতের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সংযোগ স্থাপন করেছিলেন পূর্বেই বলেছি। বীরভূম কেন্দুলিতে আজও বর্ষে-বর্ষে জয়দেবের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আমাদের উৎকলী স্বদেশ-বাসীরা জয়দেবকে উৎকলী বলে দাবি করেন। এ নিয়ে ঐতিহাসিক কলহের কোনও সার্থকতা নেই। উৎকলের নীলাচলবাসী দেবতার সঙ্গে পদ্মাবতী-জয়দেবের ভজনাঙ্গের যোগ অবিসংবাদিত। 'দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গে'র সাংস্কৃতিক যোগের প্রধান সাক্ষী নীলাম্বুরাশি-বিধৌত-চরণ স্বয়ং নীলাদ্রিনাথ, জগন্নাথ

CENTRAL LIBRARY

স্বামী, এই যোগের ভক্ত কবি-প্রতিনিধি জয়দেব গোস্বামী। তিনশো বছরের ব্যবধানে রাজনীতিক মহাদুর্যোগে বিচ্ছিন্ন এই সন্নিহিত ভূভাগের মধ্যে আবার নিবিড় সংযোগ স্থাপন করলেন জঙ্গম জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জগন্নথস্বামীকে নয়নপথগামী করে সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছুটেছিলেন দক্ষিণমুখে। আমরা জানি তাঁর পূর্বাশ্রমের অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্ন্যাসোত্তর প্রকটজীবন দক্ষিণে যাপন করেছিলেন। দ্রাবিড়-পরিক্রমার একটি উদ্দেশ্য বিশ্বম্ভরের বিশ্বরূপ অন্বেষণ হতে পারে। কিন্তু এইটিই এই দুঃসাধ্য পদযাত্রার অনন্য লক্ষ্য বোধ হয় নয়।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।"

এই প্রমাণের আকরগ্রন্থ 'ব্রহ্মসংহিতা' গৌড়বঙ্গে উৎকলে প্রচলিত ছিল না।

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

এই মাধুর্যনিষ্যন্দী 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র উৎসসন্ধানের প্রয়োজনীয়তাও মহাপ্রভু অনুভব করেছিলেন। ভক্তি সম্বন্ধে পূর্বাপর প্রসিদ্ধি, "উৎপন্না দ্রাবিড়ে", "বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা"। সেইজন্যেই কৃষ্ণপ্রেমিক সন্ন্যাসীর এই দক্ষিণাভিযান, পর্যটনপরিক্রমার এই কৃচ্ছ্রাভিসার। তপ্ত বালুকার তলরাশির অন্তরালে ভক্তির ফল্গুধারা বয়ে চলেছিল দক্ষিণে। আড়বার-ভক্তগোষ্ঠী সযত্নে বুকে-বুকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ভক্তির পিয়াস, তাঁদের গ্রন্থে, গানে, নৃত্যে, আচরণে রূপ নিয়েছিল অব্যবহিতা অহৈতুকী ভাবভক্তি। মহাপ্রভু অনলস অনুসন্ধিৎসায় উৎসমুখে গিয়ে কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীরবাসী বিপ্রগণের কাছ থেকে রহস্যাকর পরম প্রিয় পূর্বোক্ত দুখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে আনলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন,

"কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লইল॥
কর্ণামৃত সমবস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমজ্ঞানে॥

CENTRAL LIBRARY

সৌন্দর্য-মাধুর্য-কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥"

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের রচনাকালের হদিস ঠিকুজীকার ঐতিহাসিকেরা দিতে পারেন নি। দশম থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে এর রচনা হয়ে থাকবে, এমন-একটা ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি গোছের কালসীমা টেনে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। লীলাশুকের শ্লোক সংস্কৃত প্রকীর্ণকবিতা-সংগ্রহে পাওয়া যায়। জয়দেবের প্রায় সমকালীন 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-সঙ্কলয়িতা তাঁর সংগ্রহে ২৯০-সংখ্যক শ্লোকটি কর্ণামৃত থেকে নিয়েছেন। বঙ্গদেশে প্রচলিত কর্ণামৃতে শ্রীরাধার উল্লেখ যে দু'টি শ্লোকে আছে তার একটি হ'ল সদুক্তিকর্ণামৃত-ধৃত এই শ্লোক,

"যাতি তচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাম্
যে বা শৈশবচাপলাবাতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ।
যা বা ভাবিত-বেণুগীতগতয়ো লীলা মুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে॥"

"তোমার যে অমৃতময় চরিত ধন্যাত্মারা রসনায় লেহন করেন, রাধার অবরোধে উন্মুখ তোমার যে শৈশবচপল প্রয়াস, তোমার মুখকমলে বেণুগীতির যে ভাববিচিত্র লীলা, আমার হৃদয়ে একটি একটি করে তার সব ধারাগুলি বয়ে যাক্।" লীলাশুক জয়দেব গোস্বামীর পূর্বে এই আকুতি প্রকাশ করে-ছিলেন। শ্রীরাধাতত্ত্বের আশ্রয়ে যে লীলার স্ফুরণ হয়েছে এবং ভক্তের অন্তরবারিধিতে যে ভাববৈচিত্র্যের তরঙ্গাবলী উৎক্ষিপ্ত হয়েছে তার অনুভব লীলাশুকের শ্লোকে অবিসংবাদিত ভাবে পাওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যভ্রমণের পর মহাপ্রভু বৃন্দাবনযাত্রা করেন। যাতায়াতের পথে তিনি বারাণসীতে অবস্থান ও প্রয়াগ-সঙ্গমে ত্রিবেণীস্নান করেন। বলা যায়, এই ত্রিবেণীস্নানের পূর্বে তিনি আর একবার ভাবের ত্রিবেণীতে স্নান করেন। এই ত্রিবেণীর একটি ধারা বিল্বমঙ্গল-জয়দেব-প্রবর্তিত মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী-প্রবাহিত মাধুর্যের ধারা, দ্বিতীয় ধারা মহাপ্রভুরই প্রার্থনায় রায়রামানন্দের রসনায় স্ফূর্ত সাধ্যসাধনের ধারা। তৃতীয় ধারা চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি যে স্বানুভাব-সমৃদ্ধ কাব্যধারাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনটি ধারাতে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বা বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। মহাপ্রভু এই তিনটি ধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম। তথ্যপরিবেশন-ব্যপদেশে তত্ত্বদৃষ্টি ও প্রগাঢ় ঐতিহাসিক

CENTRAL LIBRARY

বিবেক নিয়ে সারগ্রাহী সত্যসন্ধ চৈতন্য-চরিতামৃত-কার ত্রিধারা ও ত্রিবেণী-সঙ্গম সম্পর্কে তাই বলেছেন,

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দসনে মহাপ্রভু রাত্রিদিন
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

বৈষ্ণবীয় রস গৌড়ীয় আচার্য অথবা বৃন্দাবনের ভক্তিদার্শনিকের প্রথম বা একল সৃষ্টি নয়, শ্রৌত মধুমন্ত্রের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বিল্বমঙ্গলে-জয়দেবে, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিতে, এই প্রবাহের গতিবেগ "অনুদিন বাঢ়ল অবধি ন গেল।" এখানে সবই মধুর, এ-কালের বড়াল-কবির প্রাণোৎসারী ভাষায়, 'শ্রীচৈতন্য-প্রীতি', 'চণ্ডীদাস-গীতি', 'জয়দেব-ধ্বনি' সবই 'মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্'।

মহাজন পদকর্তারা মহাপ্রভুকে নিয়ে গৌরাঙ্গবিষয়ক সহস্র সহস্র পদে এবং অজস্র গৌরচন্দ্রিকায় 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' বহিয়ে দিয়েছেন। এ-দেশের সাধারণ লোকও সহজ কথায় তাঁদের উপলব্ধি ব্যক্ত করে মহাপ্রভুকে নিয়ে গান বেঁধেছেন, অতি গভীর সর্বাত্মক সে গানের ভাষা এবং তাঁদের ভালবাসা,

"নাম এনেছে নাম এনেছে নাম এনেছে রে।
প্রেম এনেছে প্রেম এনেছে প্রেম এনেছে রে।"

আমরা পূর্বে জয়দেবের 'নামসমেতং কৃতসঙ্কেতম্' পদাংশের উল্লেখ করেছি। এই সঙ্কেত অক্ষরার্থে বা জয়দেব-বর্ণিত অভিসার-প্রসঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়, এখানে "Where more is meant than meets the ear", বৈষ্ণবীয় নামতত্ত্ব, নাম ও নামীর অভেদ-তত্ত্বের ইঙ্গিত এখানেও পাওয়া যায়। মহাপ্রভু শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করে বৃহন্নারদীয় পুরাণের "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামেব কেবলম্" এই সহজ উক্তিটি তুলে ধরেছিলেন। গীতাঞ্জলিতে সুরের ঝঙ্কার তুলে রবীন্দ্রনাথ সেই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করেছেন,

"রয়েছো তুমি একথা কবে
জীবন-মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে।"

CENTRAL LIBRARY

মহাপ্রভুর উদ্ধৃত বৃহন্নারদীয়ের শ্লোক, ভাগবতের "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম-কীর্ত্যা' শ্লোক এবং বিশ্বকবির উপরি-উদ্ধৃত গীতাংশের গূঢ় সম্পর্কের বিষয়ে আমরা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করব। বাংলাদেশের অধ্যাত্মসংস্কৃতির ইতিহাসে নামতত্ত্বের বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের একটি সুচির-পোষিত ধারণা দুঃসাহসের পরিচায়ক হলেও এখানে ব্যক্ত করতে চাই।

নামসঙ্কেত ও কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাসের রামায়ণ মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী রচনা। অবশ্য ভাষাতত্ত্বের বিচারে কৃত্তিবাসের আসল 'শ্রীরাম পাঁচালী'র কোনও পাত্তাই নেই। পুথি-লেখক, গায়ক খ্রীষ্টীয় পণ্ডিত উইলিয়াম কেরি, পুণ্যশ্লোক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কতজনের কত অনুশাসনে ও সংস্কারসাধনে শ্রীরাম পাঁচালীর মূলরূপ অন্তর্ধান করেছে। কিন্তু না-ই বা পেলাম মূলরূপ! প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে ফুলিয়ার পণ্ডিতের রচিত গ্রন্থের অবিকলরূপ না পেলেও বস্তুরূপ বা বস্তুরূপের প্রতিবিম্ব পেয়েই আমরা তৃপ্ত, আমাদের দেশ ও জাতি ধন্য। কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল থেকে শুরু করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ-দেশের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান কৃত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃতলহরীতে স্নান অবগাহন করে নৈতিক চরিত্র আধ্যাত্মিক প্রবণতা পারিবারিক স্নেহবন্ধন ও সমাজসংহতি গড়ে তুলেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকি-ঋষিতে পরিণতির তাৎপর্যপূর্ণ আখ্যায়িকাটি প্রচলিত আছে। আখ্যায়িকাটি এই। চ্যবন ঋষির পুত্র রত্নাকর দস্যুবৃত্তিতে জীবিকা আহরণ করেন। কশ্যপ-ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষির গোত্রাপত্য আমাদেরই মতন একজন দস্যু। পরস্বাপহরণ লুণ্ঠন নরহত্যা কিছুতেই তার বাধে না। কিন্তু একটা জায়গায় আমাদের সঙ্গে এই দস্যুর একটু তফাৎ ছিল। লুটতরাজে সংগৃহীত কালো টাকায় সে তার বৃদ্ধ পিতামাতা ও সাধ্বী ভার্যাকে পোষণ করত, যা তার এ-কালের সমানকর্মা দস্যু আমরা সকলে করিনে। এই 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য' মহতী বিনষ্টি হতে তার রক্ষার উপায় হয়ে উঠেছিল।

এই স্বল্পধর্মের রন্ধ্রপথে ব্রহ্মা ও দেবর্ষি নারদ তার কাছে নেমে এলেন। কাহিনীর সবটুকু না বলে আমাদের প্রয়োজনীয় অংশের অবতারণা করি। রত্নাকর প্রথমে তাঁদের আমল দিল না, বৃদ্ধ ভিখারিবেশী কৃপালুদ্বয়কে

CENTRAL LIBRARY

মারবার জন্য তার হাতের বাড়ি উদ্যত হ'ল। কিন্তু তাঁদের কৃপায় এবং মাতাপিতা ও সাধ্বী ভার্যার অনুযোগবচনে যখন তার চমক ভাঙল, মোহ দূর হ'ল, তখন তাঁরা রত্নাকরকে উদ্ধার করবার জন্যে নামমন্ত্র দিলেন। "নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা"। কিন্তু আমাদেরই মতো পাপে জড় রসনায় রত্নাকরের রামনামের স্ফূর্তি হয় না। তখন কৃপা-কৌশল প্রকটিত হ'ল। সামনে ছিল শুকনো একটি মরা গাছ। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, বল তো ওটি কি? উত্তর হ'ল, মরা। তখন নির্দেশ হ'ল, কি বল্‌লে, আবার বল, বার-বার বল। রত্নাকর বলে চললেন, মরা মরা মরা ম.....। প্রথম ম'কারটি বাদ দিলে বর্ণবিপর্যয়ের ফলে বলা হতে লাগল রাম রাম রাম রাম। এমনি করে নামপ্রবাহ বয়ে চলল। প্রথমে 'তুণ্ডে-তাণ্ডবিনী', মুখে রসনায় চলল নামনৃত্য, নামাক্ষর-তাণ্ডব। পরে নামের শক্তিতে "রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে", নামে অনুরাগ এল, বহুমুখে নামগ্রহণের আকুতি জাগল। পরে "কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্", কর্ণকুহরে প্রবেশ করে অর্বুদকর্ণ লাভ করে নামশ্রবণের অভিলাষ জাগল। তার পরে "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মনপ্রাণ", 'চেতঃ প্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্'। বলা বাহুল্য, এখানে আমরা রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধবে'র 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী' শ্লোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এই শ্লোকটি চণ্ডীদাস-সমস্যার উপর কিরূপ আলোকসম্পাত করে বলে আমাদের মনে হয়েছে, সে-সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। রত্নাকরের উদ্ধার হ'ল নামবাহিত ভাগবতী শক্তির কৃপায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই কাহিনী চৈতন্যোত্তর যুগের প্রক্ষেপ একথা বলবার কি হেতু আছে আমরা বুঝিনে। আমাদের মনে হয়, জয়দেবের সময় থেকে মহাপ্রভুর আবির্ভাব কাল পর্যন্ত নামতত্ত্বাশ্রিত নিত্যসত্যের উপলব্ধির একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই কাহিনী তারই পরিচয় বহন করে। চণ্ডীদাসে আমরা পাই মুখ্যতঃ 'শ্যামনাম', 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম'। বিদ্যাপতিতে 'মাধব'। "মাধব বহুত মিনতি করি তোয়"। "মাধব হাম পরিণাম নিরাশা"। উপনিষদের মধু-শব্দের সঙ্গে অণ্ প্রত্যয় যোগ করে মাধব শব্দ নিষ্পন্ন। "সর্বকার্যেষু মাধবম্"। আমাদের মনে হয়, বিদ্যাপতির সঙ্গে উপনিষদের মধু-ভাবনার একটি অলক্ষিত যোগ রয়েছে, ভাবসম্মিলনের "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর", ঔপনিষদিক আনন্দ-সাগরের একটি ঊর্মি নয় তো? "স মধুরূপঃ", "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ", "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"। বিদ্যাপতির ভাবসম্মিলনের পদাবলী এই সমস্ত শ্রৌত মধুমন্ত্রের রসভাষ্য বলে আমাদের মনে হয়েছে।

CENTRAL LIBRARY

CENTRAL LIBRARY

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের আলোচ্য শ্রীরাধাতত্ত্বের প্রবেশদ্বারে এসে এখানে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়ের আলোচনা করবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। এ-যুগের মহামনীষী কবি তাঁর বিশ্বগ্রাহী কবিমন দিয়ে বৈষ্ণব কবিতাকে যে-ভাবে গ্রহণ করেছেন, তার প্রভাব অতর্কিতে আমাদের বৈষ্ণব কবিতার মূল্যায়ন এবং শ্রীরাধাতত্ত্বের উৎসসন্ধানকে প্রভাবিত করেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। একটি শক্তিশালী কবিমানসের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি একালের সমস্ত সারস্বত চেতনা ও প্রয়াসকে কতখানি আবিষ্ট করেছে, তার একটি উদাহরণ এখানে পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গটি তাই একটু সবিস্তারে আলোচনা করতে চাই। কবিসার্বভৌমের সর্বতোমুখী রসচেতনায় সর্বচিত্তহর শ্রীরাধাতত্ত্ব এবং সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব কি-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার আলোচনায় লাভ আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠককে নোতুন করে বলে দিতে হবে না যে, তাঁর অত্যাশ্চর্য কবি-প্রতিভা বিকাশের সঙ্গে বৈষ্ণবকবিতার রসানুভূতির নিবিড় যোগ রয়েছে। বর্ষীয়ান্ সর্বজনবরেণ্য বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের একটি উক্তি এখানে উদ্ধারযোগ্য, "বৈষ্ণব কবিগণের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী মহাকবি রবীন্দ্রনাথ"। তবে রবীন্দ্রনাথের শ্রীরাধা-তত্ত্বের ধারণা ঠিক বৈষ্ণবীয় উপলব্ধির পথ ধরে গঠিত হয়নি। 'সোনার তরী'র প্রসিদ্ধ 'বৈষ্ণব কবিতা'য় কবি প্রশ্ন করেছেন,

"সত্য করে কেহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
বিজন বসন্ত রাতে মিলনশয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি। এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ, কার মুখ, কার
আঁখি হতে? আজ তার নাহি অধিকার

CENTRAL LIBRARY

সে সঙ্গীতে! তারি নারীহৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন।"

বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুপম কবি-ব্যাখ্যাতার কাছে একটি সশ্রদ্ধ পরিপ্রশ্ন ছিল যা তাঁর জীবৎকালে চরণনিষণ্ণ হয়ে উপস্থাপন করবার সুযোগ হয়নি। বৈষ্ণব কবিতার রসাস্বাদনে সবার সমান অধিকার, কেউই বঞ্চিত হয়ে "যাবে না ফিরে"। বৈষ্ণবের সেটি পরম গৌরব, পরম কামনার বিষয়। কিন্তু 'রাধিকার চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতা'র যে ছবি বৈষ্ণব কবি এঁকেছেন, তা কি সংসারসীমার মুখ ও আঁখি থেকে চুরি করা যায়? বিশ্বসাহিত্যে তার প্রতিচ্ছবি আর কোথাও মিলেছে কি?

"দুঃখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরানগরে ছিলে তো ভাল॥"

এতখানি 'ভালো' কি ধরার দুয়ারে রূপ নেয়? উদ্ধৃতিটি কবিবচন, তত্ত্বের ভাষায় একে ব্যক্ত করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ,

"আত্মসুখহেতু গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার।"

পদাবলীর কবিবচনে একথা নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে,

"বঁধুর পিরীতি আরতি হেরিয়া
হেন মোর মনে করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে।"

অথবা,

"তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহসুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণলু
কহতহি গোবিন্দদাস॥"

CENTRAL LIBRARY

ভাগবতীয় শাস্ত্রবচনে ভগবদ্‌ভক্তিরূপে এর উৎসমুখে যাওয়া যায়,

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাম্
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"

কবিত্বলেশহীন হয়েও এর অনুবাদের আকুতি মিটাই,

"আমারে ভজিয়া ছিঁড়িলে যেরূপে গৃহবন্ধন কঠিন ডোর,
প্রেমের বাঁধনে বাঁধিলে আমারে সুযশ যাহার ভুবনভোর।
কলঙ্কবিহীন সে অনুরাগের, সাধ্য আছে কি, দিব প্রতিদান,
অনুরাগ দিয়ে সাধিবে তোমরা অনন্য সেই প্রেমের মান॥"

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।"

সংসারসীমার ভালবাসা কি এমনভাবে 'সব সমর্পিয়া একমন হইয়া' 'নিশ্চয় দাসী' হতে পারে? তত্ত্বের ভাষায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন,

"লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম-কর্ম।
লজ্জাধৈর্য দেহসুখ আত্মসুখ-মর্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমসেবন॥"

CENTRAL LIBRARY

মহাজন পদকর্তা নানাভাবে এর রসভাষ্য রচনা করেছেন,

"ধৈর্যশালা হেমাগার গুরুগৌরব সিংহদ্বার
ধরম-কবাট ছিল তার।
বংশীরব বজ্রাঘাত পড়ে গেল অকস্মাৎ
সমভূমি করিল আমায়॥"

অথবা

"হৃদয়মন্দিরে মোর কানু ঘুমায়ল
প্রেম প্রহরি রহু জাগি।
গুরুজনগৌরব চৌরসদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি॥"

প্রেমের এই অতন্দ্র পাহারা এই অনন্ত প্রতীক্ষা ও গুরুগৌরবে এই উপেক্ষা কি 'ধরার সঙ্গিনী'র সাজে?

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥"

অথবা

"দুহু লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম।"
"মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মধাই।"

এই রূপানুরাগ ও গুণানুধ্যান কি ইন্দ্রিয়চেতনাময় রূপাভিনিবেশ বা 'নিধুবনে রমণীরসরঙ্গে' মত্ততার ফল? "আমাদেরি কুটির-কাননে" যে-ফুল ফোটে তার কি এতখানি সৌরভ? তবে কবিগুরুর কথিত "দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা", এ-কথায় বৈষ্ণবের পূর্ণসম্মতি রয়েছে। বৈষ্ণবের চতুর্বিধা-রতির, তাঁর দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরের এই তো বৃত্তি, যে-জন্যে বৈষ্ণব ঐশ্বর্যভাবনা পরিহার করে মাধুর্যের সাগরে ডুবে যেতে চেয়েছেন,

"ব্রজের নির্মলরাগ শুন ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম॥"
"আপনারে বড়ো মানে আমারে সমহীন।
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন॥"
"ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥"

CENTRAL LIBRARY

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভাষায়,

"নায়ং সুখাপো ভগবান্‌ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥"

'মানসী'র 'একাল ও সেকাল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে
এখনো প্রেমের খেলা
সারা দিন সারা বেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটিরে।
সেই দিবা-অভিসার
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে?"

কিন্তু সংসারসীমার অভিসারে, জীবনে অথবা লৌকিক কাব্যে কি দিবাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার, বর্ষাভিসার, কুজ্‌ঝটিকাভিসার, এত বৈচিত্র্য থাকে? নীলাম্বুধি-তীরে তপ্তবালুকাভিসার পাঁচশো বছর আগে এ-দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল। দুঃখবরণের এই দুর্জয় অধ্যবসায়, তিমিরপ্রয়াণের, দুস্তরপন্থ-গমনের এই অদম্য আগ্রহ, মনসিজ-তন্ত্রের সাধনার এত স্তর কি লৌকিক প্রেমের অভিসারে দেখা যায়। পৃথিবীবাসিনী কোনও অভিসারিকা কি বলতে পেরেছেন?

"ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।"
"যছু পদতলে নিজ জীবন সোপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।"

আমাদের লিখিত ক্ষুদ্র 'নবপরিচয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছিলাম, ব্রজবুলির নিখুঁত গীতময় অনুকৃতি হয়েও ভানুসিংহের পদাবলী বৈষ্ণব কবিতা হয়ে ওঠেনি। কথাটিতে কেউ-কেউ আপত্তি জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-নাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবুদ্ধি পোষণ করেই এ-কথা বলেছিলাম। কথাটি তো আমার নিজের নয়, সত্যসন্ধ কবি নিজেই এ-কথা বলে গেছেন। তাঁর অননুকরণীয় বাচনভঙ্গিতে তিনি ভানুসিংহের বাঙ্‌নির্মিতিকে 'পদাবলীর জালিয়াতি' বলেছেন। আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন, "পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানাদ্বারা

CENTRAL LIBRARY

বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। এইজন্যে ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সংকোচের সঙ্গে বহন করে এসেছি। একে সাহিত্যের একটি অনধিকার প্রবেশ বলে গণ্য করি।" আমরাও সত্যানুরাগী কবির প্রতিধ্বনি করে বলি, রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের উপাদানে বৈষ্ণব কবিতার রসের জোগান রয়েছে, কিন্তু বৈষ্ণব পদকর্তার বিশেষ বিশ্বাস-চিহ্নিত ভক্ত-মনোভঙ্গি ও কবিমানসিকতার রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটেনি। তবে তাঁর কবিচিত্তের অন্তস্তলে শ্রীরাধাতত্ত্বের প্রতি ভক্তিসংস্কার মাঝে-মাঝে উঁকি দিয়েছে,

"প্রাণ ভৈরে মঝু বেণুগীতময়
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব জয় জয় রাধা
চরণে প্রণত ভানু।"

রবীন্দ্রনাথে প্রণাম আছে, অঞ্জলি আছে, নৈবেদ্য আছে, মাল্য গন্ধ ধূপ দীপ আরতি নৃত্য, আরও কত কি উপচার আছে, কিন্তু তাঁর পূজার প্রকরণ ও পদ্ধতি স্বতন্ত্র। 'নাম্নামকারি বহুধা'। নাম আছে, কিন্তু বিশেষ-কোনও নাম নেই, আছে

"আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে।"

আকর্ষণ আছে, কিন্তু সর্বাকর্ষক নিত্যাকর্ষক কৃষ্ণনামটি নেই,

"বেদনাদূতী গাহিছে ওরে গান,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান,
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।"

বৈষ্ণবের উচ্ছল ভাবভক্তির পথটি রবীন্দ্রনাথ সাবধানে পরিহার করে চলেছেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যে এই মনোভঙ্গি স্ফুটবাক্ হয়ে উঠেছে। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে যে আকুতি ও আত্মসমর্পণের সুর ধ্বনিত হয়েছে, তার কতখানি ভগবন্নির্ভর,

CENTRAL LIBRARY

কৃতখানি মানবতাভিমুখী, সে-সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার অবকাশ রয়েছে।- 'নৈবেদ্য'-এর 'অপ্রমত্ত' কবিতায় পাওয়া যায়,

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীত গানে
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ।"

আমাদের আশঙ্কা হয়, এখানে ভাবভক্তির পরিপন্থী এবং কবিচেতনা হ'তে পৃথগ্‌ভূত একটি সচেতন দোষদর্শিতার স্পর্শ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসুন্দর কবিভাষাও এখানে ক্লিষ্ট হয়েছে। ভাগবতীয় ভক্তিসাধনা, বৈষ্ণব গোস্বামীদের এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ-ব্যাখ্যাত সাধনভক্তি এখানে অস্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বহু পূর্বে, এমন কি মহাপ্রভুর সমকালে তাঁর কাছেই এই অভিযোগ এনেছিলেন একজন তর্কনিষ্ঠ তীক্ষ্ণধী গৃহী এবং একজন বেদান্তী সন্ন্যাসী। মহাপ্রভুর 'বৈরাগ্য-বিদ্যা নিজভক্তিযোগ' গ্রহণ করবার পূর্বে বাসুদেব সার্বভৌম এই অভিযোগ এনেছিলেন। সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ ও তাঁর সম্প্রদায় সম্ভ্রম সহকারে সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিরুদ্ধে ভাবকালির আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন।

"সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্তন গায়ন
ভাবক সন্ন্যাসী লইয়া কর সংকীর্তন।"

বিশ্ববিমোহন বিনয়বচনে মহাপ্রভু এর উত্তরে বলেছিলেন, গুরুদত্ত কৃষ্ণনাম তিনি কণ্ঠে ধারণ করেছেন। বেদান্তে তাঁর সম্যক্ অধিকার জন্মেনি।

"সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥"

সেই সঙ্গে ভাগবতের এই শ্লোকটি মহাপ্রভু পড়েছিলেন,

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥" ভাগবত, ১১।২।৪০

"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
তার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে হাসে ইতি উতি ধায়॥"
চৈতন্যচরিতামৃত, আদি।৫ম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তি-কল্পতরু-বর্ণন প্রসঙ্গে আছে,

"যে যে পূর্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল।
সে হো ফল খায় নাচে বলে ভালে ভাল॥"

কৃষ্ণদাস কৃষ্ণভক্তিরসের বহিরভিব্যক্তিতে মত্ততার অপবাদ খণ্ডন করে বলেছেন,

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত।"

সকলেই জানেন, বেদান্তী প্রকাশানন্দের ভক্তিবৈরূপ্য মণিমন্ত্র-মহৌষধি-নিরুদ্ধ ভুজঙ্গমের মতো শান্ত হয়েছিল। বহুদিন ধরে একটি সংশয়বেদনা-সংকুল প্রশ্ন আমাদের পীড়া দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করি। রবীন্দ্রনাথের মতো ভূরিপাঠী অধীতী কবির কি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি অভিনিবেশ সহকারে পড়বার সুযোগ হয় নি? বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোথাও আমার এ-প্রশ্নের সদুত্তর মেলেনি। এ-সম্বন্ধে মনটি সর্বদাই জিজ্ঞাসু ও উন্মুক্ত রেখেছি। এ-বিষয়ে উপদেশ পেলে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব। বিশ্বসভায় বাংলা সাহিত্যের জন্য অসামান্য গৌরব বহন করে এনেছেন আমাদের যে মহামহিম কবিসার্বভৌম তিনি বাংলা সাহিত্যের আর এক প্রান্তের তাঁরই মতো চিরজীবী এক কবির সাধনদীপ্ত অত্যাশ্চর্য কবিপ্রতিভার বিজয়-বৈজয়ন্তী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানির উপর কোনও আলোকসম্পাত করেন নি, এটি আমাদের চরম দুর্ভাগ্য। গ্রন্থসমাপ্তিকালে 'বৃদ্ধ জরাতুর' কবিরাজ কালের দূরদিগন্তে দৃষ্টিপ্রসারণ করে যে অশ্রুসিক্ত অনুনয় জ্ঞাপন করেছিলেন,

"চৈতন্য-চরিতামৃত যেইজন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞি করোঁ মুঞি পানে॥"

তাঁর বিশ্ববন্দিত উত্তরসূরি কি সেই প্রাণস্পর্শী অনুনয়ের সম্মুখীন হন নি? রবীন্দ্রনাথের কবি-মন যে, তাঁরই কথায় "স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে"

CENTRAL LIBRARY

বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে বিচরণ করতে পারে নি, তার আর একটি দৃষ্টান্ত পাই, জয়দেব ও কালিদাসের রবীন্দ্রনাথ-কৃত তুলনামূলক সমালোচনায়। এ-সম্বন্ধে পূর্বে আর-এক স্থলে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। কালিদাসের কবি-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা ও কবিব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু জয়দেব-সম্পর্কে তাঁর স্বীকৃতি বিগতকুণ্ঠ হতে পারে নি। জয়দেবের লালিত্যেরই শুধু তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। সে লালিত্য যেন "গুণ হইয়া হইল দোষ"। 'ললিতলবঙ্গলতা'র পাশে তিনি 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা'কে স্থাপন করে কালিদাসের সংযম ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে জয়দেবের মিষ্টতার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করেছেন। আমাদের এখানে বলবার একটা ছোট কথা আছে। কালিদাস ও জয়দেব উভয়েই মদনমহোৎসবের কবি, কিন্তু কালিদাসে মদনমহোৎসব মদনদহনোত্তর শান্ত পরিণামের দিকে এগিয়ে চলেছে। জয়দেবে মদনমোহন বা সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন-তত্ত্বের বিশ্রাম। জয়দেব বৈষ্ণবসাধনার গূঢ় রহস্যসঙ্কেতের কবি। মদনদহন ও মদনমোহন দুই-ই মানুষের অন্তর্লোকের সাধনরহস্য। গুরুত্বে কোনটিই ন্যূন নয়। কালিদাসের কাব্যের বহিরঙ্গে মদনমহোৎসব, অন্তরঙ্গে মদনদহন গভীর সংযত সংহতরূপ নিয়েছে। আশ্রমজীবনের সংযম আদর্শ মদনমহীপতির দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ন্ত্রিত করেছে। রঘুবংশে অগ্নিবর্ণ ও দিলীপ দুই-ই রয়েছেন। এ-যেন কবির প্রথম যৌবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নাগরজীবন ও আশ্রমজীবনের আদর্শসংঘাত। শকুন্তলায় দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পূর্বমিলন ও উত্তরমিলন, মালিনীতীরের তপোবনে এবং মারীচের আশ্রমে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মেঘদূতে পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ উভয়ত্র চেতনাচেতন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রকৃতিতে মদনমহীপতির অপ্রতিহত প্রতাপ মেঘমন্দ্রে বিঘোষিত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও শিখণ্ডিবর্হে স্ফুরিতরুচি গোপবেশ বিষ্ণু, তাণ্ডবনিরত দেবতা মহাকাল এবং ভক্তিদৃষ্টি-বিমুগ্ধা ভবানী অপ্রত্যাশিতভাবে চকিতে দেখা দিয়েছেন। কুমারসম্ভবে দেবতার নিষ্কম্প দীপশিখার মতো যোগসমাধিস্থ অচঞ্চল মূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে দেবদম্পতীর বাগর্থসম্পৃক্তিতুল্য মিলনের চিত্রটিও গোপন রাখা হয়নি। জয়দেবেও তেমন ললিল-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল মলয়সমীরে'র চাঞ্চল্যই শুধু প্রদর্শিত হয়নি, স্বর্গমর্ত্যবিজয়ী অবার্যবীর্য কন্দর্পদেবতার প্রাণমনোহরণ দর্পহরণের এবং 'মদন মরুছা পায়' এমন 'ঈষৎ হাসির তরঙ্গহিলোল' বয়ে গিয়েছে। প্রাচীন কবি কালিদাসের শৃঙ্গাররসে যে ভক্তিশ্রীর আভাস, উত্তরসাধক কবি জয়দেবে তার ঔজ্জ্বল্য, তার অন্তর্বল ও অধ্যাত্মসুষমার পূর্ণবিকাশ। শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট-স্থাপক শ্রীরূপ এই উন্নত উজ্জ্বল ভক্তিরসের

CENTRAL LIBRARY

ভাষাকার এবং আলঙ্কারিক রূপকার। রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষা-মঙ্গল' কবিতায় বর্ষাপ্রকৃতির বাণীমূর্তির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

"শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত গীতি-মুখরিত বনবীথিকা।"

কালিদাস, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথ এঁদের প্রত্যেকেরই কাব্য 'শত শত গীতি-মুখরিত বনবীথিকা'।

মধুসূদনের দৃষ্টিভঙ্গি

বৈষ্ণবকবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি-অগ্রজন্মা মধুসূদনের দৃষ্টিভঙ্গির একটি তুলনা অসার্থক হবে না। মধুসূদনের রাধাভাবের অঙ্গীকারে ভক্তির আবেশ গাঢ়তর বলে আমাদের মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ জন্মপরিবেশে, শিক্ষায় ও মননে ব্রহ্মপন্থী। মধুসূদন অকস্মাদাগত ঘটনাচক্রে খ্রীষ্টপন্থী এবং আমাদের বিশ্বাস, অবচেতনায় ভক্তিরসিক। রাধাভাব উভয়কেই স্পর্শ করেছে, মধুসূদনে এই ভাবের গাঢ়তা যে সমধিক তা 'বীরাঙ্গনা'র যদুনাথের প্রতি রুক্মিণীর লিপির নিম্নোদ্ধৃত স্বল্পাংশ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে,

"নবীন নীরদবর্ণ, শিখিপুচ্ছ শিরে,
ত্রিভঙ্গ, সুগলদেশে বরগুঞ্জামালা,
মধুর অধরে বাঁশী, বাস পীতধড়া,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রাজীব-চরণে—
যোগীন্দ্রমানস-পদ্ম! মোক্ষধাম ভবে!
যতবার হেরি দেব, আকাশমণ্ডলে
ঘনবরে, শক্রধনু চূড়ারূপে শিরে,
তড়িৎ-সুধড়া অঙ্গে, পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি আমি, পূজি ভক্তিভাবে।"

অবশ্য জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার একথা মানেননি। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কবিস্বভাবের জাতীয়

CENTRAL LIBRARY

প্রবণতা, উদার শিক্ষা এবং পরিমার্জিত রুচির আলোকে রাধাভাবের মানবিক আবেদন অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু মধুসূদন যেন এর আধ্যাত্মিক শক্তিমত্তাটুকু সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে পারেন নি। মধুসূদন-সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনাগ্রন্থ-প্রকাশের সুযোগসৌভাগ্য মিললে কবির এই অলক্ষিত দিকটির উদ্‌ঘাটনে আমরা প্রয়াসী হব। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যখণ্ডের এমন দুজন মহাকবি, যাঁদের রসচেতনা প্রাচ্য আলঙ্কারিক-প্রোক্ত ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর-পর্যায়ে পড়ে। অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য কাব্য-দার্শনিকের একটি উক্তির সার্থকতা এঁদের মধ্যে দেখা যায়, "Poetry is the expression of a religious idea". এঁদের কবিজন্ম এমন একটি সার্থকজন্ম যার সম্বন্ধে প্রযোজ্য গীতার উক্তি, "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"।

মধুসূদনের স্বল্প চারিটি বৎসরের আবিষ্ট কাব্যসাধনায় রাধাতত্ত্বের প্রতিফলনের পরিধি শুধু ব্রজাঙ্গনাকে বেষ্টন করে নয়। কবির "গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী"র যে মেঘনাদ ললিতকাব্যানুশীলন-রত গৌড়জনকে উচকিত করেছিল, তার উদাত্ত ধ্বনিতরঙ্গে কান পাতলে সন্ধানী পাঠক কারুণ্যনিষিক্ত লাবণ্যনিষ্যন্দী সূক্ষ্ম-শ্রুতিগম্য বিপ্রলম্ভ-করুণ একটি গীতঝঙ্কারও শুনতে পাবেন। শুধু ব্রজাঙ্গনায় নয়, মেঘনাদ-ব্রজাঙ্গনা-বীরাঙ্গনার অঙ্গনা-ব্যূহের অঙ্গনা-তত্ত্বের পরিকল্পনায় এই সুরের মূর্ছনা শোনা যায়। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক মোহিতলাল মধুসূদনের বৈষ্ণবপ্রবণতায় গভীর আন্তরিকতা প্রত্যক্ষ করেন নি। মধুসূদনের এই দিকটিকে তিনি লোকচিত্ত-বিনোদনের একটি বহির্মুখী সচেতন কলাকৌশল বলে ইঙ্গিত করেছেন। ইংরেজি-ফরাসী গ্রীক-লাতিন ইতালীয়-জার্মান প্রভৃতি ভাষায় বিরচিত বিশ্বসাহিত্যের প্রত্যক্ষসংস্পর্শে মধুসূদনের কবিশরীরের রক্তমাংসের উপাদান গঠিত হয়েছিল বলে ধরে নিলেও একথা বলতে হবে যে, তার অস্থিমজ্জায় ছিল বাঙালীর জাতীয় প্রবণতার অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণবপ্রবণতা। তাই "গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত" এমন একটি সুদীপ্ত প্রতিশ্রুতি তিনি তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে রক্ষা করতে পারেন নি। চৈতন্যচরিতামৃতের অন্তলীলায় গম্ভীরায় সংঘটিত মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের যে প্রাণস্পর্শী চিত্র এঁকেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায় ব্রজাঙ্গনার অনেকগুলি কবিতা। গ্রাম-অঞ্চল থেকে সেকালের একজন ভক্ত বৈষ্ণব ব্রজাঙ্গনাপাঠ সমাপ্ত করে ব্রজাঙ্গনার কবির দর্শনলাভের আশায় কোলকাতায় কবির চিৎপুরের বাসায় এসে হাজির হয়েছিলেন। তাঁর মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় আকাঙ্ক্ষিত-দর্শন বৈষ্ণব কবিপুরুষ, আর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় বিজাতীয় পরিচ্ছদধারী ব্যক্তির পার্থক্য তাঁকে বেদনা দিয়েছিল। পরিচ্ছদের আড়ালের

CENTRAL LIBRARY

মানুষটিকে চিনতে সেদিনের সেই সরল পল্লীবাসীই শুধু ভুল করেন নি, এক শতাব্দীর প্রগতির পারে দাঁড়িয়ে কবির অতিপ্রিয় গৌড়-সুভাজনও সেই ভুলের পাথেয় নিয়ে তাঁর কাব্যসমালোচনার পথ চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদনের বৈষ্ণবকবিতার প্রতি মনোভঙ্গির পার্থক্য আমরা সংক্ষেপে সহজে এইভাবে প্রকাশ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবকবিতায় প্রত্যক্ষ করেছেন মানবীয় প্রেমানুভূতির দিব্যায়ন, প্রাকৃত প্রেমের অপ্রাকৃতে ঊর্ধ্বায়ন। রবীন্দ্রনাথ যেন "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এই সত্যের আলোকে বৈষ্ণবকবিতা পাঠ করেছেন। মধুসূদনের মনটি যেন বৈষ্ণবীয় বিশ্বাসের অভিমুখে অনেকখানি অগ্রসর। তিনি কতকটা মুক্ত মনে এর রসগ্রহণে উদ্যত। প্রাচীনের সঙ্গে মধুসূদনের বিচ্ছেদ যেন শুধু বহিরঙ্গীয়। বৈষ্ণবভক্তের সঙ্গে তাঁর সহানুভূতির যোগ ছিন্ন হয় নি। কবি যেন বিশ্বাস করতে প্রস্তুত আছেন,

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপুঃ তাহারি স্বরূপ।"

আমরা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য" চণ্ডীদাসের কবিবচনের এই অংশের আক্ষরিক অর্থের উপর। মধুসূদন যেন মনটিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন, এই কবিনিরুক্তির কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত ভাষ্যের দিকে, "নরবপুঃ তাহারি স্বরূপ" এবং "নরলীলা তাঁর অনুরূপ"। আমরা কিছুদিন আগে 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে দেখাতে চেয়েছিলাম, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানির সঙ্গে অধ্যয়নযোগী মধুসূদনের পরিচয় ঘটেছিল, তার বহু প্রমাণ কবির কাব্যে পাওয়া যায়। এখানে একটি মাত্র তাৎপর্যপূর্ণ শব্দসাদৃশ্যের উল্লেখ করি।

মহাপ্রভু দক্ষিণ-পরিক্রমা শেষ করে নীলাচলে ফিরেছেন। বৃন্দাবনযাত্রার জন্যে মন উতলা হয়ে উঠেছে। ভক্তেরা পর্যটনশ্রান্ত কৃষ্ণপ্রেমিককে নিরস্ত করতে না পেরে অনুনয় জানালেন সোজা পথ ধরে বৃন্দাবনে যাবার জন্যে। তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝে মহাপ্রভু সুরধুনী ও বঙ্গদেশকে পথরেখার অন্তর্ভুক্ত করে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,

"বঙ্গদেশে আছে মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই মহাশয়।"

জননী ও জাহ্নবী এখানে দুই মা, গর্ভধারিণী শচীমাতা ও মা-গঙ্গা। বৃন্দাবন-যাত্রায় এঁদের তিনি লঙ্ঘন করবেন না।

CENTRAL LIBRARY

সমাহিত শব্দশিল্পী মধুসূদনের ব্যবহৃত অন্তিম শব্দযুগ্মক "জননী জাহ্নবী"। এখানেই কবিকণ্ঠ চিরতরে নীরব হয়েছিল।

"যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, **জননী জাহ্নবী**।

এখানে জননী ও জাহ্নবী অবশ্য একই ব্যক্তি, মা একটি, কবির ব্যথাতুরা গর্ভধারিণী জাহ্নবী। কবির অন্তকালের ধারণার বিষয়ীভূত শব্দযুগ্মক-বাহিত ধ্বনিপ্রবাহের সঙ্গে কবি এবং তাঁর অমর লেখনী 'জননীর ক্রোড়ে' বিরাম লাভ করেছিল। শব্দসাদৃশ্য আকস্মিক কিনা, সে-সম্বন্ধে সুধীবৃন্দের সঙ্গে ঐকমত্যের দুরাশা পোষণ না করেও ভুলতে পারিনে, মধুসূদন সমাহিত শব্দযোগী, শব্দসাধক। 'জননী জাহ্নবী' এই শব্দযুগ্মকের অব্যবহিত পূর্বের অংশ "রাজনারায়ণ নামে", পিতা রাজনারায়ণের নামের দ্বিতীয়াংশে 'নারায়ণ'। মনে পড়ে অজামিল উপাখ্যান, "নারায়ণং তনুত্যাগে"। পরেই "জননী জাহ্নবী"—"গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম", মাতৃনাম, পিতৃনাম ও "তারক ব্রহ্মনাম"!

আমরা দুই মনীষী কবির বৈষ্ণবকবিতা-সম্পর্কিত মনোভাবের তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে বলতে চেয়েছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ নিজে দাবি না করলেও রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠে গঠিতরুচি একালের সাহিত্যরসিকেরা মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবকবিতার মূল্যায়নই যথার্থ ও বিচারসম্মত নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ন। বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্মকথা সম্পর্কে এমন মানবিকতাভিত্তিক অভিমতের মূলে বিজ্ঞানমুখ্য জড়বাদের প্রভাবও কিছুটা কাজ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনা ও গবেষণার সূত্রপাতে প্রাকৃত সাহিত্য, গাথা সাহিত্য, অবহট্ট ও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের সাম্প্রতিক অনুশীলনের প্রসার ঘটেছে। এর ফলে বৈষ্ণব সাহিত্যের তথা শ্রীরাধাতত্ত্বের এমন একটি মূল্যায়নের ধারা দ্রুত স্ফীতিলাভ করেছে। পশ্চিমের সন-তারিখ-চিহ্নিত ঐতিহাসিক আলোচনার অভ্রান্ততায় আবিষ্ট হয়ে আমরা দার্শনিকতত্ত্ব ও সাধনরাজ্যের অপরোক্ষানুভব-লব্ধ নিত্যসত্যের আয়ুষ্কাল ও ক্রমবিকাশ দেখাবার অধ্যবসায়ে নোতুন করে ব্রতী হয়েছি। এই অধ্যবসায়ের প্রশংসনীয়তা স্বীকার করেও আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যের এই সামগ্রিক মানবিকতা-মুখী ব্যাখ্যায় তৃপ্ত হতে পারি নি।

CENTRAL LIBRARY

সম্প্রদায়ের কথা ও প্রাকৃতদৃষ্টি

ধর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে সব সম্প্রদায়েরই একটা বলবার কথা থাকে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরও নিশ্চয়ই একটা কথা আছে। স্মরণাতীত কাল থেকে এই সম্প্রদায়ের চিন্তাপ্রসূত ভজনস্ফুরিত ও সাধনলব্ধ অনেক শুনবার মতো কথা জমে উঠেছে। বৈষ্ণবদর্শনও একটা গড়ে উঠেছে, যা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়, নিশ্চয়ই এমন নয়। তারপর বৈষ্ণবদর্শন শুধু দর্শন নয়, এ একটা সমগ্র জীবনদর্শন, সাধনমার্গ ও ভজনপন্থা। রাজনীতি ও সমাজবিপ্লবের প্রচণ্ড বিক্ষোভের দিনেও এই জীবনদর্শন মানুষকে তিমির-পয়াণের আলো জুগিয়েছে, দুস্তরপন্থ-গমনের সঙ্কট অতিক্রম করবার দুর্জয় সাহস এনে দিয়েছে। মৃত্যুর উপকণ্ঠে দাঁড়িয়েও মরণোন্মুখ নামজপনিষ্ঠ বৈষ্ণব অকারণবৈরী মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-দাতার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন, "মোর দ্রোহে এ সভার নহুঁ অপরাধ"। শ্রীচৈতন্যযুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক আলোচনা আমরা প্রসঙ্গের শেষের দিকে করবার আশা রাখি। এখানে শুধু এইটুকু বক্তব্য যে মহাজীবনের অপরোক্ষানুভবলব্ধ সত্য বিশেষ সম্প্রদায় সযত্নে রক্ষা করে সকল মানুষের দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেয়। সম্যক্ আচরণ করে সম্যক্ প্রদান করেন বলেই তো 'সম্প্রদায়'। সুতরাং সাম্প্রদায়িক আচার্য ও দার্শনিকের কথা বাদ দিয়ে কোনও তত্ত্বেরই সম্যক্ আলোচনা হয় না।

"সবার উপরে মানুষ সত্য", এই মানবিকতা এক প্রকারের। আর "ভাঙিছ গড়িছ তুমি আপন স্রষ্টায়" আমাদের কালের বড়াল-কবির এই মানব-বন্দনা ভিন্নপ্রকারের মানবিকতা, যার প্রতিষ্ঠা জড়বাদ-নির্ভর প্রত্যক্ষ-বাদের উপর। পারমার্থিক সত্য ও সমগ্র-দর্শনের সত্য জড়বাদের জগৎ থেকে নির্বাসিত। বিশ্বের সকল যুগের সকল দর্শনেরই সর্বকারণ-কারণের প্রতি একটি জিজ্ঞাসা ও আগ্রহ রয়েছে। তার যদি কোনও সার্থকতা থাকে, তবে এ জিজ্ঞাসা অনিবার্য, স্রষ্টা আগে না সৃষ্টি আগে? সূক্ষ্ম না স্থূল, কারণ না কার্য, কর্তা না কর্ম, কোন্‌টি আগে? বৈজ্ঞানিক যুগে কবিদের চারুবাক্য ও ছন্দের যাদু অনেক সময় সহজবুদ্ধি-জাত এই মৌলিক প্রশ্নটির উত্তর এড়িয়ে যায়। ইংরেজি ভাষার বাগ্‌ভঙ্গি অবলম্বন করে একে বলা যায় 'Putting the cart before the horse'—ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়া। প্রাকৃত হতে অপ্রাকৃত সৃষ্টি, না অপ্রাকৃত হতে প্রাকৃত সৃষ্টি? জড়বাদে অবশ্য অপ্রাকৃত বলে কিছু নেই। কিন্তু অবিমিশ্র জড়বাদ লোকায়ত হলেও বিশ্বব্যাখ্যার শেষ কথা নয়। দর্শনে ও জীবনসাধনায় অপ্রাকৃতের

CENTRAL LIBRARY

একটি সুদৃঢ় অবলম্বন চাই। প্রাচীনেরা নরজন্মকে দুর্লভ এবং কবিত্বকে সুদুর্লভ বলেছেন। আমরা কি দুর্লভ ও সুদুর্লভ এই দু'টি সম্পদের অধিকারী হয়ে অপ্রাকৃত মায়াতীত নিত্যসত্যের বিলোপসাধন করব? আমাদের যুগের দুই মনীষী, অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, যথাক্রমে দিব্যজীবন ('Life Divine') ও মানুষের ধর্ম (Religion of Man') এই দু'য়ের সামঞ্জস্যবিধান করে একটি সমগ্র জীবনদর্শন খাড়া করেছেন। প্রাচীনের ভাগবত ধর্ম বা সাত্বত ধর্মও এই সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব ধর্ম ভাগবত ধর্ম, কিন্তু দিব্যজীবন ও মানুষের ধর্ম দুই-ই সুনিশ্চিতভাবে ভাগবত ধর্মের স্বীকৃতির বিষয় হয়েছে। অপৌরুষের শাস্ত্রে প্রদর্শিত ও সাধনলব্ধ অন্বয় পরতত্ত্বের নির্ণয়ে কালক্রমবিচারের উপযোগিতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি নি।

রূপকবাদ

শ্রীরাধা অধ্যাত্মরাজ্যের একটি রূপকমাত্র এমন একটি মত শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত রয়েছে। প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ এই চারিটি, মতান্তরে দশটি প্রমাণের মধ্যে উপমান প্রমাণ একটি। প্রমাণ হিসাবে উপমান দুর্বল, রূপক এই পর্যায়ে পড়ে। কবি, নাট্যকার, কথাকার অনেক সময়ে রূপক (allegory বা Symbolism)-এর ব্যবহার করেন। অপরোক্ষানুভবের বিষয় রূপকের পর্যায়ে পড়ে না। রূপক-বুদ্ধি লীলারস আস্বাদনেও সহায়তা করে না। প্রখ্যাত পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বৈষ্ণবের এই বিশাল রাজ্যটিকে জ্যোতিষশাস্ত্রের আওতায় এনে একে রূপক বলতে চেয়েছেন। "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্"—এই শ্রুতির বিষ্ণু বা সূর্য হলেন কৃষ্ণ। রাধা, বৃষভানু, বিশাখা, চিত্রা, রোহিণী, পৌর্ণমাসী, চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ-লীলা সম্পর্কিত এই সমস্ত নামে জ্যোতিষিক পরিভাষার অন্তর্গত। রূপক-সংকেতের সুন্দর কাব্যরূপায়ণ রবীন্দ্রনাথেও পাওয়া যায়,

"এই তো তোমার আলোক-ধেনু সূর্যতারা দলে দলে;
কোথায় বসে বাজাও বেণু, চরাও মহাগগন তলে।
তৃণের সারি তুলছে মাথা, তরুর শাখে শ্যামল পাতা;
আলোয়-চরা ধেনু এরা ভিড় করেছে ফুলে-ফলে॥

CENTRAL LIBRARY

সকালবেলা দূরে দূরে উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে,
আঁধার হলে সাঁঝের সুরে ফিরিয়ে আন আপন গোঠে।
আশাতৃষা আমার যত ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত
মোর জগতের রাখাল ওগো, ডাক দেবে সন্ধ্যা হ'লে।"

কিন্তু 'গীতিমাল্যে'র কবি এই সুন্দর গীতে জ্যোতিস্তত্ত্বকে অতিক্রম করে পারমার্থিক সত্তাকে ছুঁয়ে গিয়েছেন। এই পরিকল্পনায় অলক্ষিতে বিশ্বরূপ-ধারণা এসে গিয়েছে। কিন্তু তাই বলে গীতার একাদশ অধ্যায়কে আমরা রূপকের পর্যায়ে ফেলতে চাইনে। গীতার একাদশের পর দ্বাদশ, বিশ্বরূপ-দর্শনের পর ভক্তিযোগ। দু'য়ের নিগূঢ় সম্পর্কটি ভুললে চলবে কেমন করে? কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' থেকে একটি ঘটনার বিবৃতি দিয়েছিলাম কিছুদিন আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি নবীনচন্দ্র সেনের স্মারক বক্তৃতায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীতে নবীনবাবুর প্রথম আলাপ হয়। নবীনবাবু তখন রাণাঘাটে মহকুমা-হাকিম ও যশস্বী কবি। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির প্রিয়দর্শন উদীয়মান কনিষ্ঠ কবিপুত্র। গুণমুগ্ধ প্রৌঢ় কবি তরুণকে সাদরে নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁর রাণাঘাটের বাসায় আসবার জন্যে। সত্যই একদিন তরুণ কবি এসে হাজির হলেন। "দুঁহু দরশন ভেল", দর্শনের সঙ্গে আত্মীয়তা, ভাববিনিময়। নবীনবাবুর কিশোরপুত্র নির্মল যত্ন করে কীর্তন অভ্যাস করছিলেন। পিতা আদেশ দিলেন, কবি-অতিথিকে পদাবলী-কীর্তন শুনিয়ে দেবার জন্যে। নির্মল মধুস্রাবী কণ্ঠে গাইলেন। তৃপ্ত পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, কবির কেমন লাগল। সোজা উত্তর না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বললেন, তার মর্ম এই, "তাই তো, আমি ভাবি, আমি পুরো-পুরি ব্রাহ্ম কিনা"। কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন, "ভাগবত একখানি উচ্চাঙ্গের রূপক"। বলা বাহুল্য, এতে কবির তৃপ্তি ও উদার মনোভাব প্রকাশ পেল। নবীনচন্দ্র বললেন, "আপনি একে রূপক বলে তৃপ্ত হলে তাই বলুন। কিন্তু দোহাই, কবি, আমার কালো পুতুলটি ভাঙবেন না।" সেয়ানায়-সেয়ানায় কোলাকুলি হ'ল। ঘটনাটির সত্যতায় সংশয়ের অবকাশ নেই। কারণ নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। বিবরণটি নবীনবাবুর স্বকপোল-কল্পিত হ'লে কবি নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতেন।

CENTRAL LIBRARY

বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ

শুনেছি, বিবেকানন্দ রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে 'Wonderful Symbolism' বলতেন। হয়ত 'wonderful' বিশেষণটির মধ্যে তাঁর এমন উপলব্ধি রয়েছে আমরা যার ধারণা করি নি। স্বামীজীর গোপী-প্রেম সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উক্তি সুধীজনের অবিদিত থাকবার কথা নয়। এই সন্ন্যাসি-পরিব্রাজকের বৃন্দাবন-পরিক্রমা এবং বৃন্দাবনবাসকালে রাধারাণীর-দেখানো স্বপ্ন-প্রসঙ্গের কথাও শোনা যায়। স্বামীজীর জীবনে স্পর্শ দিয়ে যে স্পর্শমণি তাঁকে সোনায় পরিণত করেছিলেন, সেই দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন, বঙ্কিম লীলা স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছিলেন, "বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, কিন্তু রাধা মানে না"। প্রাণখোলা রসিকতা করে তিনি বলেছিলেন, "ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করে এ-কথা কেমন করে বিশ্বাস করবে? এ-কথা যে ইংরেজি লেখাপড়ার ভিতর নেই। পূর্ণ অবতার, বোঝানো বড় শক্ত, চোদ্দপোয়ার ভিতর অনন্ত আসা।" কথামৃতে এই প্রসঙ্গের পূর্ণ বিবরণ রয়েছে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক নরনারীর রূপক আশ্রয়ে স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের শাস্ত্রে ব্যক্ত হয়ে আসছে। শ্রুতির দু'টি সুপর্ণ বা পাখীর রূপক কেউ-কেউ এই তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করেন" স্ত্রীপ্রায়ম্ ইতরৎ সর্বম্"। Cardinal Newman-এর প্রসিদ্ধ উক্তি, "If thy soul is to go on higher spiritual blessedness, it must become a woman—yes, however, manly you may be among men". "There is one supreme male in the world. All of us are to be regarded as women". অবিকল আমাদের শাস্ত্রের কথা, "গোবিন্দ এব পুরুষো ব্রহ্মাদ্যাঃ স্ত্রিয় এব হি"। নবদ্বীপে সেদিনও ভক্ত সর্বাত্মক সখীভাব আশ্রয় করে সাধনভজন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গোপীভাবে সাধনভজনের কথা লীলা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। কথিত আছে, মীরাবাঈ বৃন্দাবনে শ্রীরূপগোস্বামীর সাক্ষাৎকারে অভিলাষী হয়েছিলেন। শ্রীরূপ প্রকৃতি-সাক্ষাৎকারে অনুৎসাহ প্রকাশ করেন। ভজনপটীয়সী সাধিকা বলে পাঠালেন, পুরুষ অভিমানের অবকাশ কোথায়? একমাত্র পুরুষ গিরিধারীলালজী। গর্গসংহিতায় শ্রীনারদ ও আসুরীনামক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তপস্বীর কাহিনী এখানে স্মরণ করা যায়।

CENTRAL LIBRARY

তাঁরা মানস-সরোবরে স্নান করে গোপীভাবপ্রাপ্ত হয়ে রাসমণ্ডলে প্রবেশ করেন। কারণ,

"একোঽস্তি পুরুষঃ কৃষ্ণো নির্জনে রাসমণ্ডলে।
অন্যো ন যাতি রহসি গোপীষূথং বিনা ক্বচিৎ॥"

খ্রীষ্টীয় মীষ্টিক্ ও ইসলামীয় সুফিদিগের মধ্যেও মরমিয়া সাধনার এই ধারাটি বিস্তারলাভ করেছিল। এ-সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে, বাহুল্য ভয়ে আমরা নোতুন করে তাতে ব্রতী হব না। আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষ হতে এই ধারা পারস্যে এবং ক্রমে ইউরোপ খণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল। হরিদাস ঠাকুরের মুসলমান সম্পর্কের কথা সকলেই জানেন। তাঁর মাধ্যমেই মহাপ্রভু নামজপ প্রবর্তন করলেন। ইসলামেও ইসিম্ জপের ব্যবস্থা রয়েছে। বৈষ্ণব ও সুফীদিগের মধ্যে কোনও যোগাযোগের সম্পর্ক রয়েছে কিনা সে-সম্বন্ধে উভয়শাস্ত্রে অধিকারীদের নিরপেক্ষ আলোচনার প্রয়োজন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ গীতিকার সম্পাদনে সহযোগিতা করবার সময় পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত নিজাম ডাকাইতের পালাটি পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। দস্যু রত্নাকরের রামমন্ত্র জপের ফলে বাল্মীকি ঋষিতে পরিণতির কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রাপ্ত কাহিনীর সঙ্গে নিজাম ডাকাইতের নিজামুদ্দীন আউলিয়ায় পরিণত হওয়ার কাহিনীর আশ্চর্য মিল রয়েছে।

দার্শনিক কুমার আনন্দস্বামী বলেছেন, "Krishna-Lila is not a history but a process ever unfolded in the heart of man" কথাটির অভিপ্রেত অর্থ আমাদের ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়, হৃদি-বৃন্দাবনই আসল সত্য। আমাদের কাছাকাছি-সময়ের প্রসিদ্ধ পাঁচালিকার দাশরথি রায়ের একটি পদে আছে,

"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস
যদি কর কমলাপতি,
ওহে ভক্ত-প্রিয় আমার
ভক্তি হবে রাধা-সতী।"

কবি শশাঙ্কমোহন সেন রাসলীলাকে মনোভিরাম রূপক বলতে চেয়েছেন,

"কি গাহিব? যাহা দিব্য স্থির দৃষ্ট ঋষির নয়নে,
সম্মুখীন হতে নারি, হেরিয়াছে রূপক-দর্শনে,
দৃষ্টান্ত উপমা অনুপ্রাসে
আগমে নিগমে ইতিহাসে

CENTRAL LIBRARY

উপক্রম করি শুধু সম্ভ্রমে প্রণমি যারে যায়
অক্ষমের অশ্রুভরা বেদে ও পুরাণে সংহিতায়।"

আমরা পূর্বেই বলেছি, রূপক প্রমাণ নয়, ইসারা। রূপক বোধশক্তিকে উদ্দীপিত করে, জীবনকে স্পর্শ করে না। অধোক্ষজ-তত্ত্ব রূপকের নাগালের বাইরে। রূপক সাধনসহায় ভজনানুকূল চিত্তাভিনিবেশের সৃষ্টি করে না! প্রকট ও অপ্রকট এই দুই নিয়ে লীলা। রূপক এই উভয় লীলায় বিশ্বাসী নয়। সুতরাং এই দুইয়ের সামঞ্জস্যবিধান করতে পারে না। পরতত্ত্ব, ভাগবতী ভাষায়, ধ্যানগম্য, "সত্যং পরম্ ধীমহি", গীতায়, "প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্"। শ্রীঅরবিন্দের একটি উক্তিতে লীলাস্বীকৃতি পাওয়া যায়। "We may describe and realise the World-Existence in its relation to the self-delight of the Eternally-Existent being as *Lila*, the play, the child, the joy.....perpetually inexhaustible, creating and re-creating Himself for the sheer bliss of that self-creation, of that self-representation, Himself the play, Himself the player and Himself the playground." বাংলা ভাষার আধারে বাঁধলে কথাগুলি কতকটা এমন দাঁড়াবে, "আনন্দের দিক্ থেকে বিশ্বসত্তাকে নিত্যের লীলারূপে বর্ণনা ও উপলব্ধি করা যায়। এ-আনন্দ যেন শিশুর খেলার আনন্দ, এ-আনন্দের ওর নেই। অনন্ত যেন অখণ্ড আনন্দের বশে আপনাকে আপনি বহুরূপে সৃষ্টির পর সৃষ্টি করে চলেছেন। আত্মসৃষ্টির ও আত্মাভিব্যক্তির অবিমিশ্র আনন্দ ছাড়া এর আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। আত্মারামের এই আনন্দলীলায় তিনিই ক্রীড়া, তিনিই ক্রীড়ক এবং তিনিই ক্রীড়াভূমি বা ধাম।"

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণবীয় পরতত্ত্ব

প্রত্যক্ষ অনুমান, উপমান ও শব্দভেদে প্রমাণ চতুর্বিধ। এই চারটি মুখ্য প্রমাণ ভারতবর্ষের সব দর্শনই মানেন। অবশ্য বৌদ্ধদর্শন শাব্দপ্রমাণ মানেন না। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁর 'সর্বসম্বাদিনী'তে দশপ্রকার প্রমাণের উল্লেখ করেছেন। এই দশবিধ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ অনুমান আর্ষ উপমান অর্থাপত্তি অভাব সম্ভব ঐতিহ্য চেষ্টা শব্দ। এই সর্বশেষ শব্দ বা শাব্দ প্রমাণ আপ্ত বাক্য, যাকে বলা হয়েছে অপৌরুষেয়। যার সাহায্যে প্রমা বা নির্ণেয় বস্তুর পরিজ্ঞান হয় তাকে প্রমাণ বলা হয়। শ্রীজীব বলেন, "যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্ষোপমানার্থাপত্ত্যভাবসম্ভবৈতিহ্য-চেষ্টাখ্যানি দশপ্রমাণানি বিদিতানি তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষরহিত-বচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্।" অন্য প্রমাণে ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব প্রভৃতি দোষ থাকতে পারে। কিন্তু শব্দ প্রমাণ এই সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত, অন্যনিরপেক্ষ। অন্য প্রমাণ যাকে স্পর্শ করতে পারে না, এমন বস্তুনির্ণয়ের পক্ষে শাব্দ প্রমাণ সাধকতম। শাব্দ প্রমাণকে শ্রুতি "মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্" বলেছেন। ভগবান্ শঙ্কর-রামানুজ-মধ্ব-প্রমুখ বেদান্তভাষ্যকারগণ এবং বৈষ্ণবদার্শনিক-গণের মুখ্য অবলম্বন এই শাব্দ প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বৈষ্ণবের পরতত্ত্ব। শ্রীরাধাতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব থেকে অভিন্ন। রাধা শক্তি, কৃষ্ণ শক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ,

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥"

বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, যোগীর ধ্যেয় পরমাত্মা এবং ভক্তের ভগবান, এই তিন তত্ত্বের সঙ্গে বৈষ্ণবের পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন, অদ্বয় ব্রজেন্দ্রনন্দন তত্ত্ব। ভাগবতের,

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

CENTRAL LIBRARY

বৈষ্ণব ভাগবতকে শ্রুতিপ্রমাণের মর্যাদা দিয়েছেন। "শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণম্ অমলম্"। পূর্বেই বলা হয়েছে সংহিতা ব্রাহ্মণোপনিষদের সঙ্গে শ্রুতিপর্যায়ে ইতিহাস পুরাণকেও ধরা হয়। "এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ এতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদ-সামবেদাথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্"। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধাতত্ত্ব আলোচনার পূর্বেই তাই বৈষ্ণবীয় প্রমাণ এবং বেদান্তবাদী সম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে বৈষ্ণবের সম্পর্ক, তাঁদের সিদ্ধান্তগত ঐক্য ও বৈলক্ষণ্য সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। শ্রৌত প্রমাণ যে সংশয়চ্ছেদী এবং সর্বাগ্রে ও সর্বোৎকর্ষে গ্রহণীয় তা আমরা মুক্ত মন নিয়ে সাধারণ বুদ্ধিতেও বেশ বুঝতে পারি।

নিত্যানিত্যবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমতিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান, শ্রদ্ধা এই ষট্‌সাধনসম্পত্তি ও মুমুক্ষা লাভ হলে বেদান্তশ্রবণের অধিকার জন্মে। মহাপ্রভু বেদান্ত শুনতেন। তবে মুমুক্ষা বৈষ্ণবের অনভিলষিত। ভাগবতধর্ম ভুক্তি ও মুক্তি দুইকেই নিষ্কপটে প্রত্যাখ্যান করে' "অহৈতুকী অব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে" তাকেই গ্রহণ করেছেন। কিছু চাইনে, চাই কেবল চাওয়াটা চুকিয়ে দিতে, এমন না-চাওয়া 'মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান' বলেছেন বৈষ্ণব। সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, এই না-চাওয়াকে চাওয়ার ফলে চাইবার স্থলটিকেও সঙ্গে সঙ্গে চুকিয়ে দেওয়া হয়। কিছুই তো রইল না তা হ'লে, বৃহত্ত্ব-বাচক শব্দটি ছাড়া। "ব্রহ্মশব্দের অর্থ বস্তু সর্ববৃহত্তম"। এ-যেন শূন্যবাদ তার শুষ্ক নিরালম্ব বৈরাগ্যবাদ নিয়ে ভেল বদল করে ফিরে এল। বৈষ্ণব চতুর্বিধ মুক্তি চুকিয়ে দিয়ে যা চাইলেন তা হ'ল প্রীতিতে ভগবৎ-সেবা,

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যত্বমপ্যুচ্যতে।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

এই মুক্তিবাঞ্ছা প্রত্যাখ্যানই মৈত্রেয়ীর ভাষায় "কিমহং তেন কুর্যাম্ যেনাহং নামৃতা স্যাম্"। এই 'অমৃতা স্যাম্' শিক্ষাষ্টকের ভাষায়,

"চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্।
শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্॥
আনন্দাম্বুধি-বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্॥"

CENTRAL LIBRARY

মহাপ্রভু বেদান্তি-চূড়ামণি বাসুদেব সার্বভৌমকে বলেছিলেন,

"সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
ব্যাসসূত্রের অর্থ যেন সূর্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে কর আচ্ছাদন॥"

সূত্রের মুখ্যার্থ ছেড়ে গৌণার্থ-কল্পনায়, অভিধাবৃত্তি ছেড়ে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়গ্রহণে মহাপ্রভুর আপত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদান্তভাষ্য ছিল না। সে অভাবপূরণ করলেন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর গোবিন্দভাষ্যে। পূর্বেই বলা হয়েছে, শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাছে "প্রমাণম্ অমলম্"। তাঁর কাছে ভাগবত এক সঙ্গে গায়ত্রী, ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত ও তদন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার রসভাষ্য। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সার চমৎকারভাবে এই একটি শ্লোকে সংহত রূপ নিয়েছে,

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্।
রম্যা কাচিদ্ উপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা॥
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

শ্রীজীবগোস্বামী ষট্সন্দর্ভের অন্তর্গত তত্ত্বসন্দর্ভের একাদশ অনুচ্ছেদে ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক বহু প্রমাণবচন উদ্ধৃত করেছেন। ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে,

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনিশ্চয়ঃ।
গায়ত্রী ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ॥
নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥"

প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকে ভাগবতকে বলা হয়েছে "কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ"। মৃত্যুর উপকণ্ঠে প্রায়োপ-বেশন-রত মহারাজ পরীক্ষিৎ। তাঁর সভায় ভাগবতশ্রবণার্থী নানামতাবলম্বী

CENTRAL LIBRARY

দেবর্ষি মহর্ষি রাজর্ষি সমাগত। সকলেই আসন্নমৃত্যু রাজাধিরাজের মতো ক্ষুৎপিপাসা ও নিজ নিজ মত ভুলে তন্ময় হয়ে শুকমুখভ্রষ্ট অমৃতফল লাভের আকুতি নিয়ে ভাগবতী বাণী শুনেছেন।

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্॥
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি-কৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ ভাগবতের উৎকর্ষপ্রতিপাদন-কল্পে বলেছেন, "অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্মো নিরূপ্যত ইতি। পরমত্বে হেতুঃ প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং দেবতা-কাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্র হতে এখানে ভাগবতের উৎকর্ষ। রামানুজ মধ্ব বল্লভ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আচার্যেরা ভাগবতের বহু টীকা রচনা করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শুধু ভাগবতের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা নয়। তাঁরাও গভীরভাবে ভাগবত অনুশীলন করেছেন; নানা টীকাভাষ্য রচনা করেছেন। শ্রীরূপের লঘুভাগবতামৃত, সনাতনের বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী টীকা রয়েছে। শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু ও শ্রীজীবের ষট্‌সন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনী ভাগবতেরই বিস্তার। মধুসূদন সরস্বতী তাঁর 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-গ্রন্থে এবং বলদেব তাঁর বেদান্তের গোবিন্দভাষ্যে ভাগবতাশ্রয়ী ভক্তি-দার্শনিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-দাতা মধুসূদন সরস্বতী তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভে অন্তরের কথাটি ব্যক্ত করেছেন,

"বংশীবিভূষিতকরাৎ নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদ্ অরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদ্ অরবিন্দ-নেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বং ন জানে॥"

পরম ভাগবত বিদগ্ধ ব্রহ্মচারী ডাঃ মহানামব্রত তাঁর 'উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণ'-গ্রন্থে এর রসাল বঙ্গানুবাদ দিয়েছেন,

"বংশীকর পীতাম্বর বারিদবরণ
বিম্বাধর মনোহর নলিনয়ান।
চন্দ্রমুখ চিতসুখ গোপীচিতচোর
কৃষ্ণ হতে পরতত্ত্ব জ্ঞান নহে মোর॥"

CENTRAL LIBRARY

অদ্বৈতবাদিগণের অদ্বৈতসিদ্ধির কোলাহলে মধুসূদনের "ভক্তিরসের কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে" বলিয়া 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনা' গ্রন্থে পূজনীয় শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তিনি মধুসূদন সরস্বতী-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সারগ্রাহী আলোচনায় মধুসূদনের এই শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন,

"তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স ত্বেবাহমিতি ত্রিধা।
ভগবচ্ছরণং তস্যাং সাধনাভ্যাসপাকতঃ॥"

সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের ভাষায়, "আমি তাঁহার, তিনি আমার, তিনিই আমি—এই তত্ত্ব মথুরা, দ্বারকা এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনের সাধনরহস্য। সাধারণী সমঞ্জসা এবং সমর্থার সাধনসঙ্কেত।" শেষের সঙ্কেতটি অহংগ্রহ উপাসনা নহে। বিরহের অপূর্ব তন্ময়তায় শ্রীমতী

"মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতিভাবনশীলা॥"

মহাজন-পদাবলীতে,

"অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মধাই॥"

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও অদ্বয়তত্ত্ব

'অদ্বৈতসিদ্ধি'-গ্রন্থের উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে চৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণের প্রথম তিনটি শ্লোক। তা হ'লেই আমরা শ্রীগৌরকৃষ্ণতত্ত্ব-সমন্বিত শ্রীরাধাতত্ত্বের গোপন প্রকোষ্ঠে প্রবেশাধিকার পাবার সাধন-সঙ্কেত লাভ করব।

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়মযম্
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

CENTRAL LIBRARY

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
-দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব এই তিন মিলে এক অদ্বয়তত্ত্ব। এই তত্ত্ব ভাগবতের "তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্"। জীবগোস্বামী বলেন, শ্রুতিপ্রতিপাদিত শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববস্তু সর্বাতীত সর্বাচিন্ত্য হয়েও সর্বাশ্রয় এবং পরমাশ্চর্য-স্বভাব। দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্যও সেই অদ্বয় তত্ত্ববস্তু যা আপাতবহু প্রতীয়মান হলেও বস্তুতঃ এক। স্বল্পাক্ষর অসন্দিগ্ধ গূঢ়নির্ণয় শ্রুতির বচন "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি"। এই অদ্বয়ের উপলব্ধি পুরুষসূক্তে, উপনিষদে, ব্রহ্মসূত্রে। "স ভূমিং সর্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্"। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। তৈত্তিরীয় শ্রুতির, "ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্বম্"। মাণ্ডূক্য "ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব।" "এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষ অন্তর্যামী এষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।" শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।" এই সর্বগ অনন্ত বিভু চিন্ময় অপ্রাকৃত অদ্বয় বস্তু চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচর নয়। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন, "অপ্রাকৃত বস্তু নয় প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গোচর"। কারণ ইন্দ্রিয় প্রাকৃত মায়িক চিদ্বিরোধী বস্তু। আবার মনেরও গোচর নয়। শ্রুতির "যতোঽবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে আছে,

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানে", "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ", "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনাকালে আচার্য শঙ্করও এ-কথা স্বীকার করেছেন। শ্রুতি-প্রতিপাদিত

CENTRAL LIBRARY

অন্বয়তত্ত্ব সচ্চিদানন্দতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবের যুগলিত রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস সার্থক করে তুলেছেন শ্রীজীবগোস্বামী অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের ব্যাখ্যানে।

বেদসংহিতার পুরুষেই আমরা শ্রীঅরবিন্দ-কথিত Personality of the Ever-Existent-এই ধারণার মূল পাই। উপনিষৎ তাঁকে রসসংবিৎ, মধুমন্ত্র ও আনন্দ-সংবেদনের মধ্য দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। পুরাণে তিনি হয়েছেন ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট ঈশ্বর। ভক্তের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক, প্রীতির সম্বন্ধ। "অস্তি ভাতি প্রিয়ং ব্রহ্ম" মহাপ্রভুর স্বানুভবে এই শ্রুতি রূপ ধরেছে। মহাপ্রভুর পূর্বে জয়দেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি এবং পরে শত শত মহাজন পদকর্তা এবং বৈষ্ণবাচার্যগণের পথও স্বানুভবের পথ। এঁরা সকলেই মরমিয়া,

"মরম না জানে ধরম রাখানে
এমন আছয়ে যাঁরা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥"

বেদোপনিষদের ব্রহ্ম এবং "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া লভ্যঃ" ভগবান্, এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেছে বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ। একই পারমার্থিক সত্য, উপলব্ধি ও আস্বাদনের প্রকারভেদ। এখানেই Mysticism, মার্মিকতা, রহস্যবাদ। বৃহত্তম পরাৎপর তত্ত্ববস্তুকে বৈষ্ণব ধ্যানের জ্ঞানের উত্তুঙ্গ শিখরে নির্বাসিত করে রাখেন নি, তাঁর সঙ্গে জীবের সম্বন্ধনির্ণয় করেছেন। জীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ পরমাত্মসন্দর্ভ ভগবৎ-সন্দর্ভ আছে কিন্তু ব্রহ্মসন্দর্ভ নেই। এই অভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে আশঙ্কা করেই যেন ভক্তিদার্শনিক-প্রবর পূর্বেই বলে রেখেছেন,

"ব্যঞ্জিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ম্।
অতোঽত্র ব্রহ্মসন্দর্ভোঽপ্যবাস্তবতয়া মতঃ॥"

তাঁর মতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম অসম্যগ্ আবির্ভাববিশেষ, বৈষ্ণবের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। সকলেই জানেন, শ্রীজীব শঙ্করের নির্বিশেষবাদ নিরসন করে সবিশেষতত্ত্ব ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের উপর বৈষ্ণব মত স্থাপন করেছেন।

CENTRAL LIBRARY

বৈষ্ণব লীলা ও বিগ্রহ মানেন। বিশেষভাবে গ্রহণ করবার জন্য বিগ্রহ, কথাটি বারবার এসে যাচ্ছে। বিগ্রহ অবশ্য চিন্ময় বিগ্রহ। বৈষ্ণব পরবস্তুর সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন করতে চান। তাঁর সম্বন্ধ কৃষ্ণ, প্রয়োজন বা পুরুষার্থ প্রেম এবং অভিধেয় ভক্তি। "অস্তি ভাতি প্রিয়ং ব্রহ্ম" স্বল্পাক্ষর শ্রুতির 'অস্তি' হ'ল সদ্‌বস্তু, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "রয়েছো তুমি"।

"ওদের কথায় ধাঁধা লাগে তোমার কথা আমি বুঝি,
তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবি সোজাসুজি॥"

এখানে সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের সংটুকু। আমাদের জ্ঞানযোগের পরম লক্ষ্য এই সদ্‌বস্তু। কিন্তু পরমবস্তু আছেন, তাতে আমার কি? শ্রেণিসংগ্রামে লিপ্ত আজকার রক্তচক্ষু রক্তাক্তপাণি মানুষের তাতে কি? আস্তিক্যদর্শনের পর্বত-প্রমাণ গ্রন্থরাজি "রয়েছো তুমি" এ-কথা চিরদিন নানাভাবে নিরন্তর বলে আসছে, তাতে এসে গিয়েছে কি? তাই 'অস্তির' পরে স্বানুভবের দ্বারা লভ্য 'ভাতি'—তিনি আছেন এবং তিনি শোভমান, তিনি সুন্দর, দেদীপ্যমান। "সুন্দর তুমি", "সৎপুণ্ডরীক-নয়নম্"। এই সুন্দরের আরতির পঞ্চপ্রদীপ তো অনির্বাণ জ্বলছে। কিন্তু তাতেও হিংসার লেলিহান বহ্নিশিখা 'ভবমহাদাবাগ্নি' নির্বাপিত হয় নি। তাই অস্তি ও ভাতির সঙ্গে প্রয়োজন 'প্রিয়ম্', তিনি আছেন, তিনি সুন্দর এবং তিনি প্রিয়, ভালবাসার বস্তু। সম্বন্ধ কৃষ্ণ, প্রয়োজন প্রেম, অভিধেয় ভক্তি। কেমন প্রিয় তিনি? এখানেও শ্রুতির অসন্দিগ্ধ স্বল্পাক্ষর সমাধান রয়েছে। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ"। তিনি পুত্র হতে প্রিয়তর, বিত্ত হতে প্রিয়তর, আর সব-কিছু হতে প্রিয়তর। তিনি প্রিয়তম। গীতার ভাষায়, "গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণঃ সুহৃৎ", "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ"। এখানে ব্যাকরণ 'নিকৃষ্টাদেকোৎকর্ষে' সূত্রের সাহায্যে পঞ্চমী বিভক্তি নিষ্পন্ন করেন। জীবনের যে-সমস্ত মূল্যায়ন আধুনিক জীবনদর্শনে পাওয়া যায় এবং যার ভিত্তিতে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক মনুষ্যত্ব গড়বার জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, এই শ্রুতিতে যেন একসঙ্গে তার অত্যাশ্চর্য পূর্বাভাস এবং নিরসন পাওয়া যায়। 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ'-এর দ্বারা 'Sensuous Man'-এর নিরসন, "প্রেয়ো বিত্তাৎ" এর দ্বারা 'Economic Man'-এর পরাজয়, সঙ্গে সঙ্গে 'The man of spirit', আত্মার মানুষ, প্রেমের মানুষের প্রতিষ্ঠা। বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতির এক সন্ধিক্ষণে ঘোর সঙ্কটাবর্তের মধ্যে একটি সুবর্ণকান্তি প্রেমময় মানুষ এসে 'The man of spirit', 'The

CENTRAL LIBRARY

man of love'-এর পুনরুদ্ধার করেন, তর্কের পথে নয়, আচরণের পথে। তাঁর মুখে ভগবানের নামাক্ষর। তাই তিনি 'কৃষ্ণবর্ণম্', হৃদয়ে প্রেম, দ্যুতিতে তিনি হিরণ্যবর্ণ, তাই 'ত্বিষাকৃষ্ণম্'। "অস্তি ভাতি প্রিয়ং ব্রহ্ম" শ্রুতির তিনি প্রত্যক্ষকর্তা, প্রত্যগাত্ম-পুরুষ, সচল বিগ্রহ, জঙ্গম জগন্নাথ।

CENTRAL LIBRARY

তৃতীয় অধ্যায়

পরতত্ত্ব ও প্রেমভক্তি

এই পর্যন্ত বলে আমরা The man of love বা প্রেমভক্তি সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করি। কারণ বৈষ্ণবসাধনা প্রেমভক্তির সাধনা, শ্রীরাধাতত্ত্ব প্রেমভক্তিরই পরম তত্ত্ব। চৈতন্য-চরিতামৃত বড় সুন্দর করে জ্ঞান-ভক্তিকর্মযোগ প্রভৃতির সমন্বয়সাধন করে বলেছেন, "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম-যোগজ্ঞান"। গৌরচন্দ্রের তনু হতে বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রয়োজন প্রেম, অভিধেয় ভক্তি। প্রেমভক্তির আলোকেই আমাদের শ্রীরাধাতত্ত্বের আলোচনার এই অক্ষম প্রয়াস। বিশাল ভক্তিরাজ্যের রাজরাজেশ্বরী শ্রীরাধিকা, নিখিলভক্তজনের আরাধ্যা, ব্রজগোপী-মণ্ডলীর যূথেশ্বরী এই মহামহিমময়ী। ভক্তিসাধনায় সিদ্ধ ও সাধকগণের তিনি আদর্শ।

কর্মজ্ঞানভক্তি প্রভৃতি অয়নপন্থার কোন্‌টি প্রশস্ত, এ নিয়ে জিজ্ঞাসা ও সংশয় মানুষের চিরদিনকার। এর সমন্বয়সাধন করেছেন বলেই গীতা মহত্তম গভীরতম ও মধুরতম গীত বা সঙ্গীত, The highest and sweetest music, concord, harmony. সত্যই গীতা বিশ্বজীবনের মহাসঙ্গীত, বিশ্বরূপের সামগ্রিক আলেখ্য। সেই গীতার পরিপূরক রসভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। আদি ভাষা-চরিতকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব যুগের আভাস দিতে গিয়ে আক্ষেপ করে বলেছেন, গীতা-ভাগবত যাঁরা পড়েন ও পড়ান, তাঁরাও এই দু'য়ের ভক্তিব্যাখ্যা করেন না।

"গীতা-ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥"

মহাপ্রভুর আগেও মৈথিল রাজকবি বিদ্যাপতি নিষ্ফল বিদ্যাবৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে অতৃপ্তি প্রকাশ করেছিলেন,

"কত বিদগধ জন রস অনুমগন
আনুভব কাহু ন পেখ।"

CENTRAL LIBRARY

আদি ধর্মশাস্ত্র-প্রবক্তা মনুও বোধ হয় তাঁর ধর্ম-নিরূপণের প্রারম্ভে এই ভক্তির দিক্‌টাকে স্মরণ করে ধর্মকে "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ" বলেছেন,

"বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ যো ধর্মস্তং নিবোধত॥"

মহাপ্রভু এসে এই ভক্তির উপরেই জোর দিলেন। মহাপ্রভু তাঁর জীবনে আচরণে এবং বাসুদেব সার্বভৌম রায় রামানন্দ এবং শ্রীরূপসনাতনের সঙ্গে প্রসঙ্গকালে সমস্ত যোগেরই ক্রমান্বয়ে তারতম্য দেখিয়ে সমন্বয়সূত্রে ভক্তি-বাদের প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বোপনিষৎ-সার গীতা, অধ্যাত্মপ্রকৃতির পরম পুষ্টিকর' এই দুগ্ধামৃত দোহন করেছিলেন গোপালনন্দন। অগ্রপায়ী বৎস হলেন পৃথানন্দন অর্জুন। সুধীমাত্রই হলেন এর ভোক্তা।

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

গীতার আঠারোটি অধ্যায়। এর মধ্যে অর্জুনবিষাদযোগ থেকে আরম্ভ করে সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ অধ্যায়ের মোক্ষযোগ পর্যন্ত সমস্ত যোগেই ভক্তি অভিধেয় হয়ে উঠেছে। গীতার যেখানে শেষ ভাগবতের সেখানে আরম্ভ, এই তারতম্যবাচক মন্তব্য আমরা ঠিক ভালো করে বুঝতে পারিনে। গীতা-ভাগবতের বস্তু এক, অভিধেয় এক। চৈতন্যভাগবত-কার শ্রীল বৃন্দাবন দাস 'গীতা-ভাগবত'-এর যুগল সমাশ্রয়ের কথা একই ভাবে বলেছেন, তারতম্য করেন নি। রামানন্দ-সঙ্গে সাধ্যসাধন-প্রসঙ্গে "এহো বাহ্য" "এহো হয়" "এহোত্তম", ধাপে ধাপে রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মন্দিরের মণিকোঠার অভ্যন্তরে বিগ্রহের সান্নিধ্যে। সেখানে গিয়ে কথা থামিয়ে দিয়েছেন শ্রীহস্তে মুখাচ্ছাদন করে। তাই গীতা-ভাগবত ভিন্ন নয়, গীতা-ভাগবত রূপক নয়, রূপই। বিশ্বকে তো আমরা রূপক বলিনে, Concrete বলি। তেমন গীতার সমগ্র দর্শনাত্মক বিশ্বরূপও রূপই। আবার এই বিশ্বরূপদর্শনের পর ভক্তিযোগ। গীতায় একাদশ অধ্যায়ের পর দ্বাদশ অধ্যায়। ইহার কি কোনও সার্থকতা নেই?

শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তিকে বলা হয়েছে "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। ঈশ্বরে পরমা অনন্যা রতিই ভক্তি। গোপাল-তাপনীতে "ভক্তিরস্য ভজনম্"।

CENTRAL LIBRARY

"সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরেণ নির্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।" ভজনার্থক ভজ্‌ধাতু থেকে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। ভঞ্জনার্থক ভন্‌জ ধাতু থেকেও ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন করবার একটি খেয়াল মাঝে মাঝে আমাদের জাগে। তাতে অপরাধ হবে কি? ভক্তি এমন-একটা বৃত্তি যা পরম-এককে ভেঙে দুই করে মুখোমুখি করে দেয়। মধুসূদন সরস্বতীর "তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ", তুমি আমারই, আমি তোমারই, এই দুই না হ'লে তো ভক্তি হয় না। কেবলাদ্বয় কেমন করে দুই হয়? অভেদে ভেদ কি-ভাবে সমঞ্জসিত হয়? কি-ভাবে হয়, তা সত্যই চিন্তাতীত, তর্কাতীত, বাক্যমনের অগোচর। Epistemology এখানে অসমর্থ, মূক। "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। তাই মহাপ্রভুর ইঙ্গিত অনুসরণ করে মেধাবী বৈষ্ণব ভক্তিদার্শনিক 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-বাদ উপস্থাপিত করেছেন। অন্য প্রসঙ্গে কবিভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "যে-ভাবে পরম এক হইয়া উৎসুক।
> আপনাকে দুই করি লভিছেন সুখ॥"

এ-তো বৈষ্ণবেরই কথা! এই কথাই গভীরতরভাবে সাধনদীপ্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে গোদাবরী-তটে বাণীরূপ নিয়েছিল,

> "না সো রমণ না হাম রমণী।
> দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥"

অমনি মহাপ্রভু ভক্ত-প্রবক্তার মুখ আচ্ছাদন করেছিলেন। কথায় কাজ কি, ব্যথা জাগানো চাই। "কহিলে কি বাড়য়ে কাজে?"

বৈষ্ণবদর্শনের সিদ্ধান্ত, জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক একই সঙ্গে ভেদাভেদ-সম্পর্ক, জীবের স্বভাব "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস"। "দাসভূতো হরেরিব নান্যস্যৈব কদাচন"। যে-দিক্ দিয়ে দেখা যাক্ না-কেন অদ্বয়তত্ত্ব ভেঙে দুই হয়ে একে অন্যের ভজনীয় ও ভালবাসার বস্তু হয়েছেন।

ভক্তি শব্দটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের, এমন একটি কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। ভক্তি শব্দটি কিন্তু শ্রৌত প্রয়োগ। বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে এ-পর্যন্ত ১২০টি উপনিষৎ প্রকাশিত হয়েছে। এর বাইরেও বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যকারেরা এবং বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দ অনেক শ্রুতিবচন উদ্ধার করেছেন। এ-কথা সত্য যে, লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত উপনিষদের বাইরেও আচার্য-পরম্পরায়

CENTRAL LIBRARY

রক্ষিত বহু শ্রুতিবচন রয়েছে। মাঠর শ্রুতি বলেন, "ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী।" শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলেন,

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শ্রুতির "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"-এর পরিপূরক বচন গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে,

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

ব্যাকরণে পড়েছি, "সর্বে গত্যর্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থা জ্ঞানার্থাঃ স্যুঃ"। যে-সমস্ত ধাতুতে যাওয়া বুঝায়, সে-সমস্ত ধাতুর জানা ও পাওয়া অর্থও হয়। পাণিনির বার্তিককার কাত্যায়ন খুব সম্ভব খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের লোক। এই বার্তিককার সূত্র রচনা করেছেন, "কৃপি সম্পদ্যমানে"। তার উদাহরণ দিয়েছেন, "ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে"। ভক্তি থেকে জ্ঞান হয়। জ্ঞান থেকে সব সময় ভক্তি হয় কিনা, সুচতুর বার্তিককার যেন সে-কথা এড়িয়ে গেলেন! ভক্তির দিকেই যেন তাঁর ঝোঁক। দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে দেখা যায় বার্তিক-কার কাত্যায়ন চাণক্যপণ্ডিতের সঙ্গ করেছেন। ভট্টোজী দীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকাকার পরিব্রাজকাচার্য জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী বলেছেন, "প্রকৃতিবিকৃত্যোর্ভেদবিবক্ষায়াং বিকৃতিবাচকত্বাৎ চতুর্থী"। এখানে ভক্তি প্রকৃতি, জ্ঞান বিকৃতি। ভক্তিরই বিকৃতি বা পরিণতি জ্ঞান। যেমন দুধের বিকৃতি দধি, দধির বিকৃতি দুধ নয়। দুধ হতে দই হয়, দই হতে দুধ নয়। "ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে", ভক্তি হতেই পরতত্ত্বের জ্ঞান হয়। বৈয়াকরণের এই উক্তির শাস্ত্রীয় সমর্থন গীতার অধ্যায়ে-অধ্যায়ে। মন্মনাঃ মচ্চিত্তঃ মদ্ভক্তঃ মদ্যাজী মৎপরঃ মৎপরায়ণঃ মদ্গতপ্রাণঃ, ভক্তি-সমুদ্রের এমন অগণিত তরঙ্গ উঠেছে গীতায়।

জ্ঞানযোগের চতুর্থ অধ্যায়ে পাই "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" কত বড়ো আশ্বাস এই বাণী বহন করে। ভগবান্ ভক্তকে ভজনা করেন, "তাং স্তথৈব ভজামাহম্"। এ শুধু Man's wooing of God

CENTRAL LIBRARY

নয়, God's wooing of man. রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির সুরঝঙ্কারে গীতা সুগীতা করে, এই কথাই বলেছেন,

"বেদনাদূতী গাহিছে ওরে গান,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান্।"

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগে আছে,

"সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥"

যে-কোনও অবস্থায় থেকে সব-কিছুর মধ্যে যে আমাকে ভজনা করে সে আমার সঙ্গে যোগযুক্ত। কবিরাজ গোস্বামীর পয়ারে মহাপ্রভুর উক্তি রায় রামানন্দের প্রতি,

"স্থাবরজঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র হয় তার ইষ্টদেবস্ফূর্তি॥"

সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগে পাই,

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়া দুস্তর। একমাত্র আমাতে শরণ নিলে এই মায়া থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অষ্টমে অক্ষরব্রহ্মযোগ, "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া"। হে পার্থ অনন্যা ভক্তির দ্বারাই পরম পুরুষ লভ্য হন। রাজযোগের নবম অধ্যায়ের সর্বশেষ শ্লোক,

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

মোক্ষযোগ অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই প্রতিশ্রুতি আবার এসেছে,

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

CENTRAL LIBRARY

তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর, আমার ভজনপূজন কর। আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি, আমাকে তুমি এতেই পাবে। অষ্টম অধ্যায়ের আর একটি শ্লোকে পাওয়া যায় পরম আশ্বাসপ্রদ প্রতিশ্রুতি,

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

অনন্যচিত্ত হয়ে যারা আমার উপাসনা করে, যারা আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত সেই ভক্তদের প্রাপ্য আমি বয়ে দিয়ে আসি এবং সেই পাওনার এতটুকুও টুটতে দিই নে। ভক্তিজগতের রোমাঞ্চকর কাহিনী রয়েছে ভগবানের-দেওয়া এই আশ্বাসবচন নিয়ে। কত কালের কত ভক্তনয়নে অশ্রুমন্দাকিনী প্রবাহিত হয়েছে এই আশ্বাসে! একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ-দর্শন। সেখানেও,

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমাকে জানা যায়, দেখা যায়, লাভ করা যায়। চৈতন্যচরিতামৃত-কার ভক্তির উৎকর্ষ সম্বন্ধে সুন্দর সিদ্ধান্ত করেছেন,

"ধর্মাচারিগণ মধ্যে বহুত কর্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

চৈতন্যচরিতামৃত আরও বলেন,

"ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥"

"অজাগল-স্তন ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন॥"

CENTRAL LIBRARY

ভাগবতের ভক্তি-প্রতিপাদক কটি মাত্র শ্লোক এখানে উদ্ধার করি। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্লোক,

"মদ্‌গুণশ্রুতি-মাত্রেণ ময়ি সর্ব-গুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্॥"
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥"

গঙ্গার জলরাশি যখন সমুদ্রপ্রবিষ্ট হয়, তখন সমুদ্রের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তেমন আমার গুণ শ্রবণমাত্রই সর্বচিত্তনিবাসী আমার সঙ্গেও নিবিড় যোগ হয়। নির্গুণ ভক্তিযোগের এই লক্ষণ, পুরুষোত্তমরূপে আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা, স্বতঃসিদ্ধা ও ফলানুসন্ধান-রহিতা। প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক,

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এব কালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাতম্॥"

যেমন আহারের সঙ্গে সঙ্গে ভোজনকারীর তুষ্টি, পুষ্টি ও তৃপ্তি হয় ভগবানের শরণাগত জনের প্রপত্তিমাত্রই ভক্তি, ভগবদনুভব এবং বৈরাগ্য সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়। একাদশ স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোক,

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"

সকলের প্রিয় এবং সর্বাত্মরূপে আমার প্রতি শ্রদ্ধার ফল ভক্তি, যার সাহায্যে আমি লভ্য হই। মন্নিষ্ঠা ভক্তি হীন কুক্কুরভোজীকেও সংসার থেকে ত্রাণ করে।

এইরূপে অন্বয়ী শ্লোকের দ্বারা ভক্তিমহিমা খ্যাপন করে ভাগবত একটি সুন্দর ব্যতিরেকী শ্লোকের উপহার দিয়েছেন,

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো।
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে॥
তেষাম্ অসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে।
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

CENTRAL LIBRARY

ধান ছেড়ে যারা তুষের উপর আঘাত হানে তাদের ক্লেশ সার হয়। তেমন ভক্তি ছেড়ে শুষ্ক জ্ঞানের দ্বারা আমাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলে শুধু ক্লেশ পেতে হয়। গীতাও দ্বাদশে ভক্তিযোগে এই কথাই বলেছেন,

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

আচার্য শঙ্কর প্রকাশ্যতঃ ভক্তিকে সাধ্য বলে অঙ্গীকার না করে কেবলাদ্বৈত বা শুধু জীবব্রহ্মের ঐক্য বা তত্ত্বমসি জ্ঞানের দ্বারা মায়াকে অতিক্রম করবার সিদ্ধান্ত করায় তিনি গীতার ভাষ্যকার হয়েও "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে", এই গীতাবাক্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অকথিত রেখে গিয়েছেন।

এইজন্য ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে প্রণামমন্ত্রে বলা হয়েছে,

"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমঃ॥"

যাঁকে সব-কিছু সমর্পণ না করলে তপস্বী দাতা যশস্বী মনস্বী এবং কল্যাণ-কর্মা কেউই মঙ্গললাভ করেন না, সেই শ্রবণমঙ্গলকে বারংবার নমস্কার। প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়েও পাওয়া যায়,

"নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জিতম্।
ন শোভতে জ্ঞানমমলং নিরঞ্জনম্॥"

অচ্যুতভক্তি-বিবর্জিত কর্মত্যাগ ও বিশুদ্ধ নির্মল জ্ঞানও শোভা পায় না। আচার্য শঙ্কর 'ষট্পদী স্তোত্রে' ভক্তির সুর সেধেছেন,

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তরঙ্গঃ॥"

হে নাথ, তোমাতে আমাতে ভেদ দূর হ'লেও আমি তোমারই, তুমি আমারই নও। তরঙ্গ সমুদ্রের, সমুদ্র তরঙ্গের নয়। স্তোত্রের পর স্তোত্র রচনা করেছেন অদ্বৈত বেদান্তের এই হিমালয়সদৃশ সুদৃঢ় আশ্রয়পুরুষ। আমাদের

CENTRAL LIBRARY

মনে হয় ভক্তির সমস্ত ধারাগুলিতেই তিনি গাঢ়নিষ্ণাত ছিলেন। "ভজ গোবিন্দম্", "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী", "দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে" প্রভৃতি স্তোত্র তার প্রমাণ।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'Essay on Gita' গ্রন্থে বলেন, "The God-lover advances constantly towards the ultimate necessity of our birth in cosmos through a concentrated love and adoration by which he makes the Supreme and Universal Divine the whole object of his living—not either egoistic and terrestrial satisfaction or the celestial worlds and the whole object of his thought and of his seeing. To see nothing but the Divine, to be at every moment in union with Him in all things is the whole condition of his spiritual existence. His Godhood does not divorce him from life, nor does he miss anything from the fulness of life, for God Himself becomes the spontaneous bringer to him of every good, all his inner and outer getting and having, "Yogakṣemaṁ Vahāmyahaṁ". The joy of heaven and the joy of earth are only a small shadow of his possession, for as he grows into the Divine, the Divine too flows out upon him, with all the light, power and joy of an infinite existence." বাংলা ভাষার আধারে কথাগুলি বাঁধলে এমন হবে;—

ভক্ত ভবজন্মের ধ্রুব লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হন ভক্তিযোগের সাহায্যে—বিশ্বাত্মা বাসুদেব তাঁর অনন্যা গতি হন। ঐহিক সুখ অথবা স্বর্গলোকাদি তাঁর কাম্য থাকে না। যাঁদের সব-কিছুতে ভগবদ্দর্শন (যাঁহা যাঁহা নেত্র স্ফুরে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্তি"), সর্বদা সর্বথা ভগবৎ-সত্তায় অবস্থান, সর্বপ্রীতিতে আনন্দের উপলব্ধি তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনের একমাত্র তাৎপর্য হয়ে ওঠে। তাঁদের দিব্যজীবন তাঁদেরকে ভবজীবনের পূর্ণস্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করে না, তাঁরা জীবনের পূর্ণতার এতটুকুও হারান না। কারণ ভগবান্ তাঁদের ভিতর-বাইরের সমস্ত চাহিদা বয়ে নিয়ে যান, এতটুকুও টুটতে দেন না ("যোগক্ষেমং বহাম্যহম্")। স্বর্গ ও মর্ত্যের যাবতীয় সুখ এই সম্পদের ছায়ামাত্র। বিশ্বসত্তার এই যে উজ্জীবন, তাতে দিব্যজীবনের সমস্ত বিভূতি, সমস্ত আলোক এসে তাঁকে আলিঙ্গন করে।

CENTRAL LIBRARY

ভক্তিরস ও ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু

বৈষ্ণব-দার্শনিক ভক্তিকে রসের পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন। রসপ্রস্থান নিয়ে তাঁর প্রস্থানচতুষ্টয়। শ্রীরূপ 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'তে এই ভক্তিরসের অত্যাশ্চর্য-ভাবে মনস্তত্ত্বসম্মত বিশ্লেষণ করেছেন। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পরিপূরক গ্রন্থ 'উজ্জ্বলনীলমণি' এই বৈষ্ণব রসদার্শনিকের প্রতিভাব বিজয়বৈজয়ন্তী। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর চারটি বিভাগ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ। বিভাগগুলি আবার লহরীতে বিভক্ত। এই অমৃতসিন্ধুর সমগ্র পরিচয় এখানে দেওয়ার কথা উঠতে পারে না। তবে সাধনবিষয়ে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের পক্ষে এর কিছু আভাস পূর্ণতর পরিচয়-অর্জনের সহায়ক হতে পারে। পূর্ব বিভাগের চারটি লহরী, সামান্য ভক্তি, সাধনভক্তি (বৈধী ও রাগানুগা), ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি (ভক্তির পরিণত অবস্থা)। সামান্য ভক্তি উত্তমা ভক্তি থেকে পৃথক্। উত্তমা ভক্তিরই তিনটি ভেদ, সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। উত্তমা ভক্তির সংজ্ঞা আনুকূল্যের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন, যা হবে অন্যাভিলাষশূন্য এবং জ্ঞান-কর্মাদির দ্বারা অনাবৃত।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

কবিরাজ গোস্বামীও বলেছেন,

"জ্ঞানবৈরাগ্যাদি কভু নহে ভক্তি অঙ্গ।
যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ॥"

জীবগোস্বামী ভাষ্যে বলেছেন, অন্যাভিলাষ অর্থ ভোগবাসনা ও মোক্ষবাসনা দুই-ই। এই দুই-ই ত্যাজ্য। জ্ঞান অর্থে এখানে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান, অর্থাৎ জীবব্রহ্মে অভেদজ্ঞান। এই জ্ঞান কর্ম পরিহর্তব্য। কর্মের অর্থ স্মৃতুক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্মাদি, ভজন এবং পরিচর্যাদি কর্ম নয়। রূপগোস্বামী বলেন, কর্ম ও জ্ঞানবৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নয়, যম শুচি প্রভৃতিও নয়। কারণ শুধু এর দ্বারা ভক্তিলাভ হয় না। যথার্থ বৈরাগ্য অনাসক্ত ও যথার্হ, যার ফল কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ। মুমুক্ষুর প্রাকৃত বুদ্ধি-জাত ফল্গু বৈরাগ্য ভক্তির সাধক নয়।

CENTRAL LIBRARY

উত্তমা ভক্তির ছ'টি লক্ষণ। তার মধ্যে সাধনভক্তির লক্ষণ দু'টি, ক্লেশঘ্নত্ব ও শুভদত্ব। ক্লেশের কারণ পাপ, পাপবীজ অবিদ্যা। প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ, পাপের এই দ্বিবিধ ফলই সাধনভক্তি দূর করে। শুভদত্ব লক্ষণ হতে সদ্‌গুণ ও সুখের উদয় হয়। ভাবভক্তির লক্ষণ দু'টি, মোক্ষলঘুকারিত্ব এবং সুদুর্লভত্ব। আর প্রেমভক্তির ফল সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা (যা ব্রহ্মানন্দ থেকে উৎকৃষ্টতর) এবং বশীকরণ (শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণত্ব অর্থাৎ নিত্যাকর্ষককে আকর্ষণ)। উত্তমা ভক্তির এই তিনটি ভেদ প্রকৃত প্রস্তাবে তার তিনটি স্তর। সুতরাং উন্নততম পর্যায়ের স্তরে প্রেমভক্তির এই ছ'টি লক্ষণ দেখা যায়। উত্তমা ভক্তির প্রথম স্তর সাধনভক্তিকে কৃতি-সাধ্যা বলা হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণাভিমুখী ইন্দ্রিয়ানুশীলনের দ্বারা সাধ্য, ভাবের দ্বারা সাধ্য নয়। এই প্রসঙ্গে রূপ-গোস্বামী বলেন, ভক্তি নিত্যসিদ্ধ, এ-স্থলে সাধ্য কথার অর্থ "নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতে"। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন,

"শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজয়ে প্রেম ঘন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

সাধনভক্তির প্রকারভেদ দু'টি, বৈধী ও রাগানুগা। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর 'সিন্ধুবিন্দু' টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, "শ্রবণকীর্তনাদয়ঃ শাস্ত্রশাসনভয়েন যদি ক্রিয়ন্তে তদা বৈধীভক্তিঃ শাস্ত্রস্য শাসনেনৈব রাগানবাপ্তব্যত্বাৎ।" অনুরাগ জন্মেনি এমন অবস্থায় শাস্ত্রশাসনের ভয়ে শ্রবণকীর্তনাদির অনুষ্ঠান বৈধী ভক্তি। বৈধী ভক্তিকে মর্যাদামার্গও বলা হয়। 'হরিভক্তি-বিলাসে' বৈধীভক্তির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে এর ৬৪ প্রকার সূক্ষ্মভেদ দেখানো হয়েছে। তার ক'টি মাত্র এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। গুরুপদাশ্রয়, শিক্ষাদীক্ষাদি, বিশ্রম্ভে গুরুসেবা, সাধু-বর্ত্মানুবর্তন, সুধর্মপৃচ্ছা, কৃষ্ণের জন্য ভোগাদিত্যাগ, তীর্থ, বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস-ব্যাখ্যাবাদ-বিবর্জন, বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ, হরিনামাক্ষর-ধারণ, দণ্ডবৎ নতি, অর্চনা, পরিক্রমা, জপ, সংকীর্তন, নৈবেদ্যাস্বাদ, পাদ্যাস্বাদ প্রভৃতি। হরিভক্তি-বিলাসোক্ত বৈধীর এই অনুশীলন (disciplined practice) গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের একটি উক্তিরই বিস্তার, "অভ্যাসযোগেন ততো মাং ইচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়"।

CENTRAL LIBRARY

ভাগবতে প্রহ্লাদোক্তিতে নবাঙ্গ ভক্তির কথা বলা হয়েছে,

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং সখ্যং দাস্যমাত্মনিবেদনম্॥"

পদকর্তা গোবিন্দদাস সুমধুর ব্রজবুলিতে এর ঝঙ্কার তুলেছেন,

"শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন
পাদসেবন দাসীরে।
পূজন সখীজন আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষী রে॥"

শোনা যায়, শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু-কর্তৃক দীক্ষাদানের অব্যবহিত পরেই গোবিন্দদাসের মুখে "ভজহুঁ রে মন" ইত্যাদি প্রার্থনাপদটি স্ফুরিত হয়, যার অন্তর্গত উদ্ধৃত কলিটি। বৈধী সাধনভক্তিকে বলা হয়েছে, "কায়হৃষীকান্তঃ-করণানামুপাসনা"। ব্যতিরেকে বলা হয়েছে, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ পরিহার। বত্রিশ প্রকারের সেবাপরাধ ও দশ প্রকারের নামাপরাধ আছে। বৈষ্ণব আচার্যগণের ভজনব্যাপারে অতলস্পর্শ আন্তরিকতা ও উদগ্রবাসনা এই অপরাধ-কল্পনার মূলে রয়েছে, যার নৈষ্ঠিক মূল্য ভজনবিহীন হয়ে আমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনে। নবাঙ্গ ভক্তিসাধনের একটি অঙ্গেরও যথাযুক্ত সাধনে ভক্তিলাভ হতে পারে। যেমন পরীক্ষিতের হয়েছিল শ্রবণে, শুকদেবের কীর্তনে, অর্জুনের সখ্যে, হনুমানের দাস্যে, বলির আত্মনিবেদনে। গোবিন্দদাস পূর্বোক্ত প্রার্থনার পদে প্রকৃতপ্রস্তাবে সর্বদেশের ও সর্বকালের আত্মসমীক্ষা-রত মানবমাত্রেরই প্রকৃত জীবনেতিহাস ব্যক্ত করেছেন,

"শীত আতপ বাত-বরিখন
এ-দিনযামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগিরে॥"

ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনজিজ্ঞাসু মহাকবি মধুসূদনের 'আত্মবিলাপে' এই বৈষ্ণবীয় আত্মসমীক্ষার রেশ পাওয়া যায়। "বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে"। "প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে", "যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়"।

CENTRAL LIBRARY

সাধনভক্তির দ্বিতীয় ভেদ রাগানুগা, ব্রজবাসী নিত্যপরিকরদের রাগ-মার্গের 'রাগাত্মিকা'র অনুসরণে এই ভক্তির উদ্গম হয় বলে একে রাগানুগা বলা হয়েছে,

"বিরাজতীম্ অভিব্যক্তং ব্রজবাসি-জনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥"

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী টীকায় বলেন, "ব্রজলীলাপরিকরস্থ-শৃঙ্গারাদি-ভাবমাধুর্যে শ্রুতে ইদং মমাপি ভূয়াদ্ ইতি লোভোৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন স্যাৎ"। রাগানুগায় মুখ্য সহায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠগণের স্মরণ, শারীর অথবা মানসিক ব্রজবাস, রাধাভাব, সখীভাব প্রভৃতি একটি ভাবের লীলা, বেশ, স্বভাবের অংশগ্রহণ। বিশ্বনাথ তাঁর 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা'য় রাগানুগার আরও বিস্তারসাধন করেছেন। রাগাত্মিকা যেমন কামরূপা এবং এবং সম্বন্ধরূপা—দ্বিবিধ, রাগানুগাও তেমন দ্বিবিধ, কামানুগা এবং সম্বন্ধানুগা। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পূর্ববিভাগের তৃতীয় এবং চতুর্থ লহরীতে যথাক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। প্রেমভক্তিকে ভাবভক্তির পরিপাক বলা হয়েছে। প্রেমভক্তিতে ভাব সান্দ্রাত্মা, সম্যগ্মসৃণ-স্বান্ত, এর লক্ষণ অনন্য-মমতা।

এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একটি সাধনভিত্তিক বিশাল ভক্তিদর্শন ও ভক্তিসিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছে। এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরূপ, প্রবর্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু। তাই শ্রীরূপকে মহাপ্রভুর 'মনোঽভীষ্ট-পূরক' বলা হয়েছে। জীবনব্যাপী অধ্যয়নে বৈষ্ণবের এই ভক্তিদর্শন ও রসসিদ্ধান্তের ওর পাওয়া যায় না। অনুশীলনে ও সাধুকৃপায় কিছু কিছু স্ফুরণ হয়। আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ইতিহাসে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অবদানের তুলনা নেই। গ্রন্থ-পণ্ডিতেরা এগুলি নিয়ে প্রচুর ঘাটাঘাটি করেছেন, কিন্তু অনুশীলন-লব্ধ বিশ্বাস-অর্জনের সৌভাগ্য ক'জনের হয়েছে?

CENTRAL LIBRARY

চতুর্থ অধ্যায়

বৈষ্ণবীয় পরতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব

এইবার আমরা শ্রীরাধাতত্ত্বের মুখোমুখি এসে পড়েছি। বৈষ্ণবীয় পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, অদ্বয় ব্রজেন্দ্রনন্দনতত্ত্ব এবং শ্রীরাধাতত্ত্ব যুগলিত অভিন্ন তত্ত্ব। ভাগবত যা বলেছেন, তার উপরে কথা নেই,

"জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্না।
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথায়,

"অনুমানে প্রমাণে নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে॥"

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"। পরিপ্রশ্নের মনঃশক্তি আমাদের নেই, সেবার সুকৃতিও জীবনে অর্জন করা হয় নি, আমাদের সম্বল শুধু প্রণিপাত। "উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ"। জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীদের উপদেশ তো রয়েছে। কিন্তু সদ্ব্যবহার করা চাই তো! বৈষ্ণবের পরতত্ত্বকে বৈষ্ণব বারংবার অদ্বয় তত্ত্ব বলেছেন। শ্রুতি ও ব্যাসসূত্রের সঙ্গে বৈষ্ণবের কোনও বিরোধ নেই।

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

"ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন॥
অনুবাদ আগে পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থে কহি শুন শাস্ত্র-বিবরণ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥"

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, এই পরিভাষাগুলি অন্যোন্য-দ্যোতক। নিখিল বিশ্বে আমি-ছাড়া আর যা-কিছু আছে এবং এই বিশ্বের অতীত যা-কিছু আছে সব

CENTRAL LIBRARY

নিয়ে একটা ব্যাপক নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্ববৃহত্তম, সব-চেয়ে বড়ো। তার সমান বা তার চেয়ে বড়ো কিছুই নেই। "ন তৎসমোঽভ্যধিকশ্চ শ্রূয়তে"—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি। বৃংহ ধাতু হতে নিষ্পন্ন ব্রহ্ম শব্দ, বৃংহতি এবং বৃংহয়তি। যিনি বড়ো, যিনি বড়ো করেন। দুটি অর্থই নিতে হবে। পরতত্ত্ব-ধারণায় শব্দার্থের অনন্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। শব্দ-তুরঙ্গম ছুটন্ত ঘোড়া, লাগাম-ছাড়া সে অবাধে ছুটবে। শব্দেরও মুক্ত-প্রগ্রহাবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে এখানে। তিনি নিজে তো সব-বড়োর বড়ো, বড়ো করবার শক্তিও তার অনন্ত। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ব্রহ্মের অনন্ত শক্তিকে স্পষ্ট স্বীকার করেছেন,

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

এই শক্তি পরা, শ্রেষ্ঠা। বিবিধা, অনন্তবৈচিত্র্যময়ী। স্বাভাবিকী, অন্তরঙ্গা। জ্ঞানবলক্রিয়া, জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি। এই পরতত্ত্ব সর্বজ্ঞ, "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্"। পরন্তু এই শক্তি ইচ্ছাময়। 'ঐচ্ছত', 'অকাময়ত', 'ঐক্ষত'। তিনি ইচ্ছা করলেন, কামনা করলেন, দেখলেন। তাতেই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি। যুক্তিটি অনুসরণ করতে হবে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব ব্রহ্ম।" তৈত্তিরীয়, ৩।১॥ শক্তিতে ও ইচ্ছায় তাঁর বড়ো কেউ নেই। "অনন্তং ব্রহ্ম"। "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাদ্ তদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ"। বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।৫৭॥ আচার্য শঙ্কর নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী হলেও তিনি ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা স্বীকার করেছেন। "নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-স্বভাবম্ ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থা প্রতীয়ন্তে বৃহতের্ধাতোরনুগমাৎ।" ১।১।১॥ মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন, "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিবি ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।" ২য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৭ম মন্ত্র। এই শ্রুতির ৩য় মুণ্ডকের ২য় খণ্ডের ৩য় মন্ত্র, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"। আত্মা যাকে বরণ করেন, আত্মা শুধু তাঁরই লভ্য হয়। আত্মাই তাঁর পারমার্থিক স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি প্রকাশস্বরূপ। তাই শ্রুতি তাঁর প্রকাশের জন্য প্রার্থনামন্ত্র দিয়েছেন, "আবিরাবির্ম এধি", হে প্রকাশস্বরূপ, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও। সুতরাং দেখা গেল, আত্মার বরণ করবার, আশ্লেষ আলিঙ্গনের জন্য নেমে আসবার শক্তি শ্রুতিতে স্বীকৃত। ভক্তের কাছে, এটি কৃপা-শক্তি। এইরূপ অনন্ত শক্তি ব্রহ্ম বা আত্মার।

CENTRAL LIBRARY

ব্রহ্মের সশক্তিকত্বের পক্ষে বহু শ্রুতি বিদ্যমান। সবিশেষ ও সাকার-পক্ষেও বহু শ্রুতি। আবার নিঃশক্তিক নির্বিশেষ ও নিরাকার পক্ষেও শ্রুতির অভাব নেই। এই দ্বিবিধ শ্রুতি নিয়ে দু'টি দল বাঁধা অসম্যগ্‌দর্শিতা। অবতারপুরুষ ও সাধকেরা দু'রকম শ্রুতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে অনুভব ও আচরণের দ্বারা জীবন গড়বার পথ উন্মুক্ত করেন। পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ কোনটিই তাঁরা এড়িয়ে যান না। প্রশ্ন ও সমাধান দুই-ই তাঁরা করে দিয়ে যান। "উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ"। আমাদের চাই, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা। তিনটিই চাই, শুধু পরিপ্রশ্ন বা এ-কালের Dialectics দিয়ে নয়। সাতদিন পর্যন্ত নীরবে বেদান্ত শ্রবণ করবার পর মহাপ্রভু বেদান্তি-শিরোমণি নৈয়ায়িক-চূড়ামণি বাসুদেব সার্বভৌমকে বললেন, উপনিষদের মুখ্য অর্থ নিয়ে ব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছেন। তোমরা মুখ্যার্থ ছেড়ে গৌণার্থ কল্পনা কর কেন? অভিধাবৃত্তি ছেড়ে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ কর কেন? প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রধান। সেই শ্রুতির আবার মুখ্যার্থই প্রমাণ প্রধান। শঙ্খ জীবের অস্থি, গোময় জীবের বিষ্ঠা। কিন্তু তথাপি শ্রুতিবাক্যে দুই-ই অতিপবিত্র। ব্যাসসূত্র সূর্যের মতো প্রকাশক। তোমরা স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে তাকে আচ্ছাদিত করেছ।

"ব্রহ্ম বৃহদ্‌বস্তু ঈশ্বরলক্ষণ।"

"সর্বৈশ্বর্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তারে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্বিশেষ তারে কহে যে শ্রুতিগণ।
প্রকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃতস্থাপন॥"

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥"

যিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ তিনি নির্বিশেষ নিরাকার নন। প্রাকৃত বিশেষ, প্রাকৃত আকার, প্রাকৃত বিগ্রহ ও প্রাকৃত বৈচিত্র্য নিরসন করবার জন্যে নির্বিশেষ শ্রুতি। আর অপ্রাকৃত স্থাপন করবার জন্যেই সবিশেষ শ্রুতি। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে ৬৭-শ্লোকে ধৃত 'হয়গ্রীব-পঞ্চরাত্র' বচন পাওয়া যায়,

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষম্।
সাসাভিধত্তে সবিশেষমেব॥
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাম্।
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

CENTRAL LIBRARY

ব্যাকরণ-প্রোক্ত কারকের পরিভাষা অবলম্বন করে চরিতামৃত-কার সবিশেষ-তত্ত্বের প্রাঞ্জলতা-বিধান করেছেন। ভগবান্ উদ্দিষ্ট হয়েছেন,

"অপাদান করণ অধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥"

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি"। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ৩য় ভৃগুবল্লী। ১ম অনুবাক্॥ একই উপনিষদের দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লীর ৬ষ্ঠ অনুবাকে আছে, "সোঽকাময়ত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। সর্বমিদমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে, "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবা দ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসত্ত সজ্জায়ত।...তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত তস্মাদ্ যত্র ক্বঃ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে। তা অপি ঐক্ষন্ত বহ্বীঃ স্যামঃ প্রজায়েম হীতি তা অন্নমসৃজন্ত তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে।" এইভাবে আত্মার থেকে ক্রমে আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবীর উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থ সহজ, চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক। মহাপ্রভু সংকেতে বলেছেন,

"ভগবান্ বহু হইতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন॥"

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে পাওয়া যায়,

"অপাণিপাদো যবানো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং তচ্চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"

CENTRAL LIBRARY

মহাপ্রভু বলেন,

"অপাণিপাদ শ্রুতি বর্জে পাণিচরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্বত্র গমন॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্বিশেষ॥

এইভাবে সবিশেষ-নির্বিশেষের সামঞ্জস্য করলেন মহাপ্রভু। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়মন ধরলে নির্বিশেষ, অপ্রাকৃত ধরলে সবিশেষ। গৌণীবৃত্তিতে নির্বিশেষ মুখ্যবৃত্তিতে সবিশেষ। এখানে চৈতন্যচরিতামৃতকার বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকোদ্ধার করেছেন,

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরে।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"

একই পুরাণে আছে (১।১২।৪৮-সংখ্যক শ্লোক),

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ পয়ারবন্ধে গ্রথিত করে মহাপ্রভুর উক্তি দিয়েছেন,

"সৎচিৎ-আনন্দময় ঈশ্বরস্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিদ্ যারে জ্ঞান করি মানি॥"

সদংশে 'অস্তি'। "রয়েছো তুমি, এ কথা কবে, জীবন মাঝে সহজ হবে"। চিদংশে অজড়, অমায়িক পূর্ণচেতনাময় জ্ঞানময় ইচ্ছাময়। আনন্দাংশে অনন্ত মাধুর্যসৌন্দর্যের আকর, নিরবচ্ছিন্ন পরম প্রেমের আস্পদ। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ-সর্বস্মাৎ"। বিষ্ণুশক্তি পরা শক্তি। এই পরাশক্তির সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। চিচ্ছক্তিকেই ভগবানের স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি বলা হয়েছে। বিষ্ণু-

CENTRAL LIBRARY

পুরাণোক্তা অপরা বা ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি জীবরূপে অভিব্যক্ত। এই জীবশক্তির অপর নাম তটস্থা শক্তি। জীব ভগবানেরই শক্তি। গীতা বলেন,

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতা মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥"

পরমাত্ম-সন্দর্ভে শ্রীজীব জীব সম্পর্কে 'আমাত্ম-বচনে'র উদ্ধার করেছেন, "জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ"। জীব চেতন, জ্ঞানগুণে ভগবানের বহিরঙ্গা প্রাকৃত শক্তি হতে উৎকৃষ্ট। সূর্যের রশ্মি সূর্য হতে উদ্ভূত কিন্তু সূর্যের অভ্যন্তরে থাকে না। জীবও তেমন ভগবানের অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তির অভ্যন্তরে নয়। ভাগবতের দশম স্কন্ধের সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের বিশে শ্লোকে বেদস্তুতিতে জীবতত্ত্বকে ভগবত্তত্ত্ব থেকে ভিন্ন অংশ-শক্তি বলা হয়েছে,

"স্বকৃতপুরেষ্বমীষু অবহিরন্তরসংবরণম্
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনম্
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবম্ ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥"

হে ভগবান্, আপনি সর্বাধিষ্ঠাতা ও সর্বান্তর্যামী, তাই সব-কিছুর বাহ্য ও আভ্যন্তর আপনি। কিন্তু পূর্ণপুরুষ বলে বেদসমূহ আপনাকে স্বরচিত জীবদেহসমূহে বাহ্য ও আন্তর সম্বন্ধের দ্বারা অনাবৃত বলে প্রতিপাদন করেছেন। জীবাত্মা স্বরূপতঃ ভিন্ন হলেও অখিলশক্তিধারী আপনার অংশ-রূপ ভিন্ন বলে প্রতিপাদন করেছেন। এইজন্য জ্ঞানিগণ ভিন্নাভিন্নরূপে জীবতত্ত্বকে দেহাদি থেকে পৃথক্ বিবেচনা করে পৃথিবীতে বিশ্বস্ত হয়ে আত্মলাভের জন্য পুরুষার্থপ্রদ ও সংসারনিবর্তক আপনার চরণযুগল সেবা করে থাকেন।

জীবতত্ত্বের সম্পর্ক বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের প্রতিষ্ঠা এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপনের সম্ভাবনা ভাগবতের এই শ্লোকের মধ্যে রয়েছে। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির দ্বারা স্বীয়রূপে স্বীকৃত নয় বলে জীবকে তটস্থা শক্তি বলা হয়। "স্ব বিদয়তে বাহ্যং বহিরঙ্গমায়াশক্ত্যা অন্তরেণ অন্তরঙ্গমায়াশক্ত্যা চ সমগ্রং বরণম্ সর্বথা স্বীয়ত্বেন স্বীকারো যস্য তম্"। 'উভয়কোটাবপ্রবিষ্টত্বাৎ' বলে

CENTRAL LIBRARY

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই শক্তিকে বুঝিয়েছেন। তটস্থ জলভাগের অন্তর্ভুক্ত নয় আবার সংহত ভূমিখণ্ডের অন্তর্ভুক্তও নয়। কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব এই তটস্থাশক্তিবাচ্য। চৈতন্যবান বলে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কিন্তু জীব অণুচৈতন্য, ব্রহ্ম বিভুচৈতন্য। জীব মায়াবশ, কিন্তু ব্রহ্ম মায়াধীশ।

মায়াধীশ ঈশ্বরের বিগ্রহ মহাপ্রভু স্থাপন করেছেন। মায়াতীত তত্ত্বেই তিনি সবিশেষ সশক্তিক ও সাকার। তাঁর বিগ্রহ প্রাকৃত নয়, মায়াময় নয়। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ আকার।
শ্রীবিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥"

এই দৃষ্টিতে যেমন ঐহিকবাদী ভোগসর্বস্ব চার্বাক ও ক্ষণিকবাদী নির্বাণপন্থী বেদবিরোধী বৌদ্ধ নাস্তিক, তেমন মায়াবাদীও প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক। মায়াবাদের ভিত্তিতে স্থাপিত বিবর্তবাদ খণ্ডন করে মহাপ্রভু পরিণামবাদ স্থাপন করেন।

"পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপে ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবদেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ মিথ্যা নহে নশ্বরমাত্র হয়॥"

জগন্মিথ্যাত্বের অস্বীকৃতি আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তারও অনুকূল। বেদান্তসূত্রে (১।৪।২৬) "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" পরিণামবাদকেই সমর্থন করে। মাটির পরিণতিতে যেমন ঘট, তেমন ব্রহ্মের পরিণতিতে জগৎ। তবে জগৎ পরিণামে ব্রহ্মের বিকার হয় না। তত্ত্ব থেকে অন্যরূপ হওয়াই পরিণাম, তত্ত্বের অন্যরূপ হওয়া নয়। সর্বসম্বাদিনীতে জীবগোস্বামী বলেছেন, "তত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ

CENTRAL LIBRARY

পরিণাম ইতি এব লক্ষণম্ ন তু তত্ত্বস্যেতি। দৃশ্যতে চাপি মণিমন্ত্র-মহৌষধি-প্রভৃতীনাং তর্কালভ্যং শাস্ত্রৈকগম্যম্ অচিন্ত্যশক্তিত্বম্।" তর্কের দ্বারা অচিন্ত্য শক্তির নিরাকরণ হয় না, মণিমন্ত্রমহৌষধির এমন অচিন্ত্য শক্তি দেখা যায়। আচার্য শঙ্কর প্রকারান্তরে পরিণামবাদ স্বীকার করেছেন, বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্যে তা দেখিয়েছেন। শঙ্করের যুক্তি এই যে, পরিণাম-বাদে ব্রহ্ম বিকারী হয়ে পড়েন, বিবর্তবাদে ব্রহ্মের বিকার স্বীকার করতে হয় না। তাঁর মতে তাই জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নয়, ব্রহ্মে ভ্রমমাত্র। তাঁর প্রসিদ্ধ দুটি দৃষ্টান্ত। রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম। কিন্তু এতো উপমান, শাব্দপ্রমাণ বা শ্রুতিবাক্যের সহায়তা এখানে নেই। এই জন্য বৈষ্ণব আচার্য এইরূপ বেদবাদীকে শ্রৌতব্রুব (শ্রুতির আনুগত্য যাঁদের শুধু কথার কথা, Lip-deep বলেছেন। বিবর্তবাদে জগৎ আদৌ নেই। মায়ার জন্যে, আছে এই ভ্রমমাত্র। চৈতন্যচরিতামৃত মহাপ্রভুর মুখে এই উক্তি দিয়েছেন যাতে বিবর্তবাদের খণ্ডনে পরিণামবাদের প্রতিষ্ঠা এবং 'তত্ত্বমসি'র মহাবাক্যত্ব খণ্ডন এবং প্রণবের স্থাপন হয়েছে।

"প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্তি।
প্রণব হইতে সর্ববেদ জগৎ-উৎপত্তি॥
তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তাহে কহে মহাবাক্য॥"

বেদান্তী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের কাছে মহাপ্রভু প্রণবতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করে বললেন, বেদের সম্বন্ধ বা প্রতিপাদ্য বস্তু হলেন ভগবান্, অভিধেয় বা ভগবৎ-সম্বন্ধ-স্থাপনে জীবের উপায় বলে যা বলা হয়েছে তা হ'ল ভক্তি এবং প্রয়োজন হ'ল প্রেম।

"বৃহদ্‌বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য তার নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ যে সম্বন্ধ॥
ভগবানে প্রাপ্তি হেতু যে কহি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়॥
সেই সর্ববেদের অভিধেয় নাম।
সাধনভক্তি হইতে হয় প্রেমের উদ্‌গম॥
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যে তার নাহি রহে রাগ॥"

CENTRAL LIBRARY

এখানে কৃষ্ণপ্রেমের হেতুভূত ভক্তির কথাই বলা হয়েছে। "তমেব বিদিত্বাঽতি-মৃত্যুমেতি", "ভক্ত্যা মামভিজানাতি"। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ", "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী"—এমন সমস্ত শ্রৌত আশ্বাস মহাপ্রভুর কথায় নোতুন রূপ গ্রহণ করেছে। ভক্তি এই রসস্বরূপ পরতত্ত্ববস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়ে জীবের শাশ্বত সুখবাসনার পরি-তৃপ্তিসাধন করে, জীব আনন্দী হয়, "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি",

"পরম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্যরস করায় আস্বাদন॥
প্রেমা হইতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ।
প্রেমা হইতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস॥
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থে সব সূত্রে পর্যবসান॥"

মহাপ্রভুর এই বেদার্থ-স্থাপনায় প্রকাশানন্দ-পুরঃসর বেদান্তি-সংঘ তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন, "বেদময় মূর্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ"।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, শক্তির অনন্ত বৈচিত্র্য বা শক্তিকার্য। শ্রীকৃষ্ণ সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য-করুণা-কল্যাণগুণাত্মিকা ভগবত্তার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। "রসো বৈ সঃ"। এই রসব্রহ্ম রসস্বরূপ তিনি রসের আস্বাদ্য ও আস্বাদক। এই আস্বাদ্যত্ব ও আস্বাদকত্বের পূর্ণতম বিকাশ শ্রীকৃষ্ণে। তার প্রমাণ রাসলীলা। রসে আ-কার যুক্ত হলেই রাস। রাসের দেবতা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ।

"কৃষি ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

গোপাল-তাপনী উপনিষদের এই বচন। "ওঁ যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপাল ওঁ"। "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্"। একই উপনিষৎ এ-কথা বলেন।

"সৎপুণ্ডরীক-নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥"

অবতার নানাপ্রকারের, অংশাবতার কলাবতার গুণাবতার শক্ত্যাবেশাবতার। শ্রীকৃষ্ণ অবতারী স্বয়ং-ভগবান্। নারায়ণ রাম নৃসিংহ সংকর্ষণ প্রভৃতি

CENTRAL LIBRARY

ভগবৎস্বরূপ অবতার। অবতারপুরুষে বিশেষ বিশেষ লীলার উপযোগী শক্তির বিকাশ, কিন্তু পূর্ণবিকাশ নেই। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ভগবত্তার পূর্ণ-বিকাশ। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন, "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"। লঘুভাগবতামৃতের অন্তর্গত কৃষ্ণামৃতে শ্রীরূপ বলেছেন,

"পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ।
তথাপ্যখিলশক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নো ভবেৎ॥
অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশ-প্রকাশিত।
পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তিপ্রকাশিতা॥"

শক্তি যেমন অনন্ত, গুণও তেমন অনন্ত। সগুণ নির্গুণ উভয় পক্ষেই শ্রুতি রয়েছে। "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।" এখানে নির্গুণ অর্থে প্রাকৃত বা মায়িক গুণের অভাব। শিবত্ব সুন্দরত্ব প্রভৃতি গুণ নিষিদ্ধ নয়। "সত্যং শিবং সুন্দরম্"।

শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বিতীয়রহিত অর্থাৎ ভেদশূন্য। ভেদ তিন প্রকারের, স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত। এর কোনও ভেদই শ্রীকৃষ্ণে নেই। স্ব-জাতীয় ভেদ অর্থাৎ রাম নৃসিংহ নারায়ণ প্রভৃতি স্বজাতীয় ভগবৎ-স্বরূপের সঙ্গে ভেদ নেই। ভেদকল্পনা করাও অপরাধ। "ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ"। "একই বিগ্রহ ধরে নানাকার রূপ" বিজাতীয় ভেদও শ্রীকৃষ্ণে নেই। কৃষ্ণ ও ব্রহ্মাণ্ড এই দুয়ের মধ্যে কৃষ্ণ চিন্ময় মায়াতীত। ব্রহ্মাণ্ড জড়। ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ংসিদ্ধ নয়, কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির উপর তার অপেক্ষা। তাই কৃষ্ণে বিজাতীয় ভেদও নেই। দেহ জড়, দেহী আত্মা চেতন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দেহ ও আত্মা পৃথক্ নয়। "দেহদেহি-ভেদো চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"। কূর্মপুরাণ॥

"সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রত্বাৎ দ্বয়োরেবাবিশেষতঃ।
ঔপচারিক এবায়ং ভেদোঽয়ং দেহ-দেহিনঃ॥"
—লঘুভাগবতের কৃষ্ণামৃত, ৩৪১

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের যে-কোনও অংশ অপর যে-কোনও অংশ বা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধারণ করে। "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি"। ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩২॥ "স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব এবং বা অরে অয়মাত্মা অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞাঘন এব।"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৩॥

CENTRAL LIBRARY

শ্রীকৃষ্ণ সর্বকারণের কারণ। ব্রহ্মসংহিতায়,

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্॥"

মুণ্ডক শ্রুতির "এষ সর্বেশ্বরঃ এষ সর্বজ্ঞ এষ অন্তর্যামী এষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।" গীতায়,

"ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥"

চৈতন্যচরিতামৃতে,

"কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সব বিশ্বের বিশ্রাম॥" ১।২।৭৮॥

কৃষ্ণ রসের আস্বাদক ও আস্বাদ্য। রসের আস্বাদনের জন্যই লীলা। ব্রহ্মসূত্রের "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"। তাই কৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম। গোপালতাপনী শ্রুতির,

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম॥"

চৈতন্য-চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের গভীর অনুভবে,

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহারি স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলা তার অনুরূপ॥"

লীলার জন্যেই লীলাপুরুষোত্তমের ধামপরিকরাদি। মুণ্ডকশ্রুতিতে ধাম সম্বন্ধে আছে "ভুবি দিবি ব্রহ্মপুরে হ্যেষঃ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ"। ২।২।৭॥ গোপালপূর্বতাপনী উপনিষদে "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নীতি"। "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনসুর-ভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং স্তুত্যা তোষয়ামি"। ঋগ্বেদে দীর্ঘশৃঙ্গ-গোযূথ-বেষ্টিত উরুগায় কৃষ্ণের পরমপদের পরম ধামের কথা আছে।

CENTRAL LIBRARY

"যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াস তত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি"। ঋক্-পরিশিষ্টে কৃষ্ণ-পরিকরবৃন্দের শ্রেষ্ঠা রাধার উল্লেখ রয়েছে, রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা ইতি! কৃষ্ণের রূপ সর্বাকর্ষক,

"যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।"—চৈতন্যচরিতামৃত, ২।১।৮৪

কেবল ত্রিভুবন নয়, ভগবৎস্বরূপগণের এবং লক্ষ্মীগণের চিত্তও আকর্ষণ করে।

"কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম তাঁহা যে স্বরূপগণ
তা সভার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি যারে কহে বেদবাণী
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥"

আরও আশ্চর্য, কৃষ্ণরূপ আত্মপর্যন্ত সর্বচিত্তহর,

"কৃষ্ণের মাধুর্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥"

মহাপ্রভুর মুখে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই উক্তি দিয়েছেন,

"কৃষ্ণ অঙ্গ লাবণ্যপুর মধুর হইতে সুমধুর
তাহে যেই মুখসুধাকর।
মধুর হইতে সুমধুর তাহা হইতে সুমধুর
তার যেই স্মিতজ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হইতে সুমধুর তাহা হইতে সুমধুর
তাহা হইতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে রূপে সব ত্রিভুবনে
দশদিকে বহে যার পুর॥" ২।২১।১১৬-১১৭

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণকর্ণামৃতে মাধুর্যানুভবের গাঢ়তা 'মধুর' এই একটি শব্দের ধ্বনিময় বিচিত্র সমাবেশের দ্বারা অভিব্যঞ্জিত হয়েছে,

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

মাধুর্যকে মহাপ্রভু ভগবত্তার সার বলেছেন,

"মাধুর্য ভগবত্তার সার ব্রজে কৈল পরচার
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে বর্ণিয়াছে জানাইতে
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ॥"

ভাগবতে মাধুর্যের সঙ্গে ঐশ্বর্যও প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে ঐশ্বর্য মাধুর্যের সেবা করে। মৃত্তিকাভক্ষণ-লীলা দামবন্ধন-লীলা রাসলীলা সর্বত্রই ঐশ্বর্য মাধুর্যের পরিপুষ্টি সাধন করে। বহু কৃষ্ণ, দুই-দুই গোপীর মধ্যে এক-এক কৃষ্ণ।

"যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥"

কিন্তু গোপীগণ তা ধরতে পারেন নি। বাৎসল্যে অধীরা মা-যশোদাও তাঁর গোপালকে অনন্ত বলে মনে করছেন না। ভাগবতে মথুরাবাসিগণ স্তবে ব্রজগোপীদের সৌভাগ্যে বিস্ময় প্রকাশ করে', তাঁদের তপস্যা কি, তা জানতে চেয়েছেন,

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপম্
লাবণ্যসারম্ অসমোর্ধ্বম্ অনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য॥"

CENTRAL LIBRARY

মহাপ্রভুর উক্তিতে এই শ্লোকের মর্ম পাওয়া যায়,

"তারুণ্যামৃত-পারাবার তরঙ্গ লাবণ্যসার
তাতে যে আবর্ত-ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রপাত নারীর মন তৃণপাত
তাঁহা ডুবায় না হয় উদ্গম॥
সখীরে কোন তপ কৈল গোপীগণ।
কৃষ্ণরূপ-মাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন॥
গোপীভাব দর্পণ নব নব ক্ষণে ক্ষণে
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য।
দোহে করে হুড়াহুড়ি বাঢ়ে মুখ নাহি মুড়ি
নব নব দোহার প্রাচুর্য॥
কর্মযোগ জ্ঞান বিধিভক্তি তপ ধ্যান
ইহা হইতে মাধুর্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণমাধুর্য সুলভ॥
শ্রীলজ্জা দয়া কীর্তি ধৈর্য বৈশারদী মতি
এ সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল মৃদু বদান্য কৃষ্ণসম নাহি অন্য
কৃষ্ণ করে জগতের হিত॥"

ভাগবতের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক এই প্রসঙ্গে চরিতামৃতে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে,

"যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎ কপোলসুভগং সুবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দর্শিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ"
"কৃষ্ণে দেখি ব্রজজন কৈল নিমিষে নিন্দন
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।"

কৃষ্ণের মুখপদ্মের মধুপানে ব্রজগোপীর তৃপ্তি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নয়, প্রতিক্ষণে পূর্ণামৃতাস্বাদন। এর পরে বলা হয়েছে, কামগায়ত্রী-মন্ত্র কৃষ্ণের স্বরূপ।

CENTRAL LIBRARY

"কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ"। অপ্রাকৃত নবীন মদন' শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্তিধর শ্রীকৃষ্ণের এই সার্ধ চব্বিশ অক্ষর-সমন্বিত গায়ত্রীমন্ত্রের নাম কামগায়ত্রী।

"কামগায়ত্রী মন্ত্রজপ হয় কৃষ্ণস্বরূপ
সার্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করি উদয়
ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥"

ডাঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন, " It transfigures the mighty sex-impulse into a passionate religious emotion."এই-জাতীয় প্রশংসোক্তি ঔপচারিক, অনুভব ও অনুশীলন ছাড়া বৈষ্ণবসাধনার মর্মগ্রহণ হয় না। যেমন ভাগবতের শ্লোক, তেমন মহাপ্রভুর দিব্য অনুভব, তেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাধনদীপ্ত কবিত্ব।

"দুই গণ্ড সুচিক্কণ জিনি মণিদর্পণ
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাট অষ্টমী-ইন্দু তাহাতে চন্দনবিন্দু
সেও এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥
করনখ চাঁদের হাট বংশী-উপর করে নাট
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ চন্দ্রগণ তলে করে নর্তন
নূপুরের ধ্বনি তার গান॥"

কৃষ্ণ-মুখচন্দ্রের একটি সম্পূর্ণ রাজত্বের অদ্ভুত কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা এখানে,

"নাচে মকরকুণ্ডল নেত্র-নীলকমল
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূধনু নেত্রবাণ ধনুর্গুণ দুই কাণ
নারীমন লক্ষ্য বিঁধে তায়॥
এই চান্দের বড় নাট পাসরি চান্দের হাট
বিনি মূলে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে কাঁহারে অধরামৃতে
সব লোক করে আপ্যায়িত॥

CENTRAL LIBRARY

বিপুলায়তারুণ মদন-মদ-ঘূর্ণন
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য কেলিসদন জননেত্র রসায়ন
সুখময় গোবিন্দবদন॥
যাঁর পুণ্যপুঞ্জ-ফলে সে মুখদর্শন মিলে
দুই আঁখি কি করিবে পানে।
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোভে পিতে নারে মনঃক্ষোভে
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে॥"

এইভাবে চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যের একবিংশ পরিচ্ছেদে লাবণ্যের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হয়ে বয়ে চলেছে। উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণে পরিতৃপ্তি দেওয়া যায় না। সকলেরই স্বয়ম্ আস্বাদ্য বস্তু।

CENTRAL LIBRARY

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীরাধাতত্ত্ব

পরব্রহ্ম রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তিনি ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্, অন্বয় তত্ত্ব। স্বয়ংভগবান পরব্রহ্ম স্বরাট্ স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মরতি। স্বরূপ-শক্তির ছাড়া অন্য কিছুর সহায়তা তাঁর গ্রহণীয় নয়। তিনি স্বরূপশক্ত্যেক-সহায়। তাঁর তিন শক্তি, অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি, তটস্থা জীবশক্তি। অচিন্ত্যভেদাভেদ অনুসারে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নেই। পূর্ণশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির সদংশে সন্ধিনী অস্তিত্বরূপা। চিদংশে সংবিদ্ জ্ঞানরূপা। আনন্দাংশে হ্লাদিনী প্রেমরূপা। শ্রীরাধা মূর্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীরাধা পূর্ণশক্তি, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম হ্লাদিনীর অর্থাৎ হ্লাদিনীপ্রধান স্বরূপশক্তির বৃত্তি। হ্লাদিনীর সারভূত অবস্থার নাম প্রেম। এই প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তাপ্রাপ্ত হয়ে স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাবে পরিণত হয়। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে এক, কিন্তু লীলারস আস্বাদনের জন্য তাঁরা অনাদিকাল থেকে এই দুই স্বরূপে বিরাজিত। হ্লাদিনীর মূর্তবিগ্রহরূপে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করান,

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রে পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণে ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপা। মহাভাবের চারটি স্তর, রূঢ়, অধিরূঢ়, মোদন এবং মাদন। মাদনই প্রেমের সবচেয়ে ঘনীভূত স্তর। এই মাদনাখ্য মহাভাবকে স্বয়ংপ্রেম বলা হয়। মাদনাখ্য মহাভাবের মধ্যে প্রেমের অনন্ত অচিন্ত্য বৈচিত্র্য বিরাজ করে। তাই একে সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী বলা হয়। মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজ করে। অন্য ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে নেই।

"সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোহয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়াম্ এব যঃ সদা॥"
—উজ্জ্বলনীলমণি। স্থায়িভাব। ১৫৫॥

CENTRAL LIBRARY

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর এই পঞ্চবিধ রসের আস্বাদন করেন। সকল ভগবৎস্বরূপ সকল রস আস্বাদন করেন না। কিন্তু কান্তাভাবময় মধুরসের আস্বাদন সকলের আছে। কান্তাস্থানীয় ভগবৎ-পরিকরগণ এই কান্তাভাবের আশ্রয়। কৃষ্ণ ও অপরাপর ভগবৎস্বরূপ এর বিষয়। মধুরসের আশ্রয়-পরিকরেরা কৃষ্ণপ্রেয়সী, ব্রজের শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ, দ্বারকায় রুক্মিণী-সত্যভামাদি মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ বিবিধ ধামের শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী।

কিন্তু মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজিত। অপরাপর ব্রজগোপীরা সকলেই মহাভাববতী। উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, "বরামৃত-স্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ।" মহাভাবের স্বরূপ স্বর্গের অমৃত অপেক্ষাও মাধুর্যময়। এই মহাভাবে যাঁতে বিরাজ করে, তাঁর মন এবং মনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ এই মহাভাবের স্বরূপগত উৎকর্ষময় মাধুর্য লাভ করে। মহাভাব দ্বারকার সত্যভামাদি মহিষীগণের অপ্রাপ্য, উজ্জ্বলনীলমণির ভাষায়, "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্লভঃ"।

মহাভাবরূপা শ্রীরাধা প্রেমঘনবিগ্রহা। ঘনীভূত প্রেমই তারই বিগ্রহের স্বরূপ।

"হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপা রাধাঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥"

বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণবল্লভাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলা হয়েছে। এঁদের দুজনের মধ্যে শ্রীরাধা গুণে অতি-বরীয়সী।

"তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥"

শ্রীরাধার চিত্ত ইন্দ্রিয়কায় সমস্তই চিন্ময় কৃষ্ণপ্রেমে বিভাবিত।

"কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥
প্রেমের স্বরূপদেহ প্রেম-বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥"

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ সকলেই প্রেমবতী। প্রেমই তাঁদের গুণ। শ্রীরাধার প্রেম সর্বাতিশায়ী। তাই তাঁর গুণও সর্বাতিশায়ী। শ্রীরাধাপ্রেমের অনন্ত বৈচিত্রী। তেমনই তাঁর অনন্ত গুণবৈচিত্রী, সেবাপারিপাট্যের বৈচিত্রী, ভাবোল্লাসের বৈচিত্রী। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবিধান শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছা-পরিপূরণ ব্রজগোপীগণের অনন্য লক্ষ্য। এই শ্রীকৃষ্ণসেবাবাসনার চরম বিকাশ শ্রীরাধায়।

"কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকানাম পুরাণে বাখানে॥"

চৈতন্যচরিতামৃত, ১।৪।৫

"গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্বস্ব সর্বকান্তাশিরোমণি॥"

চৈতন্যচরিতামৃত, ১।৪।৭১

বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্রের একটি গূঢ়শ্লোক চৈতন্যচরিতামৃতে ব্যাখ্যাত হয়েছে,

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

চরিতামৃতের ব্যাখ্যা এইরূপ,

"দেবী কহি দ্যোতমানা পরমসুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি-নগরী॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥"
"কিবা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধানাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্বপূজ্য পরম দেবতা।
সর্বপালিকা সর্বজগতের মাতা॥
সর্বলক্ষ্মী শব্দের পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্বলক্ষ্মীগণের তেহোঁ হয় অধিষ্ঠান॥
কিম্বা সর্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্বশক্তিবর্য॥

CENTRAL LIBRARY

সর্বসৌন্দর্যকান্তি বৈসয়ে যাহাতে।
সর্বলক্ষ্মীগণের সেবা হয় যাহা হইতে॥
কিম্বা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্বকান্তি শব্দের এই অর্থবিবরণ॥
জগতমোহন কৃষ্ণ তাহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥"

চৈতন্যচরিতামৃত, ১।৪।৭২-৮২

শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ অংশী, শ্রীরাধাও তেমন তাঁর পরাশক্তি অংশিনী। তিনি গোপী অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্রী পালনকারিণী। শ্রীরাধা তাঁর অন্তরঙ্গা চিদাদি শক্তির দ্বারা এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা জগতের গোপন বা রক্ষা ও পালন করেন। তাই তিনি জগতের মাতা, যেমন শ্রীকৃষ্ণ জগতের পিতা। "পিতাহমস্য জগতঃ মাতা ধাতা পিতামহঃ"। নারদপঞ্চরাত্র তাই বলেন,

"শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।
পিতুঃ শতগুণা মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী॥"

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে শ্রীরাধার এই গোপনাত্মিকা বা পালয়িত্রী শক্তির কথা পাওয়া যায়।

"বহিরঙ্গৈঃ প্রপঞ্চস্য স্বাংশৈর্মায়াদিশক্তিভিঃ।
অন্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভর্তৈতৈশ্চিদাদিভিঃ॥"
"গোপনাদুচ্যতে গোপী সৈবহি কৃষ্ণবল্লভা॥"

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড, ৫১।৫২॥

এই পঞ্চরাত্রের মতে রাধাই মূল প্রকৃতি, পরমেশ্বরী। যে মহাবিষ্ণু হতে জগতের সৃষ্টি, যিনি বিরাট্ ও মহান্, শ্রীরাধা তাঁর মাতা।

"সৃষ্টিকালে চ সা দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
মাতা ভবেন্মহাবিষ্ণোঃ স এব চ মহান্ বিরাট্॥"

CENTRAL LIBRARY

গোপালোত্তর-তাপনী উপনিষদে শ্রীরাধাকে গান্ধর্বী বলা হয়েছে। ঋক্-পরিশিষ্টে মাধবের সহিত বিরাজমানা শ্রীরাধাকে পরা বা প্রধানা বলা হয়েছে।

"গোপালোত্তরতাপন্যাং যদ্ গান্ধর্বেতি বিশ্রুতা।
রাধেত্যৃক্-পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা॥"

শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের ষড়্বিধ ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী বলা হয়েছে। ভগবানের ঐশ্বর্য বা বিভূতি তাঁর স্বরূপশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়। "এবং সান্তরঙ্গ-বৈভবস্য ভগবতঃ স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা প্রকাশমানত্বাৎ স্বরূপভূতত্বম্"। ভগবৎসন্দর্ভ, ৫২॥ নারদপঞ্চরাত্রে আছে,

"রাধা বামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্তিতা।
ঐশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব নারদ॥"

মহাদেব নারদকে বলেছেন, মহালক্ষ্মী শ্রীরাধার বামাংশ হতে উদ্ভূতা, ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। সুতরাং তিনি শ্রীরাধার অংশভূতা। অর্থাৎ সর্ববিধ ঐশ্বর্যের মূল অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা।

"রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ" পুরুষবোধিনী শ্রুতির এই উক্তিটি উদ্ধৃত হয়েছে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সম্পাদিত বলদেব বিদ্যাভূষণের 'সিদ্ধান্তরত্ন' গ্রন্থের ২।১২ অনুচ্ছেদে 'স্মরতি চ' এই বেদান্তসূত্রের টীকায়। নারদপঞ্চরাত্রের এই বিষয়ের পরিপোষক শ্লোকগুলি এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে।

"রাধা বামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্তিতা।
ঐশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব নারদ॥
তদংশা সিন্ধুকন্যা চ ক্ষীরোদমন্থনোদ্ভূতা।
মর্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ॥
তদংশস্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীণাং গৃহে গৃহে।
স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ॥
সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ পত্নী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে।
সরস্বতী দ্বিধাভূতা পুরৈব সাজ্ঞয়া হরেঃ॥
সরস্বতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধযোগিনী।
ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্ণোঃ পত্নী সরস্বতী॥
রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা।
বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী॥" ২।৩।৬০—৬৫

CENTRAL LIBRARY

এই শ্লোকসমূহে বলা হয়েছে, বিভিন্ন ঈশ্বরস্বরূপের শক্তিস্বরূপা ইনিই স্বয়ংরূপে পরা বা সর্বশ্রেষ্ঠা স্বরূপে রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকা যিনি বৃন্দাবনে পূর্ণতমা দেবীরূপে বিরাজিতা। "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ" সিদ্ধান্তরত্ন-ধৃত-বচন। "তৎকলা-কোটি-কোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ"।

"কামাদীতরত্র চায়তনাদিভ্যঃ"—এই ব্রহ্মসূত্রের (৩।৩।৪০) গোবিন্দভাষ্য অনুসারে ভগবৎ-প্রেয়সী পরা শক্তি অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে বিরাজ করেন। ভগবান্ যখন যে লীলার প্রকটন করেন ভগবৎ-প্রেয়সীরা নিজনাথের কাম বা অভিলষিত লীলাবিস্তারের জন্য তাঁর অনুগামিনী হন। এই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে বহু উক্তি আছে,

"নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তমা॥"

(সর্বগত বিষ্ণুর মতো তাঁর পরা শক্তি জগন্মাতা শ্রীও সর্বগতা নিত্যা ও অনপায়িনী।) এই পুরাণে পরাশরোক্তিতে বলা হয়েছে,

"দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্॥" ১।৯।১৪৩

(দেবরূপে লীলাকারী বিষ্ণুর সঙ্গে ইনি দেবী, মানুষরূপে লীলাকারীর সঙ্গে ইনি মানুষী।)

"এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥" ১।৯।১৪০

(মূল কান্তাশক্তি শ্রীরাধা সর্বকারণকারণ মূল ভগবৎস্বরূপের বৃন্দাবনলীলার সঙ্গিনী, দ্বারকা লীলায় রুক্মিণ্যাদি মহিষী এবং বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীরূপে লীলা-সঙ্গিনী।) পদ্মপুরাণে শিব পার্বতীকে বলছেন,

"শিবকুণ্ডে শিবানন্দা নন্দিনী দেহিকাতটে।
রুক্মিণী দ্বারবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥"

মৎস্যপুরাণ ও স্কন্দপুরাণে অনুরূপ উক্তির কথা শ্রীজীব শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে উল্লেখ করেছেন। (চরিতামৃতকার এ-সমস্তের সারসংগ্রহ করে সিদ্ধান্তরূপে উপস্থাপিত করেছেন,)

"কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি বিবিধপ্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর॥

CENTRAL LIBRARY

ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হইতে তিন গণের বিস্তার॥
লক্ষ্মীগণ বৈভববিলাসাংশ রূপ।
মহিষীগণ বৈভবপ্রকাশস্বরূপ॥
আকার স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তার রসের কারণ॥" চৈতন্যচরিতামৃত, ১।৪।৬৩—৬৮

বৈকুণ্ঠের ভগবৎস্বরূপগণ শ্রীকৃষ্ণের বৈভববিলাসরূপ অংশ। তাঁদের কান্তা শক্তি লক্ষ্মীগণ ও শ্রীরাধার বিলাসবৈভবরূপা। কিন্তু দ্বারকায় বাসুদেব কৃষ্ণ ব্রজবিহারী ব্রজেন্দ্রনন্দনের বৈভবপ্রকাশস্বরূপ। তাই রুক্মিণ্যাদি কান্তা-শক্তিগণ শ্রীরাধার বৈভবশক্তিরূপা। শ্রীরাধা স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। ভগবানের মায়াশক্তিকে তাই অংশিনী শ্রীরাধার বহিরঙ্গা অংশ-স্বরূপা বলা হয়েছে। মায়াশক্তি যে স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধার বহিরঙ্গ অংশ সেকথা ভাগবত প্রকারান্তরে একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে বলেছেন,

"স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্ ভজতি সরূপতাং তদনুমৃত্যু-
মপেতভগঃ।
ত্বমৃত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽ
পরিমেয়ভগঃ॥"

সাপ খোলস ছাড়ে। খোলস তার জীর্ণ বাইরের ত্বগাবরণ। তার সঙ্গে সাপের আর স্পর্শ হয় না। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, মায়াশক্তি তোমার স্বরূপশক্তি যোগমায়া হতে উদ্ভূতা স্বরূপশক্তির বিভূতি। যে মায়ার দ্বারা জগতের জীব মোহিত ও দেহাভিমানী হয়, সেই বহিরঙ্গা মায়া স্বরূপশক্তির আবরিকা শক্তি। স্বরূপশক্তির অংশভূতা, কিন্তু স্বরূপশক্তির অস্বীকৃতা, পরিত্যক্তা, অহিকর্তৃক পরিত্যক্ত তার জীর্ণ খোলসের মতো। শ্রীরাধা সমস্ত ভাগবতী শক্তির অংশিনী। তার পরিপূর্ণ বিবৃতি পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে রয়েছে।

"তত্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্বাসু শক্তির্বিদ্যাত্মিকা পরা।
পরমানন্দসন্দোহং দধতী বৈষ্ণবং পরম্॥
কলয়াশ্চর্যবিভবে ব্রহ্মরুদ্রাদিদুর্গমে।
যোগীন্দ্রাণাং ধ্যানপথং ন ত্বং স্পৃশসি কর্হিচিৎ॥

CENTRAL LIBRARY

ইচ্ছাশক্তিঃ জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিস্তবেশিতুঃ।
তবাংশমাত্রামিত্যেবং মনীষা মে প্রবর্ততে॥
মায়াবিভূতয়োঽচিন্ত্যাস্তন্মায়ার্ভক-মায়িনঃ।
পরেশস্য মহাবিষ্ণোস্তাঃ সর্বাস্তে কলাঃ কলাঃ॥" ৪০।৫৩—৫৬

বিশুদ্ধ সত্ত্বসমূহের মূল অধিষ্ঠাত্রী তুমি। হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিদ্ রূপা পরা শক্তি পরাবিদ্যাত্মিকা। তুমি বিষ্ণু-সম্বন্ধী পরমানন্দ-সন্দোহ ধারণ কর। হে ব্রহ্মরুদ্রাদি-দেবতার দুর্গম সর্বশক্তির ঈশ্বরী, তোমার বিভব বিস্ময়ের বিষয়। ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি তোমার অংশ। যশোদার অর্ভকমায়াধারী যে-সকল মায়াবিভূতি সব তোমারই অংশস্বরূপ। প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী বলেছেন, পরমানন্দরূপে তস্মিন্ গুণাদিসম্পন্নলক্ষণানন্তশক্তিবৃত্তিকা স্বরূপশক্তিঃ দ্বিধা বিরাজতে। তদন্তরেঽনভিব্যক্তনিজমূর্তিত্বেন তদ্বহি-রপ্যভিব্যক্ত-লক্ষ্ম্যাখ্য-মূর্তিত্বেন। ইয়ং চ মূর্তিমতী সতী সর্বগুণ-সম্পদধিষ্ঠাত্রী ভবতি।" প্রীতিসন্দর্ভঃ, ১২০॥ পরমানন্দরূপ শ্রীভগবানে অভিব্যক্ত এবং অনভিব্যক্ত এই দুইরূপে বিরাজ করে তাঁর স্বরূপশক্তি গুণ-সম্পদাদি অনন্ত শক্তিবৃত্তি। এই স্বরূপশক্তি মূর্তিমতী হয়ে সর্বগুণ ও সর্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী হন। সুতরাং শ্রীরাধা স্বরূপশক্তির মূর্ত বিগ্রহ অংশিনী পরা শ্রেষ্ঠ ঠাকুরাণী।

শ্রীরাধা বৃন্দাবনেশ্বরী, বৃন্দাবনে যূথেশ্বরী, 'বৃন্দাবনেশ্বরী নাম্না রাধা', তেমন আবার বৃন্দাবনাদি সমস্ত ভগবদ্ধাম যা বৃন্দাবনেরই প্রকাশ তার মূল ঈশ্বরী। সর্বলীলার মুকুটমণি রাসলীলা। এই লীলায় সর্বরসকদম্ব বিকশিত হয়। শান্তদাস্যাদি পাঁচটি মুখ্যরসের এবং হাস্যাদ্ভুতাদি পাঁচটি গৌণরসের অভিব্যক্তি হয় রাসলীলায়। পূর্বেই বলা হয়েছে, মাদন সর্ব-ভাবোদ্গমোল্লাসী এবং শ্রীরাধাই মাদনের একমাত্র আশ্রয়। তাই শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য শতকোটি গোপীর উপস্থিতিতেও রাসলীলার রসকদম্ব সম্যক্ প্রস্ফুরিত হয় না। জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে সেইজন্য বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে রাসলীলার বাসনাকে আবদ্ধ করার শৃঙ্খলস্বরূপা হলেন শ্রীরাধা।

"কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥"

রাসস্থলীতে অন্য সব গোপীরা উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন না শুধু রাধা। তাতে মন হ'ল রাসের সমস্ত রসের উৎস যেন শুকিয়ে গেছে। তখন কৃষ্ণ রাধার স্মৃতি বুকে ধরে তাঁর অন্বেষণে রাসমণ্ডল ত্যাগ করলেন, অন্য

CENTRAL LIBRARY

গোপীরা শূন্যমনে পড়ে রইলেন। বহুকান্তার মণ্ডলীবন্ধ নৃত্যই রাসনৃত্য। তাই রাসলীলায় অন্য গোপীদেরও উপস্থিতি না থাকলে রাসরসের স্ফূর্তি হয় না। শ্রীকৃষ্ণ রাসবিহারী, রাসবিলাসী, রাসের অধিষ্ঠাতা নন। রাসের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একই বস্তু, অভিন্ন তত্ত্ব। "নৈতয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম"। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে নারদের প্রতি শিবের উক্তি। একই স্বরূপ হয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণ অনাদিকাল থেকে দুই রূপে বিরাজিত এ কথা নারদপঞ্চপত্রে স্পষ্ট করে বলেছেন,

"দ্বিভুজো সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে।
গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশ্যামসুন্দরঃ॥
এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥
স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ং।
তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্তুং সমুদ্যতঃ॥"

সেই তরুণ জলদের মতো শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ গোপবেশ পরমাত্মা রাসমণ্ডলে ভ্রমণ করছিলেন, অনাদি একমাত্র ঈশ্বর দুই হ'লেন, একভাগে তিনি বিভু পুরুষ, আর একভাগে নারী হলেন, যিনি বিষ্ণুমায়া অর্থাৎ বিষ্ণুর স্বরূপ-শক্তি। সেই শ্যামকান্তি ইচ্ছাময় পুরুষ সগুণ এবং নির্গুণ উভয়ই, প্রাকৃত গুণের দিক্ দিয়ে নির্গুণ আর আপ্রাকৃত গুণের দিক্ দিয়ে সগুণ। বিভু পুরুষ সেই সুন্দরী চঞ্চলা নারীর সঙ্গে আনন্দবিহারে উদ্যত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরব্রহ্ম, প্রকৃতির অতীত, শ্রীরাধাও তেমনি ব্রহ্মস্বরূপা ও প্রকৃতির অতীত। নারদপঞ্চরাত্র সেই কথাই বলেন,

"যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তথা ব্রহ্মস্বরূপা সা নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা॥"

চৈতন্যচরিতামৃতও এই অভিন্নতার কথা নানাভাবে বলেছেন,

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

CENTRAL LIBRARY

শক্তি ও শক্তিমান্ দুই মিলে একই বস্তু, তাদের মধ্যে ভেদ আছে এমন বলা যায় না। শ্রীরাধাকৃষ্ণও তেমন একই অভিন্ন তত্ত্ববস্তু। তবে একাকী লীলা হয় না বলেই রসস্বরূপ পরব্রহ্ম এক হয়েও অনাদিকাল থেকে বহুরূপে বিরাজমান। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড বলেন, "চিদচিল্লক্ষণং সর্বং রাধাকৃষ্ণময়ং জগৎ"। শ্রুতির ভাষায়,

"একোঽপি সন যো বহুধাবভাতি।
আনন্দমাত্রমজরং পুরাণম্
একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্।
নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৮৯ অনুচ্ছেদে রাধাকৃষ্ণের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ সহ আলোচনায় বলেছেন, "তথা চ বৃহদ্ গৌতমীয়ে শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল।
ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা॥
"প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিণী।
সাত্ত্বিকং রূপমাস্থায় পূর্ণোঽহং ব্রহ্ম চিৎপরঃ॥
ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ সম্যক্ সম্ভবামি যুগে যুগে।
তয়া সার্ধং ত্বয়া সার্ধং নাশায় দেবতাদ্রুহাম্॥"

"সত্ত্বং কার্যত্বং তত্ত্বং কারণত্বং ততোঽপি পরত্বঞ্চেতি যত্তত্ত্বত্রয়ং তদহমিত্যর্থঃ।" আমিই সত্ত্ব(কার্য), তত্ত্ব (কারণ) এবং পরতত্ত্ব (তদতীত) ত্রিতত্ত্বস্বরূপ। আমি প্রকৃতির অতীত, মচ্ছক্তিরূপা শ্রীরাধাও প্রকৃতির অতীত। বিশ্বসত্ত্বরূপে অবস্থিত আমি চিন্ময় পরব্রহ্ম। ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। তা হ'লে দেখা গেল শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের মতো তত্ত্বত্রয় হয়ে তত্ত্বত্রয়ের অতীত।

শক্তি যেমন একটি তত্ত্ব শক্তিমানও তেমন একটি তত্ত্ব। শক্তি ও শক্তিমান্ নিয়ে পূর্ণতত্ত্ব, যেটি বৈষ্ণব ভেদাভেদ-বিজ্ঞানের আশ্রয়ে সমাধান করেছেন। শ্রীরাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। কিন্তু শ্রীরাধা শুধুই শক্তি, শক্তিমদ্-আনন্দ তাঁতে নেই তা নয়। নারদপঞ্চরাত্র তাঁকে 'ব্রহ্মস্বরূপা' বলেছেন। 'ব্রহ্মস্বরূপা' বললে 'আনন্দস্বরূপা', 'কৃষ্ণবিগ্রহা', 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহা' হতে হবে। আবার শ্রীকৃষ্ণ যে কেবলই আনন্দ, তাঁতে শক্তি নেই, তা নয়। সৃষ্টি,

CENTRAL LIBRARY

রাস প্রভৃতি লীলা নির্বাহ করেন তিনি শক্তিরই সাহায্যে। সুতরাং কৃষ্ণেও শক্তি আছে, তবে সে শক্তি অমূর্ত।

"পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ।
পৌর্বাপর্যপ্রসংখ্যানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্॥"

ভাগবতের এই শ্লোকে তত্ত্বসমূহের পরস্পরানুপ্রবেশের কথা বলা হয়েছে। এই অনুপ্রবেশ শক্তি ও শক্তিমানেও প্রযোজ্য। শক্তি ও শক্তিমানের অবিচ্ছেদ্যত্ব এই অনুপ্রবেশ-স্বীকৃতির দ্বারাই উপপন্ন হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণেও শক্তি আছে এবং মূর্তশক্তি শ্রীরাধাতেও শক্তিমদ্ আনন্দ আছে। তবে শ্রীরাধাতে শক্তি বিকাশের পূর্ণতা এবং শ্রীকৃষ্ণে শক্তিমত্তা-বিকাশের পূর্ণতা। স্বরূপশক্তির মূর্তবিকাশ শ্রীরাধাতেও অমূর্তশক্তি বিরাজিত, এই অমূর্তশক্তি শ্রীরাধার প্রেমরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আবার শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও অমূর্তশক্তি পূর্ণতম-রূপে বিরাজিত। কিন্তু এই অমূর্ত স্বরূপশক্তি শ্রীরাধাপ্রেমে মাদনাখ্য মহাভাবরূপে অভিব্যক্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণে এই মাদনাখ্য মহাভাব নেই। সুতরাং শ্রীরাধা সর্বশক্তির বরীয়সী, গরীয়সী, সর্বশক্তির আধারভূতা, নিখিল কান্তা-শক্তির অংশিনী। এখানেই শ্রীরাধার তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব।

এ পর্যন্ত আমরা শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যেটুকু বলেছি তার সঙ্গে যোগ রেখে রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে কটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সমস্ত শক্তিদর্শনের সঙ্গে রাধাতত্ত্বের দার্শনিক যোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সুপ্রাচীন কাশ্মীরীয় শৈবদর্শনেও পরমশিব বিমল আদর্শরূপিণী আনন্দ-শক্তির দ্বারা আত্মোপলব্ধি বা স্বরূপানুভব করেন। পরমশিবের সমস্ত কাম বা ইচ্ছার পূরণ হয় এই শক্তিদ্বারে, এইজন্যই এঁকে কামেশ্বরী, কামরূপা, কামাখ্যা প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। শৈবসিদ্ধান্তে অবশ্য এই শক্তিকে পঞ্চধা বিভক্ত করে তার মধ্যে একটি শক্তিকে আনন্দশক্তি বলা হয়েছে। বৈষ্ণবের শ্রীরাধা শক্তিমদ্ আনন্দরূপিণী। কৃষ্ণের পরমোৎকর্ষময়ী শক্তি শ্রীরাধা আনন্দময়ী বা হ্লাদিনীর রূপলাভ করেছেন। ভগবানের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি, তার মধ্যে তিনটি মুখ্য, প্রথমটি তাঁর স্বরূপশক্তি, চিচ্ছক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তি, দ্বিতীয়টি তাঁর মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি, তৃতীয়টি জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি। এই তিন শক্তির মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি অপ্রাকৃত, মায়াতীত চিন্ময়। অপর দুটি প্রাকৃত শক্তি। এই অপ্রাকৃত অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির সারভূতা প্রেমময়ী শ্রীরাধা। হ্লাদিনী শক্তিভূতা শ্রীরাধার সহিত নিত্যবৃন্দাবনে পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহার। প্রেমের পরমবিষয় শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ।

CENTRAL LIBRARY

সেই রসাস্বাদনের পরম আশ্রয় শ্রীরাধা। দুইয়ে মিলে পূর্ণ আত্মোপলব্ধি। ভগবৎকোটি ও জীবকোটি উভয়ত্রই বিদ্যমানা। একদিকে ভগবানের প্রেমরস আস্বাদনের পরমাশ্রয় তিনি, অন্যদিকে তিনি জীবের প্রতি পরমকরুণার বশে তাকে কৃষ্ণপ্রেম দান করে অনুগৃহীত করেন। রামানুজ-পন্থী শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবও লক্ষ্মীকে জীব ও ভগবানের মধ্যস্থা পরমকরুণাময়ী ও প্রেমকল্যাণ-ময়ী মূর্তিরূপে উপাসনা করেন। শ্রীরাধাও রসময়ী রসরাজ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ রসাস্বাদনের বাঞ্ছাপূর্তির কারণ, অন্যদিকে ভক্তিরূপে তাঁর জীবানুগ্রহ প্রকাশ। এই যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উপাস্য তত্ত্ব। প্রসিদ্ধ শুকসারীর দ্বন্দ্বের রূপক আশ্রয় করে সেদিনও বাংলার যাত্রাকার এই অপূর্ব গভীর তত্ত্বের সংকেতপ্রদান করেছিলেন,

"শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু,
শারী বলে, আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন,
শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ।"

গোবিন্দলীলামৃত এই কথাই বলেন, "রাধাসঙ্গে যথা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।" ৮।৩২। বৈষ্ণববিজ্ঞানের সঙ্গে অপরাপর তন্ত্র ও বিজ্ঞানের পার্থক্য শুধু এইটুকু, অন্যবিজ্ঞানে শক্তির ক্রিয়ায় ইচ্ছা-জ্ঞানের প্রাধান্য, শক্তিরূপিণী সেখানে ইচ্ছাময়ী জ্ঞানময়ী। বৈষ্ণববিজ্ঞানে এই শক্তিমদ্-আনন্দরূপিণী হ্লাদময়ী প্রেমময়ী, প্রেমবিজ্ঞানের চরম ও পরম তত্ত্ব। শৈবশাক্ত বিজ্ঞানের মতো এখানে পূর্ণশক্তিরূপিণী শ্রীরাধা জীবকোটিতে মাতৃশক্তি, পালয়িত্রী গোপীশক্তি, আর ভগবৎকোটিতে কান্তাশক্তি। তত্ত্বহিসাবে এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমে শ্রীরাধা সর্বশ্রেষ্ঠা, প্রেমের সর্বোচ্চতম স্তর মাদনাখ্য প্রেমের তিনিই অনন্যা অধিকারিণী। ব্রজে অসংখ্য গোপীর সহিত কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন। তথাপি পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে পাই, "গোপ্যৈকয়া বৃতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্বদা"। ৪৬।৪৬॥ এতে যেমন সূচিত হয় শ্রীরাধার প্রেমের সর্বোৎকর্ষ, তেমন আবার সূচিত হয় শ্রীরাধাই অসংখ্য গোপীরূপে শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করান। গোপীগণ অংশিনী শ্রীরাধারই অংশ, যেমন অনন্ত ভগবৎস্বরূপগণ অংশী শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ। আবার এ-ও সত্য, শ্রীরাধাব্যতীত শুধু গোপীগণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদনলীলা সম্পন্ন হতে পারে না। মুখ্যলীলা শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের। গোপীগণ তার সহায়, রসের উপকরণ।

"রাধাসহ ক্রীড়ারসবৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণপ্রাণধন।
তাহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ১।৪।১৭৭-৭৮

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী যামলবচন উদ্ধার করে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সর্বোৎকর্ষময়ী রসাস্বাদিনী লীলার উপস্থাপনা করেছেন,

"ভুজদ্বয়যুতঃ কৃষ্ণো ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্বদা॥"

প্রীতিসন্দর্ভে আদিপুরাণের বচন উদ্ধৃত করে এই তত্ত্বই তিনি প্রতিপন্ন করেছেন,

"ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবনং পুনঃ।
তত্রাপি গোপিকা পার্থ তত্র রাধাভিধা মম॥" আদিপুরাণ॥

পদ্মপুরাণের কার্তিকমাহাত্ম্যের শ্রীজীব-প্রদর্শিত শ্লোকের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে,

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥"

শ্রীরাধাপ্রেমের সর্বোৎকর্ষ সম্বন্ধে শ্রীজীব নানা প্রমাণ প্রয়োগ ও নানা তথ্য সমাবেশ করতে গিয়ে বলেছেন, "অতএব তস্যা এব প্রেমাধিক্যং বর্ণিতমাগ্নেয়ে। বাসনাভাষ্যোদ্ধৃতবচনম্।

"গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুরুষসি কৃষ্ণানুচরমুদ্ধবম্।
হরিলীলাবিহারাংশং তত্রৈকাং রাধিকাং বিনা॥"

রাধা তদ্ভাব-সংলীনা বাসনায়া বিরামিতা ইতি॥ নবমাবস্থাপ্রাপ্তত্বেন প্রশ্নাদি-বাসনায়া বিরামিতা তস্যামসমর্থেত্যর্থঃ। অগ্নিপুরাণে শ্রীরাধার প্রেমাতিশয্যই বর্ণিত হয়েছে। বাসনাভাষ্যে উদ্ধৃত অগ্নিপুরাণের বচন এই, সেস্থানে শ্রীরাধা ব্যতীত অপরাপর সমস্ত গোপী কৃষ্ণানুচর উদ্ধবকে উষাকালে শ্রীহরির লীলা-

CENTRAL LIBRARY

বিহারের কথা জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বাসনায় সংলীন বলে শ্রীরাধা প্রশ্নবাসনায় বিরতা রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে নবমীদশায় উপনীত হয়েছেন, অর্থাৎ মূর্ছাপ্রাপ্তা হয়েছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কুশলপ্রশ্নাদি করবার মতো অবস্থা তাঁর নেই। একমাত্র গোপীকে নিয়ে শারদরাসে শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলী হতে অন্তর্ধান সুনিশ্চিতভাবে শ্রীরাধার প্রেমোৎকর্ষ সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সমগ্র শক্তি, সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র মাধুর্যের পূর্ণতম আধার স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তথাপি শ্রীরাধার প্রেম তাঁকে ক্রীড়নকের মত নাচায়। চৈতন্য-চরিতামৃত বলেন,

"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে কত আছে বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥" ১।৪।১০৬৮

গোবিন্দলীলামৃতের একটি নিশ্চয়াত্মক বচন এই,

"কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা।
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা॥"
গোবিন্দলীলামৃত, ১৪।১২২

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োৎপত্তির উৎস কে? একা শ্রীমতী শ্রীরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের অনুপমগুণা প্রেয়সী কে? একা শ্রীরাধিকা, অন্য কেউ নয়।
শ্রীরাধার সর্বাতিশায়ী সর্বোৎকর্ষময় প্রেমের সিদ্ধান্ত করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন,

"কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ-পূর্ণ কলেবর॥
যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥

CENTRAL LIBRARY

যাঁর সৌন্দর্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্বতী।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥" চৈ.চ., ২।৮।১৪২-৪৫

ব্রজগোপী ও শ্রীরাধা

ব্রজের প্রেম বিশুদ্ধ নির্মল। স্বসুখবাসনা প্রেমের মালিন্য, ব্রজের প্রেমে সে মালিন্য নেই। শ্রীরাধার একমাত্র কাম্য সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান, স্বসুখবাসনার লেশমাত্রও তাতে নেই। শ্রীরাধার সহিত মিলনেও শ্রীকৃষ্ণের যে লালসা, যে আনন্দ, তাতেও শ্রীকৃষ্ণের স্বসুখবাসনা নেই। শ্রীরাধার চিত্ত-বিনোদন শ্রীকৃষ্ণের কাম্য। শ্রীরাধা ভক্তকুলশিরোমণি, ভক্তিরাজ্যের শেষ কথা, তত্ত্বের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তি। শ্রীকৃষ্ণের নিজমুখের উক্তি, "মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ"।

ব্রজপ্রেমের এই স্বসুখবাসনা-রাহিত্য ব্রজগোপীদেরও সম্পত্তি। তাই গোপীপ্রেম তুলনাবিরহিত। ব্রজগোপীরা তো শ্রীরাধারই প্রকাশ, তাঁরা প্রত্যেকেই মহাভাববতী। এই মহাভাব, উজ্জ্বলনীলমণির মতে, মুকুন্দমহিষী-গণেরও অতিদুর্লভ, "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্লভঃ"। দ্বারকায় মহিষীগণে এবং বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণে এই মহাভাব নেই। কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ সকলেই কান্তারসের পাত্র। কান্তারসের পাত্রীদের মধ্যে ব্রজগোপীরা আবার মহা-ভাববতী। শ্রীরাধাই মূল কান্তাশক্তি। ব্রজের অসংখ্য গোপী কান্তারসের অনন্ত বৈচিত্রীর মূর্ত বিগ্রহ। প্রেমের অনন্ত বৈচিত্র্যে মাধুর্যে প্রতি গোপীই স্বতন্ত্র। বহু কান্তা ব্যতীত রসের উল্লাস হয় না, এইজন্য শ্রীরাধাই অসংখ্য ব্রজগোপীরূপে আত্মপ্রকট করেছেন। ব্রজগোপীরা শ্রীরাধার কায়ব্যূহ-স্বরূপা। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন,

"আকার স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপে তার রসের কারণ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানাভাব রসভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে॥" চৈ.চ. ১।৪।৬৭-৭০

CENTRAL LIBRARY

মহাভাবাত্মিকা কান্তাভাবময়ী লীলাতে সেবার অধিকার ব্রজগোপী ছাড়া অন্য কোনও ভাবের পরিকরের নেই,

"রাধাকৃষ্ণলীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যাদির না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইঁহা অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥" চৈ.চ. ২।৮।১৬২-৬৫

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজেদের মিলনের জন্য তাঁদের স্পৃহা নেই,

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
নিজ কেলি হইতে তাহে কোটি সুখ পায়॥"
কৃষ্ণসহ রাধিকার যে লীলা করায়।
কৃষ্ণকেলি হইতে তাহে কোটি সুখ পায়॥"
চৈ.চ., ২।৮।১৬৭-৬৮

গোপীরা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিস্তারসাধনে সমর্থা বলেই তাঁদের সখী বলা হয়। উজ্জ্বলনীলমণির 'সখীপ্রকরণে' আছে "প্রেমলীলাবিস্তারাণাং সম্যগ্‌বিস্তারিণী সখী"। এই সখী বিশ্বাসরূপ রত্নের আধারপেটিকা, "বিশ্রম্ভরত্নপেটী"। 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' বলেন, এই সখীরা

"নিরুপাধিপ্রীতিপরা সদৃশী সুখদুঃখয়োঃ।
বয়স্যভাবাদনোহন্যং হৃদয়জ্ঞা সখী ভবেৎ॥"

এঁরা প্রেমিক-যুগলের সুখদুঃখে সমসুখদুঃখ-ভাগিনী, এবং বয়স্যভাববশতঃ তাঁরা পরস্পরের হৃদয় জানেন।

শ্রীরাধার কায়ব্যূহস্বরূপিণী যে ব্রজগোপীরা তাঁরা নিত্যসিদ্ধা বা নিত্য-প্রিয়া, তাঁদের কৃষ্ণপ্রেম সাধনালব্ধ নয়, স্বরূপগত। তাঁরা স্বরূপশক্তির মূর্ত-বিগ্রহ, তাই স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। প্রেম তাঁদের স্বভাবেই নিহিত। সেবার প্রকারভেদে এই সখীদের দুটি শ্রেণী আছে, সখী ও মঞ্জরী। ললিতা বিশাখা

CENTRAL LIBRARY

প্রভৃতি সখী, কারণ তাঁদের সেবায় শ্রীরাধিকার মত স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। শ্রীরূপ-মঞ্জরী অনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি, যাঁদের সেবা ললিতা-বিশাখাদির আনুগত্যময়ী, স্বতন্ত্রা নন। তাই তাঁরা মঞ্জরী বা আনুকূল্যকারিণী কিঙ্করী। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপশক্ত্যেকসহায়। সখী ও মঞ্জরী এই উভয়বিধ পরিকররূপিণী তাঁর স্বরূপশক্তিরই মূর্ত বিগ্রহ।

অপর এক শ্রেণীর গোপী আছেন, যাঁদের সাধনসিদ্ধা বলা হয়। সাধন-সিদ্ধা গোপীরা সকলেই মঞ্জরী। এই সাধনসিদ্ধা গোপীতত্ত্বই জীবের সাধ্য। নিত্যসিদ্ধ-গোপীত্ব জীবের সাধ্যবস্তু নয়। জীবের প্রবেশাধিকার রয়েছে উভয়কোটিতে, অর্থাৎ জীবকোটিতে এবং ভগবৎকোটিতে। সাধনভজনের বলে জীব ভগবানের স্বরূপভূতধামে প্রবিষ্ট হয়ে সাধনোপযোগী লীলাপরিকরত্ব লাভ করে। সাধনসিদ্ধা গোপীদের দুটি শ্রেণী, শ্রুতিচরী এবং ঋষিচরী। শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণ গোপীজনপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সেবালোভে সাধনাদির সহায়তায় ব্রজে গোপীদেহ লাভ করেন, তাঁদের সাধনা এবং মঞ্জরীদেহ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,

"নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৮৭।২৩

প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম দৃঢ়যোগের দ্বারা সংযমিত করে মুনিগণ যোগসমাধিতে যে বস্তুর ধ্যান করেন, বৈরিভাবাপন্ন শিশুপালাদিও নিরন্তর চিন্তা করার ফলে সেই বস্তু লাভ করেছেন। আলিঙ্গনপ্রাপ্তির জন্য সর্পরাজদেহতুল্য আপনার বাহুযুগলে যাঁদের চিত্ত অভিনিবিষ্ট ছিল, সেই গোপীগণও কামনাপর হয়ে চিন্তামণি আপনাকে লাভ করেছেন, তেমনভাবে মন্ত্রাভিমানিনী দেবতা আমরাও আপনার শ্রীচরণকমল সম্যক্‌রূপে ধ্যান করে তা প্রাপ্ত হয়েছি। সর্বপ্রকারের অধিকারীই আপনার নিকট সমান। শ্রুতিগণই ভগবত্তত্ত্ব প্রচারের দ্বারা পরব্রহ্ম ভগবানের সেবায় নিরত আছেন। অধিকন্তু গোপীজনপ্রিয়ের রূপগুণ-মাধুর্যাদির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির জন্যে সাধন করেছিলেন। তাই তাঁরা ভিন্নস্বরূপে নিজ নিজ নির্ধারিত সেবার অতিরিক্ত ব্রজগোপীসুলভ সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়ে শ্রুতিচরী সাধনসিদ্ধা গোপী আখ্যালাভ করেছেন।

CENTRAL LIBRARY

পদ্মপুরাণ থেকে পাওয়া যায়, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ কান্তাভাবে গোপী-জনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী ব্রজ-গোপী দেহলাভ করেছিলেন। এই ঋষিচরী গোপীগণ জীবতত্ত্ব, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের জীবমাত্রই বিহিত ভজনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী গোপীদেহ লাভ করতে পারেন। এই সাধনসিদ্ধা গোপীগণও নিত্যসিদ্ধাদের মতো মহাভাববতী। ব্রজগোপীগণ মহাভাব গোপন বা রক্ষা করেন বলে তাঁদের গোপী বলা হয়। প্রিয়তমকে সম্যক্‌রূপে মহাভাবের দ্বারা স্ববশে রক্ষা করেন এই মহিমময়ী পরমপ্রেমবতীরা। রসস্বরূপ পরব্রহ্ম এই প্রেমভক্তির দ্বারা সর্বতোভাবে বশীভূত। শ্রুতি বলেন, "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী"। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন,

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

গোপীপ্রেমের পরমোৎকর্ষ-সূচক ভাগবতের প্রসিদ্ধ শ্লোক প্রসঙ্গান্তরে উদ্ধৃত করেছি,

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"

কবিত্বহীন দীনজনের অনুবাদে,

"আমারে ভজিয়া ছিঁড়িলে যেরূপে গৃহবন্ধন কঠিন ডোর,
প্রেমের বাঁধনে বাঁধিলে আমারে সুযশ যাহার ভুবন ভোর।
কলঙ্কবিহীন সে অনুরাগের, সাধ্য আছে কি, দিব প্রতিদান?
অনুরাগ দিয়ে সাধিবে তোমরা অনন্য সেই প্রেমের মান॥"

ব্রজগোপীদের কৃষ্ণপ্রেম সর্বপ্রকারে স্বসুখবাসনালেশশূন্য, সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যজ্ঞান-হীন, কেবলাপ্রীতি। কৃপাধন্যা সাধনসিদ্ধা গোপীরাও এই ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবলারতির অধিকারিণী হন।

CENTRAL LIBRARY

রুক্মিণী-সত্যভামাদি দ্বারকার মহিষীগণও শ্রীরাধারই অংশ, স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ। মহিষীদের কৃষ্ণপ্রেমের ব্রজদেবীগণের প্রেম হতে ন্যূনতার দুটি কারণ। তাঁদের কৃষ্ণপ্রেম ঐশ্বর্যজ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত, কেবলাপ্রীতি নয়। কিন্তু ঐশ্বর্যমিশ্রা হলেও সেখানে মাধুর্যেরই আধিক্য। দ্বিতীয়তঃ মহিষীদের প্রেমে স্বসুখবাসনারও কিছু সংযোগ মাঝে মাঝে দেখা যায়। ব্রজগোপীর মহাভাব তাই মুকুন্দমহিষীগণের অতি-সুদুর্লভ।

বৈকুণ্ঠের ভগবৎস্বরূপের মুখ্যা কান্তাশক্তি লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মীগণও পরমালক্ষ্মী শ্রীরাধার অংশভূতা এবং স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ। এই ভগবৎ-স্বরূপগণে ঐশ্বর্যভাব প্রধান। তাঁদের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীগণের প্রীতিতেও ঐশ্বর্যজ্ঞানের আধিক্য, মাধুর্যের ন্যূনতা। তাই দ্বারকা-মথুরার প্রেমে ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্যা অবিমিশ্রা কেবলা রতির অভাব। বৈকুণ্ঠ-প্রেয়সীগণের প্রেমেও ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রাবল্য। সুতরাং গোপীপ্রেম সর্বোৎকৃষ্ট, তার মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেম সর্ববরীয়ান্ সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী।

শ্রীদুর্গাতত্ত্ব

শক্তিতন্ত্রের শ্রীদুর্গাতত্ত্বের সঙ্গে শ্রীরাধাতত্ত্বের অভিন্নতা স্থাপন করে বৈষ্ণবাচার্যগণ গভীর সমন্বয়বুদ্ধির প্রকটন করেছেন। শক্তিমাত্রই মূল অংশিনী স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধার অংশ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রসমূহে ভগবদ্ভক্ত্যাত্মক স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন দুর্গা। শ্রীজীব ভক্তিসন্দর্ভে তা দেখিয়েছেন, "শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভূতে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদিমন্ত্রগণেঽপি দুর্গানাম্নো ভগবদ্ভক্ত্যাত্মক-স্বরূপভূত-শক্তি-বিশেষস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রুতিতন্ত্রাদিষু দৃশ্যতে"। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে বলা হয়েছে,

> "ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্।
> জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ।
> দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা॥"

ভজনের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি বা উপায়ই ভক্তি। এই ভক্তিই প্রকৃতি বা শক্তি। ভক্তি-রূপিণী এই শক্তি প্রিয়কে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করেন। পরমাত্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেই ভক্তিরূপা শক্তিকে অতি দুঃখেই জানা যায়। তাই অখণ্ডরসবল্লভ

CENTRAL LIBRARY

সাধুমহাত্মগণ সেই শক্তিকে দুর্গা আখ্যা দেন। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় তাই ভাগবতীশক্তি দুর্গার সঙ্গে ভগবানের অভেদ বর্ণনা করা হয়েছে গৌতমীয়কল্পে,

"যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।"

এই দুর্গা মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী স্বরূপশক্ত্যাত্মিকা। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মন্ত্রের রক্ষাকর্ত্রী গুণময়ী মায়াংশভূতা দুর্গা এঁর থেকে স্বতন্ত্র। "সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্ররক্ষা-লক্ষণ-সেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মক-দুর্গায়া দাসীয়তে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী (পাঠান্তরে, সৈবাধিষ্ঠাত্রী)।" শ্রীমদ্ভাবগত থেকে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় আবির্ভাবের প্রাক্‌কালে মায়াকে নন্দগোপগৃহে গিয়ে যশোদা থেকে আবির্ভূতা হবার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন,

"অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্বকামবরেশ্বরীম্।

ধূপোপহারবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্॥
নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।২।১০-১২

মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতেও পাওয়া যায়, দেবী বলছেন, অষ্টাবিংশতিমে যুগে বৈবস্বত-মন্বন্তরে তিনি নন্দগোপের গৃহে যশোদার গর্ভ হতে আবির্ভূতা হবেন,

"বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপস্যেতে মহাসুরৌ॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী॥" ১১।৪১-৪২

শ্রীমদ্ভাগবতের মতো শ্রীমার্কণ্ডেয়চণ্ডীতেও এই দেবীর এই সমস্ত নাম পাওয়া যায়, দুর্গা ভগবতী ভদ্রা ভদ্রকালী শাকম্ভরী রক্তদন্তিকা ভ্রামরী চণ্ডিকা নারায়ণী গৌরী কাত্যায়নী শিবা মহাকালী প্রভৃতি। পদ্মপুরাণের

CENTRAL LIBRARY

পাতালখণ্ডে এঁর সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, "তৎকলাকোটিকোটাংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রি-গুণাত্মিকাঃ"। সুতরাং এই দুর্গা ত্রিগুণাত্মিকা। এঁর প্রণামমন্ত্রে বলা হয়,

"সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

এই আলোচনায় পাওয়া গেল, দুর্গাদেবীরও বহু স্বরূপ। কোনও স্বরূপে তিনি গুণাতীতা মায়াতীতা, সেখানে তিনি শ্রীরাধার অন্তরঙ্গ অংশ, চিৎস্বরূপা। তাঁর আর কতকগুলি স্বরূপে তিনি গুণময়ী, ত্রিগুণাত্মিকা। সেখানেও তিনি শ্রীরাধিকার অংশ, তবে বহিরঙ্গ অংশ, চিৎস্বরূপা নন। এই গুণময়স্বরূপে কিন্তু তিনি মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় মায়িক গুণের বশবর্তী নন। মায়িক গুণের নিয়ামিকা শক্তি। ভগবানের শক্তির বিগ্রহরূপে তিনি সৃষ্টিস্থিতিবিনাশ কার্যের সহায়িকা। মূলতঃ সমস্ত কান্তাশক্তিই মূল-কান্তাশক্তি শ্রীরাধার অংশভূতা। পুরুষবোধিনী শ্রুতি বলেছেন, "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকাশক্তিঃ"।

CENTRAL LIBRARY

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাম ও প্রেম

নির্মল বিশুদ্ধ গোপীপ্রেম কামগন্ধহীন, এই কথাটি সকলেই শুনে থাকেন। কথাটির তাৎপর্য বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের আলোকে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। কাম ও প্রেমের একটি সমতা আছে সুখবাসনায়। পার্থক্য এই, বৈষ্ণব সহজ করে বুঝিয়েছেন, স্ব-সুখবাসনা কাম, কৃষ্ণসুখ বা কৃষ্ণপ্রীতির বাসনা প্রেম।

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" চৈ.চ. ১।৪।১৪১

এই দুই বাসনার গতি ভিন্নমুখী। এই দু'য়ের স্বরূপ ও লক্ষণ তাই বিভিন্ন। চৈতন্যচরিতামৃতের স্বচ্ছ সংশয়চ্ছেদী ভাষায়,

"কাম-প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ"

* * *

কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় প্রেম ত প্রবল॥

* * *

অতএব কামপ্রেমের বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তম প্রেম নির্মল ভাস্কর॥"

চৈ.চ. ১।৪।১৪০, ১৪২, ১৪৭

আমাদের অন্তরে বাসনার এই বিভিন্নমুখিতার হেতু কি? কাম বর্জন করে আমরা প্রেমলাভ করতে পারিনে কেন? বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে এই পার্থক্যের হেতু, বাসনা যে শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় তাতেই নিহিত। সুখস্বরূপ রসব্রহ্মেরই শক্তি জীব। তাঁর সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। তাই চিৎকণ আনন্দকণ জীবের সুখবাসনা স্বাভাবিক। সেই বাসনা যখন বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তা স্বসুখবাসনায় পর্যবসিত

CENTRAL LIBRARY

হয়। আর সেই বাসনা যখন স্বরূপ বা অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তা কৃষ্ণসুখবাসনা বা কৃষ্ণপ্রেমে পরিণত হয়। সাধনভজনের ফলে এই স্বরূপশক্তি সাধকের চিত্তে আবির্ভূত হয়ে মায়াকে অপসারিত করে। মায়ার প্রভাব তিরোহিত হলে দেহে আত্মবুদ্ধি এবং অর্থ বশ প্রতিপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে আসক্তিও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করে। কৃপাময়ী স্বরূপশক্তি তখন সাধকের চিত্তবৃত্তি ও বুদ্ধিকে শ্রীকৃষ্ণাভিমুখী করে দেয়। তার ফলে কৃষ্ণসুখ-বাসনার উদ্‌গম হয়। এই কৃষ্ণসুখ-বাসনার অন্য নাম প্রেম। এরই নাম সুখস্বরূপ রসব্রহ্ম। "রসং হোবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তি রয়েছে,

"ন ময়্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জিতা কথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥" ১০।২২।২৭

আমাতে যাঁদের বুদ্ধি আবিষ্ট হয়েছে, তাঁদের আত্মসুখবাসনা অন্তর্ধান করে। অধিক ভাজা বা অধিক সিদ্ধ হলে ধানের বীজ বা অঙ্কুরোদ্‌গমের সম্ভাবনা যেমন তিরোহিত হয়।

বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত এই যে, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে চালিত জীব যেমন স্বসুখ-বাসনা এবং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির বাসনা পোষণ করে, তেমন স্বর্গ ও মোক্ষাদিরও বাসনা করে। কিন্তু অন্তরঙ্গা শক্তির আবেশে ভক্তসাধক শুধু কৃষ্ণসুখই কামনা করে, সালোক্যাদি মুক্তি তাঁর কামনার বিষয় নয়,

"সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" শ্রীভা. ৬।২৯।১৩

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা", "আত্মানমেব প্রিয়ম্ উপাসীত", ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে প্রিয়ের সুখের জন্যই সকলে বাসনা করে। শ্রীকৃষ্ণই প্রিয়তম, তাই স্বসুখবাসনা পরিহার করে কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তসাধক একমাত্র কৃষ্ণসুখবাসনার দ্বারা চালিত হয়। স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ ব্রজগোপীদের দেহেন্দ্রিয় মনও স্বরূপশাক্ত্যাত্মক, সুতরাং তাঁদের স্বাভাবিক ধর্মই শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা। তাঁদের সব-কিছু কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়। স্বসুখ-বাসনা, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির বাসনা, স্বর্গাপবর্গাদি-কামনার কথা তাঁদের উঠতেই পারে না। তাঁদের

CENTRAL LIBRARY

হৃদয়োত্থ সমস্ত ভাবই স্বরূপশক্ত্যাত্মক, সব-কিছুরই এক অনন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি লক্ষ্য। গোপীদের প্রেমের স্বরূপ এই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়,

"গোপীদের প্রেম অধিরূঢ় ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে কাম॥" চৈ.চ. ১।৪।১৩৯

অধিরূঢ় মহাভাবের অর্থ প্রেমের গভীরতম, অবস্থা বা সান্দ্রতা। আত্মসুখ-কামনার মালিন্য থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই ব্রজগোপীগণ,

"লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম।
লজ্জা ধৈর্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম॥
দুস্ত্যজ আর্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমসেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
* * *
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥
আত্মসুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥"
চৈ.চ. ১।৪।১৪৩-৪৫, ১৪৮-৫০

নিজ দেহাদির মার্জনা ও প্রসাধন করেন গোপীরা শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে। লঘুভাগবতামৃত-ধৃত একটি পুরাণবচন উদ্ধার করে কবিরাজ গোস্বামী এ-কথা বলেছেন,

"নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যঃ মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥"

CENTRAL LIBRARY

"তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো তো কৃষ্ণের লাগি জানহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্ভোগ-সাধন॥" চৈ.চ. ১।৪।১৫৩-৫৪

সাধিকাশ্রেষ্ঠা ভজনপটীয়সী মীরা বাঈয়ের সুন্দর করুণ জীবনকথা স্মরণপথে এসে যায় কবিরাজ গোস্বামীর এই বর্ণনা পাঠকালে। শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্শনে গোপীদের যে আনন্দ, তার মধ্যে স্ব-সুখবাসনা নেই কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে পরম-প্রবীণ কবিরাজ গোস্বামী বলে রেখেছেন,

"আর এক অদ্ভুত গোপীগণের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার স্বভাব॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণদরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটি গুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সভার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাঢ়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ-বিরোধের এক এই দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্যবসান॥
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য বাঢ়ে যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত॥
এই মত পরস্পর হয় হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাঢ়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপগুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কামদোষে॥
চৈ.চ. ১।৪।১৫৬-৬৬

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদর্শন শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ হতে উদ্ভূত আনন্দ যদি কৃষ্ণসেবার বাধক হয়, তবে সে আনন্দ গোপীজন কেন ভক্তজনেও অভিনন্দন করেন না। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণসারথি দারুক সম্বন্ধে পাওয়া যায়,

"অঙ্গস্তম্ভারম্ভম্ উত্তুঙ্গয়ন্তঃ প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দয়ৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি॥"

শ্রীকৃষ্ণের সেবায় দারুক চামর ব্যজন করছিলেন। সেবানন্দে তাঁর দেহে সাত্ত্বিক বিকার স্তম্ভের উদয় হ'ল। হস্তে জড়তা এল। সেবাবিঘ্ন-উৎপাদক এই আনন্দকে দারুক ধিক্কার দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির বিষয়, গোপী প্রীতির আশ্রয়,

"প্রীতিবিষয়ানন্দ তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥" চৈ.চ. ১।৪।১৬৯-৭০

সর্বথা অপেক্ষারহিত কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময় প্রেমই নিরুপাধি প্রেম। প্রেম-ভক্তির আবেশে অন্তর্লীন মহাকবি মধুসূদনের একটি উপমার সার্থক প্রয়োগ করা যায় এখানে,

"পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য সে যে রোধে তার গতি।"

গোপীপ্রেম এই পর্বতগৃহত্যাগী সিন্ধুগামী নদীর মতো। তার সম্মুখের সমস্ত বাধা তৃণের মতো ভাসিয়ে নিয়ে দুর্বার গতিতে আনন্দের নৃত্যচ্ছন্দে সে চলে। গোপীপ্রেমও কৃষ্ণরতির বিঘ্নস্বরূপ যে লোকধর্ম-বেদধর্ম দুস্ত্যজ আর্যপথ তার সব-কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

গোপীদের সম্বন্ধে গোপীপ্রেমামৃতের বচনে রয়েছে,

"সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥"
"কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা দাসী॥" চৈ.চ. ১।৪।১৭৪

CENTRAL LIBRARY

স্বচ্ছ গোপীপ্রেমে দর্পণের মতো দয়িতের মনোবাঞ্ছা প্রতিবিম্বিত হয়, তাই তাঁরা সর্বপ্রকারের সেবাপরিপাটি সম্বন্ধে অভিজ্ঞা ও নিপুণা।

"গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা-পরিপাটি ইষ্ট-সমাহিত॥" চৈ.চ. ১।৪।১৭৫

আদিপুরাণে উদ্ধৃত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,

"মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥"

তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপীপ্রেমের একান্ত বশীভূত,

"তপোভি র্ন বেদৈশ্চ নাচারৈ র্ন চ বিদ্যয়া।
বশোঽস্মি কেবলং প্রেম্না প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রোক্ত "ন পারয়েঽহং" শ্লোক এই প্রসঙ্গে ভক্তজনের পরমাশ্রয় হয়ে রয়েছে। অলোকসামান্য অচিন্ত্যহেতুক এই গোপীপ্রেম। জড়বাদ-কবলিত যুগে বিশ্বের বিশাল আঙিনায় দাঁড়িয়ে একালের বেদান্ত-কেশরী ভক্ত-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এই গোপীপ্রেমের প্রতি নীরব নতি জানিয়েছিলেন। নিরলঙ্কার ভাষায় কবিরাজ গোস্বামী গোপীপ্রেমের কামগন্ধশূন্যতা প্রতিপাদন করে বলেছিলেন,

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম-নাম॥"

আসন্ন জড়বাদের তূর্যধ্বনি যেন শুনতে পেয়েই বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডতীরে ভজনশীল বৈরাগী দার্শনিক পরমপ্রীতিভরে সমস্ত সংশয়েরই নিরসন করে গিয়েছেন, অকথিত কিছুই রাখেন নি। গোপীপ্রেমের সর্বোচ্চস্তর মাদনাখ্য স্বয়ংপ্রেম মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজ করে। শ্রীরাধা-প্রেমের মহিমা কবিরাজ গোস্বামীর তুলিকায় নিম্নোক্ত অপূর্বশ্রী ধারণ করেছে,

"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে কত আছে বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥" ১।৪।১০৬-৮

CENTRAL LIBRARY

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে যেমন সমগ্র বিরুদ্ধ ধর্মের সামঞ্জস্য, শ্রীরাধাপ্রেমে তেমন সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মের সমাশ্রয়।

"আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-সমাশ্রয়
রাধাপ্রেমে তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্মময়॥
রাধাপ্রেম বিভু তার বাঢ়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই॥
যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব-বর্জিত॥
যাহা হইতে সুনির্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্বদা বামা বক্র ব্যবহার॥" চৈ.চ. ১।৪।১১০-১৩

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য এবং শ্রীরাধাপ্রেম এই দুই যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূত্রে নিত্যকাল বর্ধনশীল। কবিরাজ গোস্বামীর মাধুর্য-নিষ্যন্দিনী লেখনীর মুখে এই তত্ত্ব উৎসারিত হয়েছে,

"অনন্ত অদ্ভুত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
আমার মাধুর্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে।
এ-দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥
মন্মাধুর্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥"
চৈ.চ. ১।৪।১২০-২৪

বহিরঙ্গা মায়াই স্বসুখ-বাসনা জাগায়। শ্রীকৃষ্ণ মায়াতীত, ব্রজগোপীগণও মায়াতীত। তাই আত্মসুখবাঞ্ছা তাঁদের স্পর্শ করে না। মায়াকবলিত জীব আমাদের একথা ধারণা করা সুসাধ্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীর সুখসাধনে

CENTRAL LIBRARY

তাঁদের সঙ্গে লীলাবিহারাদি আচরণ করেন। "মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ"। ব্রজগোপীর ললামভূতা শ্রীরাধাও তাই বলেন,

"মোর সুখ সেবনে কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে
অতএব দেহ দেঙ দান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি কহে তুমি প্রাণেশ্বরী
মোর হয় দাসী-অভিমান॥" চৈ.চ. ৩।২০।৫০

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাবিহারে এবং গোপীদের সঙ্গে কান্তাভাবময়ী লীলাবিহারে চুম্বনালিঙ্গনাদি ব্যাপার আছে বলেই তাকে প্রাকৃত ব্যাপার মনে করা ভ্রমাত্মক হবে। কারণ এই চুম্বনালিঙ্গনাদি ব্যাপার প্রীতি-প্রকাশের জন্যই। চুম্বনালিঙ্গনরূপ স্বয়ংপ্রয়োজন পার্থিব প্রাকৃত ব্যাপার নয়। বাৎসল্যরসের প্রকাশক এই জাতীয় ব্যাপারগুলির বিষয় এই প্রসঙ্গ মনে করা যেতে পারে। তবে পুত্রকন্যা প্রাপ্তবয়স্ক হলে পিতামাতা লোকাপেক্ষার জন্য চুম্বনালিঙ্গনাদি হতে বিরত হন। বাৎসল্যরসের অভিব্যক্তি নির্বাধ নয়, কিন্তু গোপীপ্রেমের মহিমা তার নির্বাধত্বে, তার সর্বজয়িত্বে।

গোপীপ্রেম যে স্বসুখ-বাসনা-বর্জিত তার আর একটি অসন্দিগ্ধ প্রমাণ তার বিদ্বেষহীনতায়, সাপত্ন্যজনিত ঈর্ষ্যাবিদ্বেষের অভাবে। অপরের সহিত মিলনে যদি কৃষ্ণের সুখ হয়, তবে প্রেমবতী ব্রজসুন্দরী তার সঙ্গে কৃষ্ণের সঙ্গমসাধনে স্পৃহাবতী ও সচেষ্টা হন। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন,

"যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ তার রূপে সতৃষ্ণ
তারে না পাঞা তাহে হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায়ে পড়ি লঞা যাঙ হাতে ধরি
ক্রীড়া করাঞা করোঁ তারে সুখী॥" চৈ.চ. ৩।২০।৪৫

কৃষ্ণপ্রেমে মান-অভিমানের মাৎসর্যহীনতা এবং কৃষ্ণসুখপুষ্টির সহায়কত্ব বুঝাতে গিয়ে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন,

"কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ কৃষ্ণ পায় সন্তোষ
সুখ পায় তাড়ন-ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান কৃষ্ণ তাতে সুখ পান
ছাড়ে মান অল্প সাধনে॥" চৈ.চ. ৩।২০।৪৬

CENTRAL LIBRARY

পদ্যাবলী-ধৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের শ্লোকে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে,

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্ মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

বৃষ্ণিকুলে অগ্রগণ্য যদুরাজমন্ত্রী উদ্ধব ঐশ্বর্যভাবের উপাসক ভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশবহ হয়ে তিনি নন্দব্রজে আসেন। গোপীদের অতাদ্ভুত প্রেমবৈচিত্রী দর্শন করে তিনি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যাঁরা দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্যপথ পরিহার করে শ্রুতিগণেরও অনুসন্ধেয় মুকুন্দপদবীর ভজন করেছেন, সেই মহাভাগ্যবতী পরম প্রেমময়ী ব্রজগোপীর চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনীয় লতাগুল্মৌষধির মধ্যে একটি হয়েও যেন আমি জন্মগ্রহণ করতে পারি।

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাম্ বৃন্দাবনে কিমপি লতাগুল্মৌষধী-
নাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজে মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বি-
মৃগ্যাম্॥" শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৪৭।৬১

দূর থেকে শ্রীউদ্ধব ব্রজগোপীর চরণরেণুর বন্দনা করেন,

"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥"

ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ত্যক্তসিংহাসন প্রায়োপবেশনরত মুমূর্ষু মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাসলীলা বর্ণনা সমাপ্ত করে বলেছেন,

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ।
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ॥
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামম্।
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩৩।৩৯

যিনি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা শ্রীবিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের এই রাসাদি লীলার কথা শ্রবণ এবং বর্ণন করেন, তিনি অচিরাৎ ভগবানে পরা ভক্তি

CENTRAL LIBRARY

লাভ করে হৃদ্‌রোগস্বরূপ কামাদি পরিহার করে ধীরত্বলাভ করেন। চরিতামৃতের ভাষায়,

"ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস।
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্‌রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নাহি মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্যে বিহরে সদায়॥" চৈ.চ., ৩।৫।৪৩-৪৫

CENTRAL LIBRARY

সপ্তম অধ্যায়

উজ্জ্বলনীলমণির রসবিশ্লেষণ

শ্রীরূপগোস্বামী রসবিশ্লেষণের দ্বারা শ্রীরাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেছেন। রতির তিনটি ভেদ প্রদর্শিত হয়েছে, সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। যে রতি দর্শনজাত সম্ভোগেচ্ছা হতে উদ্ভূতা হয়, গাঢ়তার যেখানে অভাব, সেই রতি সাধারণী। কুব্জার প্রেম এই সাধারণী পর্যায়ের রতি। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ে আছে, কামসন্তপ্তা সৈরিন্ধ্রী কুব্জা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সুখপ্রদাতা মনে করে প্রার্থনা করেছিলেন, "হি প্রিয়তম, তুমি এই স্থানে আমার সহিত ক'টি দিন অবস্থান করে বিহার কর। হে কমললোচন, আমি তোমার সঙ্গত্যাগ করতে পারিনে।"

"সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া।
রমস্ব নোৎসহে ত্যক্তুং সঙ্গং তেঽম্বুরুহেক্ষণ॥"

এই রতি নিকৃষ্ট, এতে কৃষ্ণের প্রতি উপপতিবুদ্ধি, গাঢ়তার অভাব এবং সম্ভোগেচ্ছাই প্রবল। সম্ভোগেচ্ছার প্রাবল্য হেতু এ রতি আদৌ কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময় নয়, এতে স্বসুখবাসনা প্রবল। সমঞ্জসা রতিতে পত্নীত্বের অভিমান বর্তমান। রূপগুণাদির জন্য এর সঙ্গে সম্ভোগতৃষ্ণা থাকে সেবাবাসনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। রুক্মিণীসত্যভামাদি দ্বারকামহিষীর রতি সমঞ্জসা। যে রতি এই দ্বিবিধ রতি হতে গাঢ়, যে রতি সান্দ্রতমা, যে রতিতে স্বসুখবাসনার সঙ্গে কুলধর্ম ধৈর্য লজ্জাদি দূরে সরে যায় ব্রজগোপীদের মধ্যে স্বাভাবিকী সেই রতিকে সমর্থা রতি বলা হয়। এই রতিতে সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণসৌখ্যার্থে। এই সমর্থা রতিই উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ও দৃঢ়তা লাভ করে প্রেম স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাবে পরিণত হয়। কবিরাজ গোস্বামী একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে এই রতির বিকাশ বর্ণনা করেছেন,

"প্রেম ক্রমে রতি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্মল ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥" চৈ.চ., ২।২৩।৩৮-৫০

CENTRAL LIBRARY

শ্রীরূপগোস্বামী প্রেমকে এইভাবে পরিচায়িত করেছেন,

"সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ॥"

ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকলেও যুবক-যুবতীর যে-প্রেম ধ্বংসরহিত এইরূপ ভাববন্ধনকে প্রেম বলা হয়,

"আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ।
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে॥"

প্রেম যখন পরাকাষ্ঠালাভ করে চিদ্‌দীপকে দীপিত করে, হৃদয়কে দ্রবীভূত করে, তখন তাকে বলা হয় স্নেহ।

"স্নেহস্তৎকৃষ্টতাবাপ্ত্যা মাধুর্য-মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে"॥

উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতাপ্রাপ্ত হয়ে স্নেহ যখন নব নব মাধুর্য সঞ্চার করে এবং এবং স্বয়ং অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ বাম্যতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনকার ভাবকে মানভাব বলা হয়,

"মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।"

মান বিস্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বস্ততা বা সম্ভ্রমরাহিত্য প্রদান করলে তাকে বলা হয় প্রণয়। প্রণয়ের বশে যখন নিজের দুঃখকে সুখ বলে মনে করা হয়, তখন সেই প্রেমকে রাগ বলা হয়। চণ্ডীদাসের ভাষায়,

"বঁধু আপনার দুখ সুখ করি মানে আমারে দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কয় বঁধুর পিরীতি শুনিয়া জগৎ সুখী॥"
"দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে॥"

এই রাগের পরবর্তী অবস্থা অনুরাগ। রাগ সদানুভূত প্রিয়কে নিত্যই নব নবায়মান করলে তাকে অনুরাগ বলা হয়,

"সদানুভূতমপি য কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে॥"

CENTRAL LIBRARY

অনুরাগের ভাবে পরিণতি সম্বন্ধে শ্রীরূপ বলেছেন,

"অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥"

অনুরাগ যদি যাবদাশ্রয়বৃত্তি এবং স্বসংবেদ্যদশাপ্রাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে ভাব বলা হয়। স্বসংবেদ্যদশাপ্রাপ্তি অর্থ নিজোৎকর্ষদশাপ্রাপ্তি। ভাবে কৃষ্ণানুভবের তিনটি সূক্ষ্ম সুখ রয়েছে। একটিতে বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের অনুভব। এটি হ্লাদাংশে 'স্বসংবেদরূপত্ব'। দ্বিতীয়টিতে প্রেমানন্দের বিষয়রূপে কৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান। এটি সংবিদংশে 'শ্রীকৃষ্ণাদিকর্মসংবেদনরূপত্ব'। তৃতীয়টিতে এই উভয়াংশে 'সম্বেদ্যরূপত্ব' প্রেমানুভূতি ও চৈতন্যের মিশ্রণ। প্রথমে অনুরাগের চরমোৎকর্ষ এই অনুভব, এই জাতীয় সুখ। দ্বিতীয়ে, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়রূপে এই অনুরাগোৎকর্ষের দ্বারা অনুভূত হচ্ছেন, এই জাতীয় সুখ। তৃতীয় সুখ এই, শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ অনুরাগোৎকর্ষ অনুভূত হচ্ছে, এই জাতীয় সুখ। শৈত্যগুণের আশ্রয় চন্দ্র এবং উষ্ণতার আশ্রয় সূর্য যেমন যথাক্রমে সব-কিছুকে শীতল এবং উষ্ণ করে, তেমন অনুরাগোৎকর্ষ শ্রীরাধার হৃদয়ে অবস্থান করে তাঁকে প্রেমানন্দে আপ্লুত করে এবং যাবতীয় ভক্তমণ্ডলীর চিত্তও শ্রীরাধার প্রেমানন্দে বিভোর করে তোলে। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যাবদাশ্রয়বৃত্তিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই ভাবের মধ্যে আবার ব্রজদেবীতেই সম্ভব মহাভাব, অপর কৃষ্ণবল্লভাদের মধ্যে নয়। এই মহাভাব শ্রেষ্ঠ অমৃতরূপ শ্রী ধারণ করে চিত্তকে নিজের শ্রী প্রাপ্ত করায়। "বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ"। মহাভাবে অষ্ট সাত্ত্বিকভাব (স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ কম্প বৈবর্ণ্য অশ্রু পুলক) উদ্দীপ্ত হলে তাকে রূঢ় মহাভাব বলা হয়। আর কোটিব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখও যে-সুখের লেশমাত্র নয়, বৃশ্চিক-সর্পাদি-দংশনকৃত সমস্ত জ্বালা যে-দুঃখের লেশমাত্রও নয়, কৃষ্ণের মিলনবিরহ-জনিত এমন সুখ-দুঃখই অধিরূঢ় মহাভাব। "কোটি-ব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লোশোঽপি ন ভবতি, সমস্ত বৃশ্চিক-সর্পাদি-দংশন-কৃত-দুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি সোঽধিরূঢ়ো মহাভাবঃ।" উজ্জ্বলনীলমণির 'উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ' নামক বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-কৃত ভাষ্যে এ-কথা বলা হয়েছে।

অধিরূঢ় মহাভাবের প্রকার ভেদ দুই, মোদন ও মাদন। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁর 'লোচনরোচনী' টীকায় বলেছেন, মোদনাখ্য মহাভাব হর্ষবাচক, বিপুল হর্ষানুভাবেই তার পর্যবসান, মাদনাখ্য মহাভাব 'দিব্যমধুবিশেষবন্মত্ততাকর',

CENTRAL LIBRARY

দিব্যমধু যেমন বিশেষ দিব্য মত্ততার সৃষ্টি করে মাদনাখ্য মহাভাবও তেমন দিব্য মত্ততার সৃষ্টি করে। হ্লাদিনী শক্তির পরমোৎকৃষ্ট সুবিলাস এই মাদনে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে যতপ্রকারের আনন্দবৈচিত্রী সম্ভব মাদনাখ্য মহাভাবে তৎসমুদয়ের এককালীন অনুভব। এই পরাৎপর অনুভব একমাত্র শ্রীরাধিকায় বিদ্যমান, এইজন্য রাধা কান্তাশিরোমণি।

"সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥"

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গোস্বামি-শাস্ত্রের সারোদ্ধার করে শ্রীকৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা অপূর্ব, অদ্ভুত, বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। তার কিয়দংশের উদ্ধার করে ক্রমান্বয়ে আস্বাদন করবার সাধ্যমত প্রয়াস পেতে পারি।

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেমনাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরমভাব মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥"

শ্রীরাধার দেহ প্রেমের স্বরূপ, প্রেমবিভাবিত, এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির সমর্থনে কবিরাজ গোস্বামী ব্রহ্মসংহিতার শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধার করেছেন,

"আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য যার॥

CENTRAL LIBRARY

চিন্তামণি যেমন সকল বাঞ্ছাই পূর্ণ করে শ্রীরাধাও তেমন শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। শ্রীরাধিকাকে স্বয়ংরূপে এবং ললিতাদি সখীরূপে শ্রীকৃষ্ণের বহুকান্তা সহ বিলাস-জনিত রসাস্বাদনের বাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে ললিতাদি বহুকান্তার রূপ ধারণ করতে হয়েছে।

"মহাভাবচিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহরূপ॥
রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ॥"

শরীরের মালিন্যনাশক দ্রব্য উদ্বর্তন, যার বিলেপনে শরীর উজ্জ্বল, কোমল ও স্নিগ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণস্নেহরূপ উদ্বর্তন শ্রীরাধার দেহ সুগন্ধি ও উজ্জ্বল করে। শ্রীরাধার ব্যবহৃত সমস্ত বস্তুই চিন্ময়, চিচ্ছক্তির বিলাস।

"কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা-শ্যাম-পট্টসাটী পরিধান॥"

"পরদুঃখাসহো যস্তু স করুণঃ উচ্যতে" পরের দুঃখ যে সইতে পারে না সেই করুণ। তার ভাব কারুণ্য। 'প্রথম স্নান' প্রভাতস্নান, নদী বা অন্যপ্রকার স্রোতঃসলিলে স্নান করলে দেহ স্নিগ্ধ ও মন শান্ত চাপল্য-বিরত হয়। শ্রীরাধার প্রাতঃস্নান বা বয়ঃসন্ধিকালের স্নানের ফলে বাল-চাপল্যাদির তিরোভাব এবং অন্তরে স্নিগ্ধ শান্ত করুণাগুণের আবির্ভাব হওয়ায় তিনি অপূর্ব শ্রী ধারণ করেন। 'স্নান মধ্যম' অর্থ মধ্যাহ্ন-স্নান। এই স্নান তারুণ্যামৃত-ধারায়। মধ্যাহ্নে গৃহকর্মরতা যুবতী সখীদের আনীত জলে স্নান করেন। শ্রীরাধার সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদির বর্ণন ও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের সাহায্যে শ্রীরাধার যৌবনসুষমা বিকশিত করে তোলেন। সেই সমস্ত ভাবোদ্গমে শ্রীরাধার অঙ্গে মধ্যাহ্ন স্নানের কমনীয়তা প্রস্ফুটিত হয়। 'তদুপরি স্নান' সায়াহ্ন-স্নান, লাবণ্যামৃত-ধারায় মুক্তায় যেমন কান্তির তরঙ্গ প্রতীয়মান হয়, অঙ্গনার অঙ্গেও তেমন লাবণ্যের তরঙ্গ প্রতিভাত হয়। অঙ্গনা-সৌন্দর্যের এই তরল তরঙ্গপ্রবাহকে লাবণ্য বলা হয়।

"মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে॥"

CENTRAL LIBRARY

সায়ন্তন-স্নান সাধারণতঃ গ্রীষ্মতাপ-প্রশমনের জন্য অবগাহন-স্নান। কালিদাসের শকুন্তলা-নাটকে গ্রীষ্মকালীন প্রদোষবর্ণনায় 'সুভগ-সলিলাবগাহাঃ' বলে দিনগুলিকে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীরাধার সন্ধ্যাস্নান যেন লাবণ্যামৃত-ধারায় নির্বাহ হয়। সমস্ত দেহই অবগাহন-স্নানে জলনিমগ্ন হয়, তেমন শ্রীরাধার পরিণত যৌবনশ্রী লাবণ্যপ্রবাহে নিমজ্জিত হয়। নিজের লজ্জারূপ শ্যামবর্ণ পট্টশাটি শ্রীমতীর বরতনু আচ্ছাদিত করে। পরম লজ্জাবতী শ্রীরাধা। মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর "কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা"। ব্রজকুল অপেক্ষা উচ্চতর কুল কোথায়?

"কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণবসন।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥"

অরুণবর্ণ উত্তরীয় 'দ্বিতীয় অরুণবসন'। প্রথম বসন নীল শাড়ী, দ্বিতীয় বসন, লাল ওড়না। কৃষ্ণানুরাগের লোহিতাভা শ্রীরাধার ওড়না। সদানুভূত-বিষয়ে নিত্য নব-নবায়মান রাগই অনুরাগ। স্নেহ পুষ্ট হয়ে পূর্বানুভূত মাধুর্যের নূতন অনুভব করে এবং বাইরে তা গোপন করবার জন্যে কুটিলতা বা বাম্যভাব প্রকাশ করে। একে মান বলা হয়। মান যখন বিস্রম্ভ বা বিশ্বাসে পরিণত হয়, তখন তাকে প্রণয় বলে। প্রণয় ও মানরূপ কঞ্চুলিকায় শ্রীরাধার বক্ষ আচ্ছাদিত।

"সৌন্দর্য-কুঙ্কুম, সখীপ্রণয় চন্দন।
স্মিত কান্তিকর্পূর তিনে অঙ্গবিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥"

কুঙ্কুম চন্দন ও কর্পূর বিলেপন-দ্রব্য, শ্রীরাধার নিজ সৌন্দর্যই কুঙ্কুম। তাঁর সখীপ্রেম অথবা সখীদের শ্রীরাধাপ্রেম চন্দন। শ্রীরাধার মৃদুমন্দ হাসি তাতে কর্পূর। মৃগমদ মৃগনাভি কস্তুরী। শ্রীকৃষ্ণের মধুররস বা শৃঙ্গাররসে শ্রীরাধার অঙ্গ চিত্রিত ও সুরভিত হয়েছে।

"প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য-ধম্মিল্ল-বিলাস।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥"

CENTRAL LIBRARY

প্রিয়তমের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হওয়াই সৌভাগ্য। এই সৌভাগ্য শ্রীরাধার সুন্দর ললাটে তিলকশোভা সঞ্চার করে। প্রিয়তমের কাছে থেকেও প্রেমাধিক্য-বশতঃ যে বিচ্ছেদবুদ্ধি-জনিত আর্তি উজ্জ্বলনীলমণি তাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলেছেন,

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥"

সুন্দরীগণ বক্ষে হার পরেন। হারের মধ্যে সংলগ্ন মধ্যমণি থাকে, সেই মধ্যমণি তরলভাবে দোদুল্যমান হয়। মিলনেও বিচ্ছেদশঙ্কাতুরা শ্রীরাধার চিত্তের আন্দোলনরূপ প্রেমবৈচিত্ত্য তাঁর হৃদয়স্থ হারের তরল রত্নসদৃশ।

"মধ্যবয়স্থিতি সখীস্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ॥"

মধ্যবয়স সুন্দর কৈশোর-বয়স। "বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ"। মধ্যবয়সে শ্রীরাধা স্থিতিশীলা। অর্থাৎ শ্রীরাধা নিত্যকিশোরী, তাহ'লে নিত্যকিশোর বয়স তাঁর সখী। সেই প্রিয়সখীর স্কন্ধে তিনি হাত দিয়ে ভর করেছেন। কৃষ্ণলীলা-রূপ মনোবৃত্তি, অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার সার্থকতাসম্পাদনী মনোবৃত্তি ছাড়া শ্রীরাধার অন্য কোনও মনোবৃত্তি নেই। তাই কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তিরূপ সখীরা নিয়ত শ্রীরাধাকে ঘেরিয়া বিরাজ করেন।

"নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্বপর্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥"

নিজের অঙ্গসৌরভরূপ আলয়ে গর্বের পালঙ্কে বসে শ্রীরাধা সদা কৃষ্ণসঙ্গ চিন্তায় নিমগ্না। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর মতে সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তম আশ্রয় এবং ইষ্টলাভের জন্য অন্যের প্রতি হেলাকে গর্ব বলা হয়।

"সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণসর্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ।
ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব ঈর্যতে॥"
"কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ-অবতংস কানে।
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে॥

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ কলেবর॥"

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ এবং কৃষ্ণের যশ শ্রবণের আকুলতাই শ্রীরাধার কর্ণাবতংস। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ এবং কৃষ্ণের যশ কীর্তনে, অর্থাৎ কৃষ্ণকথায় শ্রীরাধার মধুবাণী অবিচ্ছিন্নভাবে ক্ষরিত হয়। শ্রীরাধা শ্যামরসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মধুপান করিয়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সর্বকাম পূরণ করেন। শৃঙ্গাররসকে আলঙ্কারিকগণ 'শ্যামরস' বলেছেন। এই রসকে আবার 'বিষ্ণুদৈবত' বলা হয়েছে। সাহিত্যদর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কারিকায় আছে "শ্যামবর্ণোঽয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ।" শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বিশুদ্ধ প্রেমের মত আর কোন্ রত্ন আছে? সেই রত্নের উৎপত্তিস্থান বা খনি শ্রীরাধা। শ্রীরাধার কলেবর তুলনাবিহীন গুণরাজিতে পরিপূর্ণ। শ্রীরাধার গুণগণের কোনও তুলনা হয় না। গোবিন্দলীলামৃত থেকে কবিরাজ গোস্বামী এই পয়ারের প্রমাণশ্লোক উদ্ধার করেছেন,

"কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা।
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা॥"

শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়ের উৎপত্তিস্থান কে? একা শ্রীমতী শ্রীরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপগুণসম্পন্না প্রেয়সী কে? অনুপমা শ্রীরাধিকা।

প্রতিসৌভাগ্যশালিনী বহু-সমাদৃতা সত্যভামাও শ্রীরাধার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছা করেন। ব্রজরামাগণ শ্রীরাধার নিকট নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি কলাবিলাস শিক্ষা করেন।

"যাঁর সৌভাগ্য বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের ষট্‌ত্রিংশ শ্লোকের শ্রীধর স্বামিকৃত টীকায় শিবতন্ত্রোক্ত বচন উদ্ধার করে গীতবাদ্যনৃত্যনাট্য আলেখ্য,

CENTRAL LIBRARY

ঐন্দ্রজাল, উদকবাদ্য, নেপথ্যযোগ প্রভৃতি চতুঃষষ্টি কলার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

যাঁর সৌন্দর্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্বতী।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার?

লক্ষ্মী স্বয়ং সৌন্দর্যরূপিণী। সপ্তশতী চণ্ডীর "যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতীনাং ভবনেষু"। নারায়ণের তিনি বক্ষোবিহারিণী। সমুদ্রমন্থনের ফলে বিশ্ব-সৌন্দর্যের আশ্রয়রূপিণী এই লক্ষ্মী সমুদ্ভূতা হয়েছিলেন। নগাধিরাজ-তনয়া, কালিদাসের ভাষায়, বিধাতার "একস্থ-সৌন্দর্য-দিদৃক্ষয়া" সৃজিতা হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধার সৌন্দর্যগুণ লক্ষ্মী-পার্বতীর সৌন্দর্যগুণ হতেও সমধিক। বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্যা। পতির সুখে যাঁর সুখ, পতির দুঃখে যাঁর দুঃখ তিনিই পতিব্রতা।

"আর্তার্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥"

কিন্তু এমন পতিব্রতাকুলের শিরোমণি অরুন্ধতীও শ্রীরাধার পাতিব্রত্যের প্রতি আগ্রহশীলা। শ্রীরাধার গুণের অন্ত নেই। সুতরাং সর্বজ্ঞ হয়েও কৃষ্ণ তার গুণের অন্ত পান না। স্বল্পবুদ্ধি জীব কি-ভাবে শ্রীরাধার গুণের ইয়ত্তা করবে?

কবিরাজ গোস্বামীর এই বর্ণনা পাঠ করার পর শ্রীরাধা-তত্ত্বের উপর কোনও নূতন আলোকসম্পাতের অধ্যবসায় স্বভাবতঃ স্তিমিত হয়ে আসে।

CENTRAL LIBRARY

অষ্টম অধ্যায়

স্বকীয়া ও পরকীয়া

কৃষ্ণকান্তাগণ স্বকীয়া, না পরকীয়া, এ-সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্যগণের বিচার-আলোচনা রয়েছে। শ্রীরাধাতত্ত্বের প্রসঙ্গে সংক্ষেপে সে-সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। শ্রীজীবগোস্বামী 'স্বীয়া' ও 'পরম-স্বীয়া', এই দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন। পর-শব্দের অর্থ পরম, পরম সত্তা, যেমন পরাৎপর, পরেশ, পরমেশ্বর। তাই পরকীয়ার অর্থ হতে পারে 'পরম স্বীয়া', ঈশ্বরের পরমা শক্তি। শ্রীরাধা ও ব্রজগোপী সম্বন্ধে প্রচলিত অর্থের পরকীয়াবাদ এর থেকে স্বতন্ত্র। কৃষ্ণকান্তাগণ সকলেই স্বকীয়া। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ স্বীয়া। শ্রীরাধা এবং তাঁর কায়ব্যূহরূপ সখী বা ব্রজগোপী পরম স্বীয়া।

বিবাহিতা পত্নীকে স্বকীয়া বলা হয়। করগ্রহণ বিধিতে প্রাপ্তা, পতির আদেশপরায়ণ, পাতিব্রত্য আচারে অবিচলিতা নায়িকাকে অলঙ্কারশাস্ত্র স্বকীয়া বলেছেন। উজ্জ্বলনীলমণির ভাষায়,

"করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশ-তৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ॥"

যে নায়িকা ইহলোক পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্মের অপেক্ষা না রেখে অনুরাগের বশবর্তিনী হয়ে পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, যিনি ধর্মপত্নীরূপে বিবাহ-বন্ধনে স্বীকৃত হন নি তিনি পরকীয়া। উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণ অনুসারে,

"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণঃ।
ধর্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥"

কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ তাঁর নিত্যস্বকীয়া কান্তা। তাঁরা স্বরূপশক্তির মূর্ত-বিগ্রহ। শক্তি শক্তিমানের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁরা নিত্য-সম্পর্কিতা। প্রকট অপ্রকট লীলাভেদের অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ তো

CENTRAL LIBRARY

স্বকীয়াই। অনাদিসিদ্ধ বলে তাঁদের তো জন্ম ও বিবাহাদি ব্যাপার ঘটে না। কান্তাত্বের এই স্বকীয়াত্ব তাঁদের অভিমানগত, জন্মবিবাহাদি ব্যাপার-জাত নয়। এই সম্পর্কে বলা যায়, নন্দ-যশোদাদির বাৎসল্যও অপ্রকট ধামে অভিমানজাত। অপ্রকটে বৈকুণ্ঠে ভগবৎস্বরূপ নারায়ণের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকায় রুক্মিণ্যাদি শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ এবং ব্রজে রাধিকাদি গোপীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অথবা তাঁর বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের নিত্যস্বকীয়া কান্তা। অপ্রকটে তাঁদের এই সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধের অভিমান অনাদিসিদ্ধ, বিবাহব্যাপার হতে সিদ্ধ নয়।

প্রকটলীলায় দ্বারকার মহিষীগণ জন্মলীলার এবং বিবাহলীলার অনুসরণে স্বকীয়া কান্তা। লীলাশক্তির অচিন্ত্যপ্রভাবে তাঁদের নিত্যসম্পর্কের জ্ঞান বা অনুসন্ধান প্রচ্ছন্ন। প্রকটের এই সম্বন্ধ বুঝাতে গিয়ে আচার্যেরা একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন। বাল্যবিবাহসূত্রে আবদ্ধ শিশু-দম্পতী যদি পরস্পরের পরিচিত হবার সুযোগলাভের পূর্বে বিচ্ছিন্ন হয় এবং পৃথক্ স্থানে বসবাস করে লালিত হয় এবং পরে যদি তাদের মধ্যে পুনরায় বিবাহ-সংঘটন হয়, তা হলে যেমন ব্যাপার ঘটে এখানেও শ্রীকৃষ্ণ ও দ্বারকামহিষী, শ্রীরামচন্দ্র ও সীতার বিবাহে তেমনই ঘটেছে।

অপ্রকটের এই স্বকীয়ায় কান্তাপ্রেমের বিভিন্ন ভাববৈচিত্রী বিদ্যমান। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং ব্রজের গোপীগণের প্রেমের গাঢ়তায় এবং প্রকাশে তারতম্য থাকে। বৈকুণ্ঠের কান্তাপ্রেম অপেক্ষা দ্বারকার কান্তাপ্রেমের গাঢ়তা অধিক। দ্বারকার কান্তাপ্রেম অপেক্ষা ব্রজের কান্তাপ্রেম আরও অধিক। প্রেমোৎকর্ষের তারতম্য আছে বলে কৃষ্ণের প্রতি বিভিন্ন কান্তাগণের ব্যবহার ও তাঁদের কৃষ্ণসেবা এবং তাঁদের কৃষ্ণের প্রতি প্রেমবশ্যতার তারতম্য হয়। এটি বুঝাবার জন্যে একটি সুন্দর কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন বৈষ্ণব আচার্যগণ। কৃষ্ণ গুরুতর অসুস্থতার ভাণ করে একবার নারদকে তার কান্তাগণের মধ্যে কারো পদধূলি আনবার জন্যে প্রেরণ করলেন, এতেই নাকি কঠিন রোগের উপশম হবে। নারদ দ্বারকায় মহিষীদের নিকট এলেন। পতিব্রতা রুক্মিণী-সত্যভামাদি এ-কথা শুনতেই লজ্জায় এবং অপরাধের ভয়ে শিউরে উঠলেন। পূজ্যতম পতিদেবতাকে তাঁরা কি করে পদধূলি দিয়ে পাতকসঞ্চয় করবেন? নারদ ছুটলেন ব্রজে। ব্রজবালাগণ কৃষ্ণের গুরুতর পীড়ার সংবাদে আকুল হয়ে উঠলেন। প্রার্থনামাত্রেই তাঁরা নারদকে প্রার্থিত বস্তু বিনা দ্বিধায় দিলেন। পাপপুণ্যের প্রশ্নই তাঁদের মনে জাগল না। গোপীপ্রেমের এই স্বভাব। গোপীপ্রেম তাই সর্বোৎকর্ষে বিরাজমান। দ্বারকার কৃষ্ণমহিষীদের প্রেম মহাভাবের স্তরে উন্নীত হয় নি। সে প্রেম 'বরামৃতস্বরূপশ্রী'রূপে আস্বাদ্য হয়ে ওঠে নি। মহাভাববতী ব্রজাঙ্গনাদের

CENTRAL LIBRARY

মন ইন্দ্রিয়াদি এবং সমস্ত বৃত্তিই মহাভাবের স্বরূপত্বলাভ করে। তাঁদের তিরস্কারও এইজন্যে কৃষ্ণের অভিনন্দনের বস্তু হয়ে ওঠে।

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হইতে সেই হরে মোর মন॥"

মহিষীদের প্রেমে কখন কখনও স্বসুখবাসনা প্রকটিত হয়। তাঁদের প্রেম ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রিত। ব্রজসুন্দরীদের প্রেমে এই দু'য়ের স্পর্শ নেই। এইজন্যই অপ্রকটলীলায় মহিষীগণ ও গোপীগণ কৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা হলেও তাঁদের প্রেমের গাঢ়তায় পার্থক্য বিদ্যমান। তাই বোধ হয় জীবগোস্বামী স্বীয়া ও পরম স্বীয়া এই দুইটি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারে যথাক্রমে মহিষী ও গোপীদের বিশেষিত করেছেন।

অদ্বয়তত্ত্ব ও পরকীয়া

প্রকৃতপ্রস্তাবে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয় কিছুই থাকতে পারে না। তিনি এবং তাঁর অনন্তশক্তি ছাড়া আর তো কিছু নেই। তাই তাঁর আবার পর কে? কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদির বর্ণনায় দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলায় যে সমস্ত গোপীদের সঙ্গে লীলাবিহার করেছিলেন, তাঁরা তার বিবাহিতা স্বকীয়া কান্তা ছিলেন না, কৃষ্ণের পক্ষে তাঁরা ছিলেন পরকীয়া। তত্ত্বতঃ তার সকলেই কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহা, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্যপরিকরদের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েই নানাবিধ লীলার সাহায্যে রসাস্বাদন করেন। রাসলীলা মাদনাখ্য মহাভাব ছাড়া উৎসারিত হয় না। মাদনাখ্য মহাভাবের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা। তাই রাসেশ্বরী শ্রীরাধা ছাড়া রাসলীলা সম্পাদিত হয় না।

প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের এই নিত্যস্বকীয়া কান্তাগণের পরকীয়া অভিমানের কথা গোপালোত্তর-তাপনী শ্রুতিতে দুর্বাসার উক্তিতে জানা যায়। এই পরকীয়া অভিমানের হেতু কি? সার্থকতাই বা কি? পরকীয়া ব্যতীত রসের আস্বাদন পূর্ণাঙ্গ হয় না। পরকীয়ায় আস্বাদিত রসের অপূর্ব চমৎকারিত্ব রয়েছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণোক্তি বলে বলা হয়েছে,

"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥"

CENTRAL LIBRARY

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য রসেরও মাধুর্য অর্থাৎ অপূর্ব আস্বাদ্যতা রয়েছে। কিন্তু কান্তাভাবময় রসকেই মধুররস বলা হয়। এই মধুর রসে একত্র অপর সমস্ত রসের গুণ এবং তদতিরিক্ত গুণও বিদ্যমান। কৃষ্ণ শৃঙ্গাররসরাজ রসিক-শেখর। কান্তা যখন স্বকীয়া পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ, তখন পরকীয়া কান্তার সঙ্গে লীলায় মধুররসের যে বৈচিত্রী উৎসারিত হয় তার আস্বাদন ব্যতীত মধুর রসের আস্বাদন অপূর্ণ থেকে যায়। তাই স্বকীয়া কান্তাকেই পরকীয়াভাবাপন্ন করে লীলাপুষ্টি করেন শ্রীকৃষ্ণ প্রকটব্রজে।

বৈষ্ণব আচার্যগণ এই স্বকীয়ার পরকীয়াত্ব সম্পাদনের মূলে যোগমায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির প্রভাব দেখিয়েছেন। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়ে জন্মলীলা প্রকটনকালে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর নিত্যপরিকরবৃন্দ যোগমায়ার প্রভাবে অন্যরূপ ভাব অঙ্গীকার করেন। যোগমায়ার প্রভাবে তাঁদের স্বরূপগতভাব প্রকটলীলায় প্রচ্ছন্ন থাকে। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণোক্তি এইরূপ,

"বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥"

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ পরিকর-ভক্তগণের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন করেন। বৈকুণ্ঠে এমন লীলা সংঘটিত হয় না। সেই প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদনের বিচিত্র ভঙ্গি সম্বন্ধে চরিতামৃতকার আর একটি কৃষ্ণোক্তি দিয়েছেন,

"মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥"

শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদিগের নিজকান্ত এই সম্বন্ধজ্ঞান যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণে এবং গোপীগণে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু সম্বন্ধজ্ঞান সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হলেও অনাদিসিদ্ধ প্রেম-সম্বন্ধটি তো বিলুপ্ত হতে পারে না। এই প্রেম যে স্বরূপগত। সুতরাং এই স্বাভাবিক প্রেম বা রাগে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও পরস্পরের মিলন সাধিত হয়।

আমি না জানি তাহা—না জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপগুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম ছাড়ি রাগে দোহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥

CENTRAL LIBRARY

শ্রীজীবগোস্বামীর 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থে পরকীয়াভাব-সঞ্চারের এই কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অত্যাচারী কংস সুন্দরী গোপাঙ্গনাদের অপহরণ করবার সঙ্কল্প করেন। ভীত গোপবৃন্দ তাঁদের কুমারী কন্যাদের পাত্রস্থা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নন্দাত্মজকে সর্বোত্তম পাত্র জেনে তাঁর হস্তেই এঁদের সমর্পণ করবার জন্য তাঁরা আগ্রহী হয়ে উঠলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তখন উপনয়ন-সংস্কার সংঘটিত হয় নি। তাই বিবাহ সম্ভব নয়। অগত্যা তাঁরা অন্যান্য পাত্র স্থির করলেন। এখানে চিচ্ছক্তির বিলাসবিশেষ লীলা-সহায়িনী যোগমায়া তাঁর অচিন্তনীয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির সাহায্যে এক মায়া স্বপ্নের সৃষ্টি করলেন। গোপবালাগণ ব্যতীত অপর সকলেই নিদ্রাযোগে স্বপ্ন দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত অপরাপর প্রস্তাবিত পাত্রদের সঙ্গে গোপসুতাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। কার্যতঃ কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হয় নি। স্বপ্নদ্রষ্টারা জাগ্রদবস্থায় এই স্বপ্নকে সত্য বলে গ্রহণ করলেন, যোগমায়ার প্রভাবেই তাঁদের স্বপ্ন-প্রতীতি জাগল না। গোপতনয়াদের স্বপ্নের ফলশ্রুতিতে স্বপ্নে বিবাহিতা গোপসুতাগণ শ্বশুরগৃহে সংসার করতে গেলেন। তাঁদের শ্বাশুড়ী ননদ এবং অপরাপর পরিজনবর্গের সঙ্গে সংসার পাতাতে হল। কিন্তু শ্বাশুড়ীদের পুত্রদের প্রতি তাঁদের পতিবুদ্ধি জাগল না। পতিম্মন্যদের স্পর্শ হতে যোগমায়াই তাঁদের রক্ষা করে চললেন। কিন্তু তথাপি সাধারণের প্রতীতিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতে, তাঁরা গোপবধূ, পরকীয়া। এইভাবে পরকীয়া অভিমানের উদ্গম হয়।

স্বরূপগত ও স্বভাবসিদ্ধ প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের মধ্যে মিলনের উৎকণ্ঠা জাগিয়ে তুলল। কিন্তু মিলনের পথে প্রবল অন্তরায়, পর্বতপ্রমাণ বাধা। কুলধর্ম লোকধর্ম স্বজন আর্যপথ, কোনটিই উপেক্ষার বস্তু নয়। কিন্তু বাধা যত দুর্বার মিলনের আকুতি তত প্রবল। প্রেমের মহাশক্তিতে তাঁদের মিলন হল গোপনে। শ্রীকৃষ্ণের আশঙ্কা, এই মিলনে কুলবধূ গোপাঙ্গনারা নিন্দা ও গঞ্জনার ভাগী হবেন। গোপীদের আশঙ্কা, রূপগুণে অতুলনীয় নন্দকিশোরের এই মিলনে কলঙ্কস্পর্শ হবে। প্রেমের স্বভাব এই, চণ্ডীদাসের ভাষায়, "বঁধু আপনার দুখ সুখ করি মানে আমার দুখের দুখী"। তাই আকুল আর্তি সত্ত্বেও, "কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন"। মিলনের উৎকণ্ঠা, মিলনের পথে দুর্লংঘ্য বাধা, এবং বহু ব্যর্থপ্রয়াসের পর বহু বিঘ্নিত মিলন, এই সব-কিছু মিলে মিলনের আস্বাদনীয়তাকে অনির্বাচ্য করে তোলে। পরকীয়াভাবের অপূর্ব বৈচিত্রী এখানে। স্বকীয়ায় এই বৈচিত্রীর অভাব।

CENTRAL LIBRARY

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসবর্ণনায় পাওয়া যায়, শারদোৎফুল্লা পূর্ণিমারজনী। শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শুনে ব্রজসুন্দরীরা আকুল হয়ে উঠেছেন। সম্বিৎহারা তাঁরা যিনি যেখানে ছিলেন সেখান থেকে সেই অবস্থায় বংশীরব লক্ষ্য করে ছুটলেন। তাঁদের তথাকথিত পতিদের কথা, লোকনিন্দা ও ধর্মাধর্মের কথা বিন্দুমাত্র মনে জাগল না। আত্মহারা হয়ে ছুটেছেন সবাই প্রিয়তমের পানে। বাইরে তাঁরা আর কিছুই প্রত্যক্ষ করছেন না। পরস্পরকেও দেখছেন না, পরস্পর সম্বন্ধে চেতনা ও জিজ্ঞাসা পর্যন্ত জাগে নি। মন তাঁদের অধীন নয়। মন তো সমর্পিত হয়ে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণে। তাঁদের এই আত্মবিস্মৃতি, আত্মবিলুপ্তি ও অনন্যতা সাময়িকমাত্র নয়, স্বভাবসিদ্ধ। তাঁরা যখন কৃষ্ণের সমীপে উপনীত হলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের নারীধর্ম ও কুলধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যাবার জন্য নানাভাবে উপদেশ দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণপ্রীতিকামনার প্রবল শক্তিতে তাঁরা কৃষ্ণের উপদেশবাক্য খণ্ডন করে তাঁদের প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁদের মিলন ও রাসলীলা সংঘটিত হল। আত্মারাম হয়েও প্রেমবশ্য শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের প্রেমের সেবা অঙ্গীকার করলেন। মহাভাবের অনির্বচনীয় শক্তিতে ব্রজগোপীরা দুর্লংঘ্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম এবং বেদধর্ম-কুলধর্ম স্বজন আর্যপথাদির প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন করতে পারলেন। অপ্রকট লীলাতে স্বকীয়াতেও তাঁদের প্রেমের এই প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু প্রকটে পরকীয়ায় এর সমধিক উল্লাস ও অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য সাধিত হল।

CENTRAL LIBRARY

নবম অধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা এই যুগলকে নিয়ে যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অন্বয় ব্রজেন্দ্রনন্দন তত্ত্ব তেমন এই যুগলের একস্থ সম্মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ এই তত্ত্ব হতে অভিন্ন পরতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীরাধাতত্ত্ব এবং শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব এই তিন তত্ত্ব মিলে অন্বয়তত্ত্বের সমগ্রতা ও পূর্ণাঙ্গতাবিধান করে। কেহ কেহ এই তত্ত্বকে গৌরপারম্যবাদ বলেছেন।

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

ভাগবতের এই শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে চৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোক, যেখানে বস্তুনির্দেশের উপলক্ষ্যে পরতত্ত্ব স্থাপন করা হয়েছে,

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়মযম্
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

উপনিষদে যিনি অদ্বৈত ব্রহ্ম বলে কথিত হয়েছেন, তিনি এঁর (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অঙ্গকান্তি। যোগদর্শনে যাঁকে আত্মা বলা হয়েছে, সেই অন্তর্যামী পুরুষও অংশবিভব। যাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ বলা হয় তিনিও ইনি স্বয়ম্। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা পরতত্ত্ব জগতে আর কিছু নেই।

মঙ্গলাচরণের পঞ্চম শ্লোকেও বস্তুনির্দেশ এবং নমস্কার করা হয়েছে। এই শ্লোকটিও পূর্বোদ্ধৃত মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে।

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্
রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥"

CENTRAL LIBRARY

"শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকৃতি বা গাঢ়তম অবস্থা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা, কিন্তু একাত্মা হয়েও তাঁরা অনাদি-কাল থেকে গোলোকে পৃথক্ দেহ ধারণ করে আছেন। এখন সেই দুই দেহ একত্ব প্রাপ্ত হয়ে শ্রীচৈতন্য আখ্যা ধারণ করে প্রকট হয়েছেন। শ্রীরাধার ভাব-কান্তির দ্বারা সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি নমস্কার করি।"

বৈষ্ণবদর্শনের অভিনবত্ব ভগবানের নরলীলা ও নরবপুর নিত্যতার স্বীকৃতিতে। চিন্তাজগতের ইতিহাসে মনুষ্যমহিমার প্রতিষ্ঠায় বৈষ্ণবদর্শন সর্বাগ্রগণ্য। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভক্তিসাধনার অনন্য পরমাশ্রয়। অন্যদিকে আবার বিশ্বেতিহাসে পরিপূর্ণ মানবতার সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ পুরুষবিগ্রহ। আমাদের দেশের ও কালের দুই মনীষী, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ যথাক্রমে মানবতা ও ভাগবত জীবনের দু'টি দিক্ থেকে এই পরমবিস্ময়কর পুরুষোত্তম বিগ্রহের রহস্যানুধ্যান করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অনুভবে সিদ্ধান্তে,

"নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি॥"

শ্রীচৈতন্য নিঃসংশয়ে ইতিহাসাশ্রয়ী বিরাট পুরুষ। তাঁর সঙ্গে আমাদের কালের ব্যবধান মাত্র অর্ধসহস্র বৎসরেরও কম। সমসাময়িক গ্রন্থে, গানে ও মানুষের চিত্তদর্পণে তাঁর স্বচ্ছ মনুষ্যমহিমা প্রতিবিম্বিত রয়েছে। শ্রীচৈতন্য যুগপৎ মানবেতিহাসের একটি পরমাদ্ভুত তথ্য এবং রহস্যগভীর তত্ত্ব। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তিনি জাজ্বল্যমান তথ্য, দার্শনিকের দৃষ্টিতে তিনি ভাবসমৃদ্ধ তত্ত্ব। ভক্তের অপরোক্ষানুভবে তিনি লীলাপুরুষোত্তম। শ্রীরাধা-তত্ত্বের আলোচনার সামগ্র্য ও সৌষ্ঠববিধানের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বের আলোচনা অপরিহার্য। শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গাররসরাজ, শ্রীরাধা মাদনাখ্যমহাভাবের একমাত্র আশ্রয়। রসরাজ ও মহাভাবের মিলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গ, বৈষ্ণবের এই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্বরূপদামোদরের শ্লোকে গ্রথিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ গৌরচন্দ্রিকাকার গোবিন্দদাস সুমধুর ব্রজবুলির ঝঙ্কারে সেই শ্লোকের প্রতিধ্বনি তুলেছেন,

"নন্দ-নন্দন গোপীজন-বল্লভ
রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া-পুরন্দর
সুরমুনিগণ-মন-মোহন ধাম॥

CENTRAL LIBRARY

জয় নিজ কান্তা- কান্তি কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী-ভাববিনোদ।
জয় ব্রজসহচরী- লোচন-মঙ্গল
জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ॥"

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে কৃষ্ণের দ্বারকাপ্রস্থানকালে কুন্তীদেবী তাঁকে স্তব করেছিলেন, এই বলে,

"তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ॥
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥" ভা. ১।৮।২০-২১

"পরমহংস এবং মুনিগণের এবং মায়াহেতুক-গুণ মালিন্য যাঁদের নেই, এমন জীবন্মুক্তদের ভক্তিযোগবিধান করবার জন্যে তুমি অবতীর্ণ, আমরা স্ত্রীজন তোমাকে কি জানি? হে কৃষ্ণ, হে বাসুদেব, হে দেবকীনন্দন নন্দগোপকুমার, হে গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার।" কুন্তীদেবীর উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের যথার্থ কারণ প্রকটিত হয়েছে। ভক্তিযোগবিধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভূভারহরণ, অসুরসংহার আনুষঙ্গিক, একার্য অন্য অবতারের। বৈষ্ণব আচার্যেরা প্রেমভক্তি-বিধানের উপায় বলতে গিয়ে বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম, যার নাম ব্রজপ্রেম, একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ ছাড়া আর কেউ দিতে পারেন না।

"সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবেৎ॥"
লঘুভাগবতামৃত, পূর্বখণ্ড, ৫।৩৭

চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,

"যুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হইতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥"

CENTRAL LIBRARY

কংস-কারাগারে ব্রহ্মাদি দেবগণ স্তুতিতে এই কথাই বলেছিলেন,

"ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং।
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে॥"

"হে ঈশ, জন্মহীন আপনার বিনোদ বা লীলা ব্যতীত অবতরণের অপর কোনও হেতু আছে বলে আমাদের মনে হয় না।" অপ্রকট গোলোকেই তো অনাদিকাল হতে তিনি লীলা করছেন। প্রকটলীলায় ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের কি হেতু হতে পারে? অপ্রকট গোলোকে যে-সমস্ত লীলা সম্ভব নয়, সেই সমস্ত লীলারস আস্বাদন করে লীলাময় লীলার পূর্ণাঙ্গতাবিধানের জন্য ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করেন। পূর্বে দেখানো হয়েছে, প্রকটলীলায় ব্যতীত পরকীয়া কান্তারসের আস্বাদন অন্যত্র হতে পারে না। ব্রজগোপীরা তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া হয়েও যোগমায়া-সৃষ্ট পরকীয়া-প্রতীতিতে রাসাদিলীলায় কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করেছিলেন। আপ্তকাম ভগবান্ যে পরদারাভিমর্ষণ উদ্দেশ্যে এই লীলা সংঘটন করেন নি, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব গোস্বামী তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাও এই কথা স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন,

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"

জীবসাধারণ বা ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহের জন্যই পরমকরুণ প্রেমময় ভগবান্ এই জগন্মঙ্গল প্রেমলীলার অনুষ্ঠান করেছিলেন। বৈষ্ণব আচার্যের সিদ্ধান্ত প্রেমরসনির্যাস আস্বাদন এবং রাগমার্গের প্রেমভক্তি বিতরণের উদ্দেশ্যেই প্রেমময় করুণাময় পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রেমের ঠাকুর ছাড়া প্রেমবিতরণের সাধ্য আর কারো নেই, বৈষ্ণব আচার্যের এই সহজ সিদ্ধান্ত শাস্ত্র-সমর্থিত, অপরোক্ষানুভব-লব্ধ এবং ভজনস্ফুরিত।

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন করেছিলেন প্রেমের বিষয়-রূপে, মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধাই প্রেমের আশ্রয়। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটি বাসনা অপূর্ণ ছিল। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম মাধুর্যের পূর্ণতম আস্বাদন একমাত্র শ্রীরাধাপ্রেমেরই সুসাধ্য। রাধাপ্রেমের মহিমা কিরূপ এবং রাধাপ্রেমে আস্বাদিত স্বীয় মাধুর্যই বা কিরূপ? শ্রীরাধা তাঁর পূর্ণতম বিকাশময় মহাভাবের আস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের দলে অপরিসীম সুখ অনুভব

CENTRAL LIBRARY

করেন, সে সুখেরই বা স্বরূপ কি? ব্রজলীলায় অপূর্ণ এই তিনটি বাসনা পূরণের জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীকৃষ্ণাবতরণ, শ্যামকৃষ্ণের গৌরকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ। স্বরূপদামোদরের অধুনা-অপ্রাপ্য সমগ্রত-অপ্রাপ্য কড়চার চরিতামৃতোদ্ধৃত মঙ্গলাচরণের ষষ্ঠ শ্লোকে এই বাসনাত্রয়ের উল্লেখ করা হয়েছে,

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমহিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

শ্রীরাধার প্রেমের মাহাত্ম্য কিরূপ? ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে মাধুর্য আস্বাদন করেন সেই মাধুর্যই বা কিরূপ? আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধার যে অতি সুনিবিড় সুখানুভব হয় সেই সুখেরই বা স্বরূপ কি? এই সমস্ত বিষয়ে লোভের জন্য রাধাভাবে সম্পন্ন হয়ে শচীদেবীর গর্ভরূপ সিন্ধুতে শ্রীহরিরূপ ইন্দু প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন।

এই তত্ত্বের অপূর্ব দার্শনিক ও কবিত্বপূর্ণ বিস্তারসাধন করেছেন কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে,

"কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে॥
আমা হইতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন জন॥
আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ।
সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হইতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥"

স্বরাট্ আপ্তকাম আত্মারামের এই স্বরূপশক্ত্যেকসহায় শ্রীরাধা তাঁর স্বরূপ শক্তির মূর্তবিগ্রহ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে তাঁকে সর্বাতিশায়িরূপে আনন্দের আস্বাদন দিতে পারেন। শ্রীরাধার রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ শ্রীকৃষ্ণের নেত্র

CENTRAL LIBRARY

রসনা কর্ণ নাসিকা ও ত্বক্ হইতে সমুদ্ভূত আনন্দের কি-ভাবে পূর্ণতা বিধান করতে পারে চরিতামৃত সে সম্বন্ধে বলছেন,

"কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যাপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য সাম্য নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যাপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্তপ্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ॥
যদ্যাপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর রস আমা করে বশ॥
যদ্যাপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥"

কিন্তু রূপগুণেই শ্রীরাধিকার সর্বোৎকর্ষ তাই নয়। শ্রীরাধার রূপগুণে শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণে শ্রীরাধার আনন্দ তার চেয়ে অনেক বেশি।

"রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ॥
তাম্বূল-চর্চিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥
অন্যোন্যসঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হইতে রাধাসুখ শত অধিকাই॥"

CENTRAL LIBRARY

এই অপূর্ব বর্ণনা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং রাধাপ্রেমের এবং শ্রীরাধাকর্তৃক কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের নিবিড় সুখের অনুভবের জন্য কৃষ্ণের বাসনা স্বাভাবিক। শ্রীরাধার ভাব শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে আস্বাদন করতে পারেন? তত্ত্বতঃ অভিন্না হলেও শ্রীরাধা মাদনঘনবিগ্রহা, শ্রীকৃষ্ণ তো সেরূপ নন। সেই জন্যেই শ্রীরাধা স্বীয় দেহ দান করে শ্রীকৃষ্ণের পীত বা গৌরবর্ণের সাধন করলেন। অভ্যন্তরে শ্যাম-কৃষ্ণ, অন্তঃকৃষ্ণ শ্রীরাধাকর্তৃক সর্বাঙ্গে বহিরালিঙ্গিত হয়ে তিনি 'বহিগৌরি' হলেন। শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি উভয়ই শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করলেন গৌরাঙ্গরূপে। "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্"। "জয় নিজকান্তা-কান্তি-কলেবর, জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ"।

শ্রীরাধা নিখিলভক্তকুলের শিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণসেবাই তাঁর জীবাতু। মাদনাখ্য-মহাভাবময় প্রেমের পূর্ণতা দিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন। শ্রীরাধার সঙ্গে একস্থ রূপে অবস্থিত স্বয়ংভগবান্ গৌরকৃষ্ণ শ্রীরাধার ন্যায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করেছেন। শ্রীরাধা যেমন সখীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণাদির শ্রবণকীর্তনে বিভোর, শ্রীগৌরাঙ্গও তেমন কৃষ্ণরূপ দর্শনে কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ শ্রবণে কীর্তনে ও মননে আত্মহারা। এই তত্ত্বের উপলব্ধি এ-দেশের সমাজের সর্বস্তরে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল যে, সাধারণ গানেও এর সহজ উপলব্ধি অভিব্যক্ত হয়েছে, "আমি রাধা-ঋণ শুধিব গৌর অবতারে।"

গুরুদত্ত-শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নামধারী গৌরকৃষ্ণই শ্রীনন্দ-নন্দন গোপীজন-বল্লভ রাধানায়ক নাগরশ্যাম, তিনিই যে কান্তাপ্রেমের সর্বোৎকর্ষময় সর্বোল্লাসী মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় শ্রীরাধাকর্তৃক অঙ্গে অঙ্গে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গিত রসরাজ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ, গোদাবরীতীরে প্রথম প্রত্যক্ষের পর বিদগ্ধভক্তবর রায় রামানন্দ এই রহস্যময় অনুভব ব্যক্ত করেছিলেন,

"পহিলে দেখিনু তোমার সন্ন্যাসি-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চনপঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥"

এই কথাই প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্তার গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে ব্যক্ত হয়েছে, "রাধা-ভাবে বিভোরা বরণ হইল গোরা"। এই অনুভবের কবিত্বময় প্রকাশ গৌর-চন্দ্রিকার পদসমূহে, "বিমলহেম জিনি তনু অনুপাম রে", "কষিত-কাঞ্চন

CENTRAL LIBRARY

জনু নিরমল গোরাতনু", "চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু-লাবণিরে।" শ্রীচৈতন্যের নীলাচলবাসের নিত্যসহচর স্বরূপদামোদর মহাপ্রভুর গভীর আর্তিময় দিব্যোন্মাদের মুহূর্তগুলি 'ভাবের উচিত পদ' গান করে ভরে দিয়ে তাঁর আর্তিপ্রশমন করতেন। তিনিই চৈতন্যাবির্ভাবের হেতুস্বরূপ তিনটি বাঞ্ছার উল্লেখ করেছেন, তাঁর প্রসিদ্ধ তত্ত্বসংকেতময় "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা" শ্লোকে।

বৈষ্ণব আচার্যগণ গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের রহস্যধারণার সমর্থন শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত থেকে লাভ করেছেন এবং এই সমর্থন শ্রুতিবচনের আলোকেও উদ্ভাসিত হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। আমাদের কালের বৈষ্ণবশাস্ত্র-পারংগম সাধননিষ্ঠ ভজনপরায়ণ আচার্য ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহোদয় তাঁর রচিত বহু গ্রন্থে এই সমস্ত শাস্ত্রোক্তির প্রগাঢ় আলোচনার সাহায্যে গৌরকৃষ্ণ-তত্ত্বের অভিন্নতা সম্পর্কে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কতিপয় শাস্ত্রোক্তির মর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমে ধরা যাক্ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের বত্রিশ-সংখ্যক শ্লোক,

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

নবযোগীন্দ্রের অন্যতম করভাজন নিমি মহারাজের প্রশ্নোত্তরে চতুর্যুগের উপাস্য ও উপাসনার প্রসঙ্গে কলির উপাস্য ও তাঁর উপাসনার বিধি বলতে গিয়ে এই শ্লোকের আশ্রয়গ্রহণ করেছেন। "যাঁরা সুমেধা তাঁরা সংকীর্তন-মুখ্য উপচারে কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদের যজন করে থাকেন।" মেধাবিগণ যাঁর যজন করেন, তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে তিনটি পদে, 'কৃষ্ণবর্ণং', 'ত্বিষাকৃষ্ণং' এবং 'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্'। এক-একটি করে পদ-গুলির অর্থসমাধান করতে হবে। পদের বহু অর্থ হতে পারে, কিন্তু সেই অর্থটিই গ্রহণ করতে হবে যাতে বস্তুর বিশেষ লক্ষণটিই (Differentia) প্রকটিত হয়। বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন কৃষ্ণবর্ণ শব্দের প্রথম অর্থ, যাঁর বর্ণটি কৃষ্ণ, এখানে গ্রহণীয় হইতে পারে না। দ্বিতীয় অর্থ যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন অর্থাৎ কৃষ্ণের নামরূপগুণলীলাদি কীর্তন করেন, অথবা যাঁর মুখে, শ্রীরূপ-গোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের ভাষায়, "কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী"। শ্রীজীব বলেছেন, "কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ-স্বপরমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং

CENTRAL LIBRARY

গায়তি পরমকারুণিকতয়া চ সর্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্।" অর্থাৎ কৃষ্ণকে যিনি বর্ণনা করেন, স্বীয় পরমানন্দবিলাসের স্মরণজনিত উল্লাসে যিনি গান করেন এবং পরমকরুণ বলে সকল লোককে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে উপদেশ করেন, তিনিই কৃষ্ণবর্ণ"। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীও তাই বলেছেন, "কৃষ্ণাবতার-লীলাদিবর্ণনাৎ কৃষ্ণবর্ণম্", কৃষ্ণাবতারলীলাসমূহের বর্ণনাকারী বলে তিনি কৃষ্ণবর্ণ। এই অর্থটিই এখানে গ্রহণীয়, পরবর্তী পদের সঙ্গে অন্বিত করে কথাটি আরও স্পষ্ট করে বোঝা যাবে।

'ত্বিষাকৃষ্ণম্' শব্দটি ত্বিষা কৃষ্ণম্ অথবা সন্ধিবন্ধভাবে ত্বিষা অকৃষ্ণম্ এই দুই রূপেই নিষ্পন্ন হতে পারে। সন্ধিবন্ধ এবং সন্ধিহীন, দুইভাবে লব্ধ দু'টি অর্থ পরস্পরের বিপরীত, 'ত্বিষা' অর্থাৎ কান্তিতে কৃষ্ণবর্ণ, এবং কান্তিতে অকৃষ্ণবর্ণ (শ্যাম নয়, গৌর অথবা পীত)। ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের আটত্রিশ-সংখ্যক শ্লোকে "ছন্নঃ কলৌ", অর্থাৎ ভগবানে নিজ শ্যামকান্তি কলিকালে ছন্ন বা আচ্ছাদিত হয়েছিল। আচার্যেরা এর মধ্যে অতীত কোনও কলিযুগের গৌরাঙ্গাবতারের আভাস প্রত্যক্ষ করেন। বলা বাহুল্য, অনাধুনিক শাস্ত্রবেত্তারা চতুর্যুগের পৌনঃপুনিক আবর্তন সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করে ভাগবতীয় শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করেন। সমগ্র শ্লোকটি এই,

"ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেব-ঋষাবতারৈর্লোকান্ বিভারয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগেঽথ স ত্বম্॥"

অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভগবন্, তুমি নর তির্যগ্ ঋষি দেবতা মৎস্য প্রভৃতি রূপে অবতরণ করে লোকসমূহের রক্ষা কর এবং জগতের প্রতিকূল অসুরগণকেও সংহার কর। যুগধর্মও প্রবর্তন কর। কিন্তু কলিযুগে তুমি আচ্ছাদিত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলে। কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীতগৌরবর্ণ অর্থ ধরলে এই শ্লোকের সঙ্গে সর্বপ্রকারে সঙ্গতি রক্ষা হয়।

এই সঙ্গে ভাগবতের আরও একটি শ্লোকও বিবেচ্য। শ্লোকটি দশম স্কন্ধের অষ্টমাধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক, নন্দমহারাজের প্রতি গর্গাচার্যের উক্তি,

"আসন বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

তোমার এই পুত্র ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন শরীর গ্রহণ করে থাকেন, শুক্ল পীত ও রক্ত এই তিন বর্ণের তনু তিনি পূর্বেই ধারণ করেছেন। ইদানীং তিনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছেন। যুগ চারটি, সত্যযুগাবতারের বর্ণ শুক্ল, ত্রেতা-

CENTRAL LIBRARY

যুগাবতারের বর্ণ রক্ত। পীতও তেমনি কোনও ভগবদবতারের বর্ণ হয়ে থাকবে। তা হ'লে গর্গোক্ত দ্বাপরের পূর্বেই শুক্ল রক্ত ও পীত এই তিনটি বর্ণধারী ভগবদাবির্ভাব হয়ে গেছে। বর্তমানে অর্থাৎ গর্গোক্ত দ্বাপরে শ্যামকৃষ্ণ ভগবদাবির্ভাব। দ্বাপরে গর্গপ্রোক্ত কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্বে যখন তিনটি বর্ণের আবির্ভাব ঘটে গেছে, তখন পুনঃপুনরাবর্তনশীল চতুর্যুগের সংস্কার নিয়ে বর্তমান চতুর্যুগের পূর্ববর্তী কোনও চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগে নন্দ-নন্দন শ্যামকৃষ্ণ পীতবর্ণ অর্থাৎ গৌরকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, শ্লোকের এই অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

এইবার ভাগবতের প্রথমোক্ত গৌরাঙ্গাবতারের প্রমাণাত্মক "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকের "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্" পদের অর্থ বিচার করা যাক্। অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদের সঙ্গে যিনি বিদ্যমান, তিনি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ। অঙ্গ ও উপাঙ্গ তাঁতেই বিদ্যমান। যে অস্ত্রের সাহায্যে অসুরমারণ হয়, সেই অস্ত্রের কার্য সম্পাদন করে এবার তাঁর অঙ্গ ও উপাঙ্গ। পার্ষদ বা পরিকরগণও তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান থেকে অঙ্গোপাঙ্গরূপ অস্ত্রের মতোই তাঁর আনুকূল্য বিধান করে থাকেন, আসুরভাব নিরসন করে থাকেন। শ্যামবর্ণ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনমাত্রই কারও কর্মবন্ধনজনিত অসুরত্ব বিনষ্ট হয়েছে বলে শাস্ত্র বলেন নি। কিন্তু পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ গৌরকৃষ্ণের দর্শনমাত্রই লোকের প্রেমলাভ হয়েছে। দর্শনমাত্রেই এই প্রেম-দাতৃত্ব পীতবর্ণ গৌরকৃষ্ণের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। অন্য দু'টি শ্রুতিবাক্যও বৈষ্ণবাচার্যগণ এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করেন এবং এই আলোকে তার তাৎপর্য গ্রহণ করেন। প্রথমটি মুণ্ডকশ্রুতির, দ্বিতীয়টি মৈত্রায়ণীশ্রুতির। প্রথম শ্রুতিবচনটি এই,

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

"কেহ যখন কর্তা ঈশ্বর ব্রহ্মযোনি স্বর্ণবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তাঁর পুণ্যপাপ বিধৌত হয়ে যায়। তিনি বিদ্বান্ ও নিরঞ্জন হয়ে পরমসাম্য লাভ করেন।" আচার্য শঙ্কর 'পশ্যঃ' শব্দের 'দ্রষ্টা' অর্থই করেছেন। দ্রষ্টামাত্র-সম্বন্ধেই এই উক্তি, দ্রষ্টার কোনও বিশেষ সুকৃতিসাধনার কথা বলা হয় নি, তার কোনও বিশেষণ দেওয়া হয় নি। দ্রষ্টা পাপী পুণ্যাত্মা, সাধু অসাধু, উচ্চ নীচ যে-ই হউক ব্রহ্মযোনি গৌরবর্ণ পুরুষের দর্শনমাত্রই সে পাপতাপ-বিনির্মুক্ত বিগতমালিন্য হয়ে পরম সাম্য লাভ করে। 'ব্রহ্মযোনি'

CENTRAL LIBRARY

শব্দের অর্থে ব্রহ্মের মূল উৎপত্তিস্থান। গীতা চতুর্দশ অধ্যায়ের সপ্তবিংশ শ্লোকে বলেন, "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। 'গৌরহরি' বা গৌরকৃষ্ণই এই উক্তির লক্ষ্য নন কি? দ্বিতীয় মৈত্রায়ণী-শ্রুতির বচনটি এই,

"যদা পশ্যন্ পশ্যতি রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিহায় পরেঽব্যয়ে সর্বমেকীকরোত্যেবম্
হ্যাহ॥" মৈত্রায়ণী, ৫।১৮

প্রথম শ্রুতি ও দ্বিতীয় শ্রুতির পার্থক্য ক'টি মাত্র পদে। মুণ্ডকে 'পশ্যঃ' মৈত্রায়ণীতে পশ্যন্ উভয়েরই একই অর্থ, দর্শনকারী। প্রথম শ্রুতির 'বিধূয়' স্থলে দ্বিতীয় শ্রুতিতে 'বিহায়'। একই অর্থ। মুণ্ডকে আছে, 'পরমং সাম্যমুপৈতি', মৈত্রায়ণীতে, 'পরেঽব্যয়ে সর্বমেকীকরোত্যেবং হ্যাহ।' "পরম অব্যয়ের সঙ্গে যোগে সকলের একত্ববিধান করেন। "পরম পুরুষের প্রতি প্রেম জাগিয়ে সকল ভেদ দূর করে একাকার করেন। এই শ্রুতিবচনের তাৎপর্য নিয়ে ভজনপ্রবীণ বৈষ্ণবশাস্ত্রপারঙ্গম ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় অনেক সূক্ষ্ম বিচার করেছেন তাঁর অংশতঃ-সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায়। এই সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতের একটি উদ্ধৃতি,

"বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষনাশ প্রেমেতে ভাসায়॥"

শ্রীরূপগোস্বামীর স্তবমালায় রয়েছে,

"স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরান্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহম্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥"

"যাঁর স্মিতহাস্যযুক্ত কটাক্ষ জগদ্বাসীর সমস্ত শোক হরণ করে, যাঁর মধুর বচন উপক্রমেই কল্যাণসমূহের বিস্তার করে, যাঁর চরণাশ্রয়ে কেই বা কৃষ্ণপ্রেমলাভ করে নি, সেই শ্রীচৈতন্যাকৃতি দেবতা আমাদের কৃপা করুন।"

"পুণ্যপাপে বিধূয়", শ্রুত্যুক্তির জীবন্তভাষ্য পতিতপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কলির জীব প্রত্যক্ষ করেছে। "পরমং সাম্যমুপৈতি", "সর্বমেকীকরোতি" এই

CENTRAL LIBRARY

শ্রুতিবাক্যেরও সার্থকতা আপামরসাধারণের নিকট উন্মুক্ত অবারিত হয়েছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যজীবনবেদের মধ্যে। এই প্রত্যক্ষদর্শনের অনুভবসহায়ে এদেশের মানুষ চরিতগ্রন্থ ও গৌরচন্দ্রিকা রচনা করেছিল।

"বরণ-আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কারো কোনো দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি- দুলহ প্রেমধন
দান কয়ল জগজনে॥"

শ্রুত্যুক্ত "পরমসাম্যমুপৈতি" এবং "সর্বমেকীকরোতি"র উপলব্ধি হয় মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত নানা উক্তিতে,

"কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"
"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো বা।
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা॥
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

মহাভারতে দানধর্মে বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রের একটি শ্লোক বৈষ্ণবাচার্যগণ এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে গ্রহণ করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকটি ব্যবহার করেছেন।

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"

হরিনাম কীর্তনকালে তিনি উত্তমবর্ণযুক্ত কৃষ্ণনাম সর্বদা উচ্চারণ করেন ("কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘন"), তাই তিনি "সুবর্ণবর্ণ"। তিনি অঙ্গে সুবর্ণকান্তি ধারণ করেন, তাই তিনি "হেমাঙ্গ"। "কষিত কাঞ্চন জনু নিরমল গোরা তনু", "বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে"। সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁর অঙ্গসমূহ অধিকতর সৌষ্ঠবপূর্ণ, সুলক্ষণযুক্ত, তাই তিনি "বরাঙ্গ"। কবিরাজ গোস্বামীর অতুলনীয় সুন্দর গম্ভীর ভাষায়,

"তপ্তহেম-কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠ-ধ্বনি যে গম্ভীর॥
দৈর্ঘ্যবিস্তারে যেই আপনার হাতে।
চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥

CENTRAL LIBRARY

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু চৈতন্য-গুণধাম॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাশা সুধাংশুবদন॥
শান্তদান্ত কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল সুশীল সর্বভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদবালা চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে করি করেন কৃষ্ণসংকীর্তন॥"

চৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাসও সপরিকর নর্তন-কীর্তন-রত মহাপ্রভুর অনুরূপ কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন,

"চতুর্দিকে আপন বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

* * * *

দুই মহাভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলকের শোভা যেন কনক-কদম্ব॥

* * * *

উন্নত নাসিকা সিংহগ্রীবা মনোহর।
সভা হইতে সুপীন সুদীর্ঘ কলেবর॥
যে-সে স্থানে থাকিয়া সকল লোক বলে।
ঐ ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে॥
এতেক লোকের সে হইল সমুচ্চয়।
সরিষাও পড়িলে সে তল নাহি হয়॥
তথাপিহ হেন কৃপা হইল তখন।
সভেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন॥"

উদ্ধৃত বর্ণনাতেও পাওয়া, "চন্দনাঙ্গদী", চন্দনের অঙ্গদ তিনি বাহুতে পরিধান করেন, প্রত্যক্ষদৃষ্ট এই ভুবনভুলানো রূপ। "সন্ন্যাসকৃৎ", সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে বিশ্বম্ভর গুরুদত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে পরিচিত হয়েছিলেন। "শমঃ", অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ যাঁর বুদ্ধি। "শান্তঃ" যিনি অচঞ্চলচিত্ত। কৃষ্ণ-ভক্তিতে যাঁর নিষ্ঠা, নিবৃত্তিপরায়ণ বলে "শান্তিপরায়ণঃ"। শ্লোকোক্ত আটটি

CENTRAL LIBRARY

নাম-পরিচয় শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্পর্কেই যতখানি সার্থক, অন্য স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ সম্পর্কে মুখ্যার্থ বা অভিধাবৃত্তিতে এতখানি সার্থক নয়। বলা বাহুল্য, মহাভারত হল ইতিহাস, শ্রুতির পূরণ বলে পুরাণ পুরাণ আখ্যাপ্রাপ্ত, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুতিপ্রামাণ্যতা এবং যুগচতুষ্টয়ের পুনঃ-পুনরাবর্তনে বিশ্বাস পোষণ করে বৈষ্ণবাচার্যগণ এই শাস্ত্রবচনগুলির তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন।

মহাপ্রভুর প্রেমদাতৃত্ব সম্বন্ধে এ দেশের উপলব্ধি সর্বস্তরে বিরাজিত। নরলোকে অথবা দেবলোকে, বাস্তবে অথবা কল্পনায় এই প্রেমদাতৃত্বের কোনও তুলনা নেই। ইতিহাসে পুরাণে শাস্ত্রে দুর্লভ এই প্রেমদাতৃত্ব। আপামর সাধারণের এই উপলব্ধি সহজ প্রাণস্পর্শী গানের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, "শান্তিপুরে ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়"। "নাম এনেছে নাম এনেছে নাম এনেছে রে। প্রেম এনেছে প্রেম এনেছে প্রেম এনেছে রে।" নবদ্বীপের প্রেমপ্রবাহ যে সারা ভারতকে ভাসিয়েছিল, এ-কথা বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী তাঁদের স্তবে-স্তোত্রে ও দার্শনিক আলোচনায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদ মহাবদান্য। "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।" শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদ,

"সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবেৎ॥"
লঘুভাগবতামৃত, পূর্বখণ্ড, ৫।৩৭

চৈতন্যচরিতামৃতেও কৃষ্ণোক্তি পাওয়া যায়,

"যুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হইতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥" চৈ.চ., ৩।৭।১২

কিন্তু শাস্ত্রের আনুগত্যে প্রেমপ্রাপ্তির অনুকূল সাধনভজনাদির দ্বারা যিনি প্রেমলাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন, ভুক্তিমুক্তিবাসনা একসঙ্গে যিনি পরিহার করতে পেরেছেন, একমাত্র তাঁকেই কৃপাপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদান করেন,

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তিমুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥" চৈ.চ., ১।৮।১৬

CENTRAL LIBRARY

ভাগবতে শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিতকে বলেছিলেন,

"আস্থেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো।
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥" ভা. ৫।৬।১৮

মুক্তির বাসনা নিয়ে তাঁকে ভজনা করলে মুক্তিই তিনি দিয়ে থাকেন, ভক্তিযোগ দেন না। কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান গৌরহরি বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দর্শনমাত্রই পাপপুণ্যাদি সঞ্চিতরাশি বিধৌত করে সকলকে তৎক্ষণাৎ প্রেমদান করেন এবং প্রেমদানের সম্পর্কে নিজের সহিত সাম্যদান করেন। সাধনভজনের অপেক্ষা এবং পাত্রাপাত্রবিচার এখানে অন্তর্হিত। এই অপরূপ অযাচিত অব্যবহিত প্রেমদাতৃত্বের অনন্য আকর নরলীল দেবমানব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। খোলাবেচা শ্রীধর, ভিখারী শুক্লাম্বর, বালিকা নারায়ণী, মদ্যপ কুক্রিয়াসক্ত জগাই-মাধাই, পাণ্ডিত্যদর্পী দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরী, নবদ্বীপের প্রবলপ্রতাপ কাজি, বৃন্দাবনের পথে সম্মুখীন যোদ্ধৃবেশী বিধর্মী সওয়ার, অরণ্যের শার্দূল, তর্কনিষ্ঠ অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক-বেদান্তী বাসুদেব সার্বভৌম, যুদ্ধব্যবসায়ী স্বাধীন উৎকল-নরপতি প্রতাপরুদ্র, গৌড়ের বাদশাহের প্রবল প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রি-ভ্রাতৃদ্বয় দবিরখাস ও সাকরমালিক, অতুল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী সপ্তগ্রামের বণিকযুবক রঘুনাথ দাস এবং সন্ন্যাসাভিমানী বেদান্তী প্রকাশানন্দ সরস্বতী, সর্বসম্প্রদায়ের সমাজের সর্বস্তরের আরও কত কত অগণিত জীবনে স্পর্শ দিয়ে এই স্পর্শমণি তাঁদের জীবনে প্রেমের লোকোত্তর মহিমার সঞ্চার করেছিলেন। অবিশ্বাস ও অরাজকতার অন্ধকারে প্রেমভক্তির একটি স্নিগ্ধদীপ প্রজ্বলিত হয়ে তার শিখায় শত শত প্রেমদীপ প্রজ্বালিত করেছিল। উত্তরে-দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে গৌড়ে-বঙ্গে উৎকলে-দ্রাবিড়ে মথুরায়-বৃন্দাবনে বারাণসীতে-প্রয়াগে রাজস্থানে-গুজরাতে প্রেমভক্তির প্রেমজাগৃতির কল্লোলময় এক প্রবল প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর এই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে তাঁকে কখনও ভক্তিকল্পতরু, কখনও ভক্তিকল্পতরুর পোষণকর্তা মালাকাররূপে বর্ণনা করেছেন।

"শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তিকল্পতরু রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি॥

* * * *

উড়ুম্বর বৃক্ষে যৈছে ফল সর্ব অঙ্গে।
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে॥

* * * *

CENTRAL LIBRARY

পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতে যত আছে ধনরত্নমণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহো পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥" চৈ.চ., ১।৯।৭ ২৮

এই অযাচিত প্রেমফলদাতা মালাকার শুধু নিজেই দান করেছেন, তা নয়। তার ভক্তপরিকরবৃন্দ প্রেমকল্পতরুর শাখাপ্রশাখা। তাঁদেরও তিনি প্রেমদাতৃত্ব দান করে এই প্রেমবিতরণ-মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন,

"মালাকার কহে শুন কৃষ্ণপরিবার।
মূলশাখাপ্রশাখা যতেক প্রকার॥
একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহো পায় কেহো না পায় মনে রহে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিব সভাকারে।
যাঁহা যাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥" চৈ.চ., ১।৯।২৯...৩৪

কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী গোকুলবাসীদের চরণধূলিতে অভিষিক্ত ব্রজের তৃণ-গুল্ম-লতা জন্মলাভ করবার জন্যে ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছিলেন বলে ভাগবতে বর্ণনা রয়েছে,

"তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্ গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রি রজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতি-মৃগ্যমেব॥"

CENTRAL LIBRARY

গৌরচন্দ্রিকা পদাবলী-রচনার রাজাধিরাজ গোবিন্দদাস কবিরাজ এই অযাচিত প্রেমদাতৃত্ব উপলক্ষ্য করে সুন্দর ব্যতিরেক অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন,

"অভিনব হেম- কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনীতীরে উজোর।

* * * *

অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ-পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর॥"

কল্পতরু স্বর্গে থাকে, শোনা যায়। কল্পতরু একস্থানে স্থির থাকে, স্থাবর, জঙ্গম নয়। কল্পতরুর কাছে গিয়ে চাইতে হয়। চাওয়ায় কষ্ট আছে, দীনতা আছে। কল্পতরুর দান, কৃচ্ছ্রলব্ধ ফল দেহের ক্ষুৎপিপাসা দূর করে, হৃদয়মন উপবাসী থাকে, আত্মিক ক্ষুধা এতে মেটে না। তাই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ সুরধুনী-তীরসঞ্চারী জঙ্গম হেম-কল্পতরু 'অভিনব'।

শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব একাধারে শ্রুতিস্মৃতি-কথিত পরতত্ত্বের অনুসৃতি, বৈষ্ণবাচার্য-ব্যাখ্যাত অদ্বয় ব্রজেন্দ্রনন্দন-তত্ত্ব এবং যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বের পরিপ্রকাশ, বিশ্বশান্তি-বিধায়ক জনগণ-বাঞ্ছিত মানবিকতার আশ্রয়ভূমি এবং সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য কাব্যরসের নিত্যবহমান উৎস। প্রত্যক্ষবাদ এবং অধ্যাত্ম-বাদের সীমারেখা এই তত্ত্বে মিলিয়ে গেছে। বিশ্বজীবনে এই তত্ত্বানুভবের ও তত্ত্বানুশীলনের অপার অমেয় মহিমা, অনন্ত সম্ভাবনা।

CENTRAL LIBRARY

দশম অধ্যায়

রসবিস্তার

শ্রীগৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পর, প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুবৃত্তিসূত্রে, একটি বিশেষ রসপর্যায় অনুসরণ করে এক বিরাট বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য রচিত হয়েছিল। তথ্যে ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ এই পদাবলী সাহিত্যের সহিত পরম্পরানুপ্রবেশের সম্পর্কযুক্ত এক বিস্তৃত জীবনী ও চরিতসাহিত্যও সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল। চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যে অনুসৃত এই রসপর্যায় মুখ্যতঃ শ্রীরূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে সুবিন্যস্ত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন আলঙ্কারিক রসপর্যায়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। বৈষ্ণব রসদার্শনিক এর সূক্ষ্মতাবিধান এবং ভজন-প্রকটিত অধ্যাত্মশ্রী সম্পাদন করেছেন। প্রেমানুভূতির সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্বের ক্রমানুযায়ী বিন্যাসের পথে শ্রীরূপ 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' রচনা করেছেন। ভক্তিপ্রসঙ্গে পূর্বে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর কিছু আলোচনা ও পরিচয়প্রদান করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বর্তমান প্রসঙ্গে এই জাতীয় কোনও মহাগ্রন্থের যথাযথ পরিচয় দেওয়ার দুরাশা আমরা পোষণ করিনে। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ ন্যূনাধিক বিশটি প্রকরণে বিন্যস্ত। প্রকরণগুলির নাম, নায়কভেদ-প্রকরণ, সহায়ভেদ-প্রকরণ, কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণ, রাধাপ্রকরণ, নায়িকাভেদ, যূথেশ্বরী-ভেদ, দূতী-প্রকরণ, সখীপ্রকরণ, হরিবল্লভা-প্রকরণ, উদ্দীপন, অনুভাব, উদ্ভাস্বর, সাত্ত্বিক-প্রকরণ, ব্যভিচারী, স্থায়িভাব, পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস, সংযোগবিয়োগস্থিতি, সম্ভোগ (মুখ্য, গৌণ)। শ্রীজীব-গোস্বামী 'লোচনরোচনী' নামে, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'আনন্দচন্দ্রিকা' নামে এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। গ্রন্থের সূচনা এইরূপ,

> "শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
> নামাকুণ্ঠরসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দং।
> নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি॥"

শ্লোকটি একসঙ্গে সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং গ্রন্থকর্তার পরমপূজনীয় অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীর বন্দনা। শ্লোকে ব্যবহৃত বিশেষণগুলি শ্লিষ্ট বিশেষণ, উভয় অর্থে সার্থক।

CENTRAL LIBRARY

এই গ্রন্থের নির্বাচিত প্রসঙ্গের উল্লেখ করে কিছু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে অষ্টনায়িকা-রূপে শ্রীরাধার বিকাশ দেখানো হয়েছে, অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা এবং স্বাধীনভর্তৃকা। যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ এই,

"যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা।
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ॥"

যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান অথবা স্বয়ং অভিসার করেন তাঁকে অভিসারিকা বলা হয়। গমনযোগ্য বেশের পার্থক্য হেতু জ্যোৎস্নী ও তামসী এই দু'রকমের অভিসারিকা হতে পারেন। শুক্লপক্ষে শুভ্রবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করে গমন করেন বলে জ্যোৎস্নাভিসারিকা, আর কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণ বেশ পরিধান করে গমন করেন বলে তামসী বা তমোঽভিসারিকা বলা হয়। লজ্জাবশতঃ স্বীয় অঙ্গে লীন হয়ে সমস্ত ভূষণ নিঃশব্দ করে অবগুণ্ঠনবতী অভিসারিকা একটিমাত্র স্নেহপরায়ণা সখী সঙ্গে নিয়ে দয়িতসমীপে গমন করেন। বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে এই জীবন-ভিত্তিক আলঙ্কারিক পরিকল্পনা অপূর্ব আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনালাভ করেছে। শ্রীচৈতন্যের পূর্বে জয়দেব ও বিদ্যাপতি এবং পরে গোবিন্দদাস এবং অপরাপর পদকর্তা অভিসারকে আশ্রয় করে প্রেমের দুর্জয় অন্তর্বল এবং দুঃসাধ্য অধ্যবসায় চিত্রিত করেছেন। ঐকান্তিক অনুরাগ ও মহান্ আদর্শের অনুসরণে অনন্তকাল ধরে মানুষ যে বাধাবিঘ্ন দলিত করে অপরিসীম দুঃখের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, অতর্কিতে তাঁরই বিশ্বসাহিত্যে তুলনাহীন চিত্র গোবিন্দদাসাদি পদকর্তা স্বানুভবের সাহায্যে অঙ্কিত করেছেন। প্রেমের জন্য প্রিয়মণ্ডনার ভূষণাদি-ত্যাগ, দেহাপেক্ষা-বর্জন, দুরদুর্গম কর্দমপিচ্ছিল কণ্টকাকীর্ণ সর্প-সঙ্কুল পথাতিবাহন, 'শীত আতপ বাত বরিখন'-সমাকুল প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিঃশঙ্ক উপেক্ষা প্রভৃতির মধ্যে অভিসারিকার গতিচ্ছন্দের লীলাবিভ্রম প্রকটিত হয়েছে। জ্যোৎস্নায়, তামসী নিশিতে, মধ্যাহ্নমার্তণ্ড-তপ্ত বালুকা-পথে, দিবাভাগে, হিমে, কুজ্ঝটিকায়, গ্রীষ্মে, বর্ষায় বাদরদোলে, সর্বকালে সর্বঋতুতে অভিসারের অন্তর্বল আত্মপ্রকাশ করেছে। "ইথে যদি সুন্দরি, তেজবি গেহ। প্রেমক লাগি, উপেখবি দেহ।" "যছু পদতলে, নিজ জীবন সোপলুঁ, তাহে কিয়ে তনু-অনুরোধ।" "তোহারি মুরলী যব, শ্রবণে

CENTRAL LIBRARY

প্রবেশল, ছোড়লু গৃহ-সুখ-আশ, পন্থক দুখ, তৃণহুঁ করি না গণলুঁ, কহতহি গোবিন্দদাস॥" গীতিকবিতার উপযোগী মন্ময়তা Subjectivity পদকর্তার এই সমস্ত স্বানুভব-দীপিত ভাবচিত্রে অবিসংবাদিতভাবে অভিব্যক্তিলাভ করেছিল, যে-জন্যে আমাদের মনে হয়, একালের গীতিকবিতা আর বৈষ্ণব-পদাবলীর মধ্যে এই দিক্ দিয়ে জাতিগত পার্থক্য নেই।

এর পরে বাসকসজ্জা,

"স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥"

'আসব' বলে কথা দিয়ে চলে গেছেন প্রিয়তম। পথ চেয়ে কুঞ্জে প্রতীক্ষা করছেন এবং নিজদেহ ও বাসস্থান সাজাতে ব্যস্ত রয়েছেন যে নায়িকা তাকে বাসকসজ্জা বলা হয়। একটিমাত্র পদের উদ্ধার করে উদাহরণ দেওয়া যায়। পদটি বলরাম দাসের,

"অনুপম মন অভিলাষ।
সংকেতকুঞ্জহিঁ শেজ বিছায়ই
কানু মিলব প্রতিয়াস॥
মৃগমদ চন্দন গন্ধ সুলেপন
বিকশিত চম্পকদাম।
কর্পূর তাম্বুল সম্পুটে রাখয়ে
পূরব মনোরথ কাম॥
মঙ্গলকলস পর দেই নব পল্লব
রম্ভা শোভে তছু ঠাম।
রত্নপ্রদীপ সমীপহিঁ জারল
চামরবীজন অনুপাম॥
কত উপহার কুঞ্জমাহা করলহি
কানু মিলব প্রতিআশ।
ঘর বাহির কত আয়ত যায়ত
কি কহব বলরাম দাস॥"

বিরহোৎকণ্ঠিতা,

"অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা॥"

CENTRAL LIBRARY

নিরপরাধ প্রিয়তম প্রত্যাশিত হয়েও আসছেন না, বিরহে নায়িকা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হয়েছেন। এই অবস্থায় তিনি উৎকণ্ঠিতা নায়িকা বলে আখ্যাতা। কমলাকান্তের একটিমাত্র পদোদ্ধার করে উৎকণ্ঠিতার ভাবচিত্র প্রস্ফুটন করা যেতে পারে।

"শ্যাম গুণ- ধাম বিনে
যাম যুগ ভেল।
কাম-শর- দাম অব
ভেল মঝু শেল॥
ভ্রমর-কুল- নাদে অব-
সাদে মঝু প্রাণ।
কুঞ্জ মন- রঞ্জভয়
পুঞ্জসম ভান॥
কোকিল-কল- ভাসে অব
ত্রাস ভেল চিত।
সঙ্গ-সুখ লাগি মম
অঙ্গ ভেল ভীত॥
গন্ধসহ গন্ধবহ
মন্দ-গতি ভেল।
ইহ সুখদ বিপিন-দ্রুম-
দাম দুঃখ দেল॥
বিকচ ফুল- বৃন্দ চিত
গন্ধ হরি গেল।
সরল হৃদি- কমল অব
তরল-মতি ভেল॥"

খণ্ডিতা,

"উল্লংঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা॥"

আগমনের সঙ্কেতকাল অতিক্রম করে অন্য প্রেয়সীর সঙ্গে মিলনের অবসানে তার ভোগচিহ্ন অতর্কিতে অঙ্গে ধারণ করে যদি নায়ক প্রাতঃকালে

CENTRAL LIBRARY

সমাগত হন সেই অবস্থাদর্শনে নায়িকা খণ্ডিতা অবস্থা প্রাপ্ত হন। জগদানন্দের একটি মনোজ্ঞ পদে খণ্ডিতার এই চিত্র ফুটেছে,

"পহিলহি ভরম মরম-সুখদায়ক
নায়ক-মণি অনুকূল।
তুয়া গুণে তাহে বেকত করু এত দিনে
শঠ লম্পট সমতুল॥
মাধব সহজই ধনি মণি বামা।
পামর মেলি কেলি তব কেশব
এসব সহয়ে কি রামা॥
অরুণ অধরে তুয়া কাজর হেরইতে
মনমথ-শরে জরি গেল।
উরপরি যাবক ভালহি সিন্দুর
পাবক-সমতুল ভেল॥
আপন দোখে রোখ পরিপোষলি
কো পরিতোষব তায়।
জগদানন্দ ভণ পালটি চলহ পুন
সভে মিলি পড়বহি পায়॥"

বিপ্রলব্ধা,

"কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষীভিঃ॥"

সঙ্কেত করে জীবিতবল্লভ যদি না আসেন, তা হ'লে নায়িকার অন্তরে যে ব্যথা বাজে সেই ব্যথাহতা নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা বলা হয়। ঘনশ্যাম দাস কবিরাজের একটি বিপ্রলব্ধার পদ এখানে উদ্ধার করা গেল,

"গাঁথলু পদুমিনী ভেল ভুজঙ্গ।
গরল উগারল মলয়জ সঙ্গ॥
কুসুম সেজ ভেল শর-পরিযঙ্ক।
বজর নিপাতন মধুকর ঝঙ্ক॥
হরি হরি কোই নহত অনুকূল।
পাওলুঁ হরিসঞে প্রেমক মূল॥

CENTRAL LIBRARY

কি কহব কাহে কহব পুন এহ।
যাওব কাঁহা নাহি পাইয়ে থেহ॥
দোষক দৈব বুঝিয়ে অনুমান।
অতনুহ তনু ধরে কতহি বিধান॥
কৈছন জিউ রহত ইহ দেহ।
নাশক ভেল মঝু বাসক গেহ॥
হরি রহ কোন কলাবতী পাশ।
আওহ কহ ঘনশ্যামর দাস॥"

কলহান্তরিতা,

"যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাৎ তপতি কলহান্তরিতা হি সা॥"

সখীজনের সমক্ষে পদানত বল্লভকে প্রত্যাখ্যান করে শেষে অনুতাপভোগ করেন এমন নায়িকাকে কলহান্তরিতা বলা হয়। অপ্রতিদ্বন্দ্বী পদকর্তা গোবিন্দদাসের তুলিকায় কলহান্তরিতা এইভাবে চিত্রিতা হয়েছেন,

"আন্ধল প্রেম পহিলে নাহি হেরলুঁ
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জ্বলত পরাণ॥
সজনি তোহে কহি মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনি রোখই
সেই তাপিনী জগ মাহ॥
যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি।
ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনী
ঐছন কানুক লেহ॥"

CENTRAL LIBRARY

প্রোষিতভর্তৃকা,

"দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা।"

কান্ত দূরদেশে গমন করলে কান্তা প্রোষিতাভর্তৃকা হন। প্রোষিত-ভর্তৃকা বিরহিণী নায়িকার চিত্রসম্বলিত পদের উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। এই পর্যায়ের পদাবলীতে বৈষ্ণব তাঁর প্রাণের আসল কথাটি ব্যক্ত করেছেন। এই পর্যায়ের পদসমৃদ্ধিতে বৈষ্ণবসাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। প্রিয়-সংকীর্তন দৈন্য কৃশতা জাগরণ মালিন্য অনবস্থান জাড্য প্রভৃতি প্রোষিত-ভর্তৃকার চেষ্টা উজ্জ্বলনীলমণি বর্ণনা করেছেন,

"স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।"

প্রিয়তম যাঁর অধীন হয়ে সতত সমীপে অবস্থান করেন, সেই নায়িকা স্বাধীনভর্তৃকা। ঘনশ্যাম দাসের নিম্নোদ্ধৃত পদে পরম সৌভাগ্যবতী স্বাধীন-ভর্তৃকার ভুবনবিজয়িনী মূর্তি প্রকটিত হয়েছে,

"যাবক রচইতে সচকিত লোচন।
পদ সঞে বয়ন সঞ্চার।
অধররাগ সঞে বুঝি অনুভব করু
কোন অধিক উজিয়ার॥
দেখ সখি কানুক রঙ্গ।
রাইক বেশ বনাওত অভিমত
নিরখি নিরখি প্রতি অঙ্গ॥
চরণ-বিভূষণ মণিগণে উয়ল
শ্যাম মূরতি পরতেক।
হেরব লাখ নয়ানে হেন মানিয়ে
অতয়ে সে ভেল অনেক॥
কিয়ে প্রতিবিম্ব দম্ভ সঞে নিজ তনু
চরণ নিছনি পরকাশ।
শম্বরবৈরী বিজয় বেকত ভেল
ভণ ঘনশ্যামর দাস॥"

নায়িকার নানাভেদ, মুগ্ধা, মধ্যা, ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা, ধীরাধীরমধ্যা, প্রগল্‌ভা, ধীরপ্রগল্‌ভা, অধীরপ্রগল্‌ভা, ধীরাধীরপ্রগল্‌ভা।

CENTRAL LIBRARY

নবীন বয়স, সবে কামনার উদয় হয়েছে, রতিবিষয়ে বামভাব, সখীজনের অধীনতা, প্রিয়সঙ্গমে সোৎসুক লজ্জা, প্রিয়তমের অপরাধে সজল দৃষ্টিপাত, প্রিয় বা অপ্রিয় কথনে অনভ্যাস এবং মানবিষয়ে বিমুখতা, এই অবস্থাগুলি মুগ্ধা নায়িকার। শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেরই ভাবানুবাদ দেওয়া হ'ল,

"মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা
রতিচেষ্টাস্বতিব্রীড়াচারুগূঢ়প্রযত্নভাক্।
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা॥

যে নায়িকার লজ্জা ও মান দুইই তুল্য, নবযৌবন, বাক্যে ঈষৎ প্রগল্‌ভতা, সঙ্গমনিপুণতা এবং পর্যায়ক্রমে মৃদু এবং কর্কশভাব, সেই নায়িকা মধ্যা। শ্রীরূপগোস্বামীর ভাষায়,

"সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী
কিঞ্চিৎপ্রগল্‌ভ-বচনা মোহান্তসুরতক্ষমা।
মধ্যা স্যাৎ কোমলা ক্বাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা।"

যে নায়িকা অপরাধী নায়কের প্রতি উপহাস সহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন তিনি ধীরমধ্যা। উজ্জ্বলনীলমণির ভাষায়, "ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগমং প্রিয়ম্।" রোষপ্রকাশ করে যে নায়িকা বল্লভের প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করেন তিনি অধীরমধ্যা। উজ্জ্বলনীলমণির সংজ্ঞা, "অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈর্নিরস্যেদ্ বল্লভং রুষা।" অশ্রুবিমোচনপূর্বক যে নায়িকা প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন তিনি ধীরাধীরমধ্যা। উজ্জ্বলনীলমণিতে, "ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্।" যে নায়িকার পূর্ণযৌবন, প্রেমমদান্ধতা, বিপরীত সম্ভোগে ঔৎসুক্য, ভূরিভাবোদ্‌গমে অভিজ্ঞতা, রসপটুতার দ্বারা প্রিয়তমের প্রতি আক্রমণশীলতা, অতিশয় প্রৌঢ়চেষ্টা এবং মানে কর্কশতা দেখা যায় তিনি প্রগল্‌ভা। উজ্জ্বলনীলমণির ভাষায়,

"প্রগল্‌ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা
ভূরিভাবোদ্‌গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা,
অতি প্রৌঢ়াতিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা।"

CENTRAL LIBRARY

মানিনীদশায় সম্ভোগবিষয়ে উদাসীনা একপ্রকারের ধীরপ্রগল্‌ভা, অবহিত্থা বা আকারসংগোপনে যত্নশীলা এবং আদরপরায়ণা নায়িকা আর এক প্রকারের ধীরপ্রগল্‌ভা। উজ্জ্বলনীলমণির ভাষায়, "উদাস্তে স্মরতে ধীরা·সাবহিত্থা চ সাদরা।" ক্রোধবশতঃ যে কান্তা কান্তকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়না করে সে অধীর-প্রগল্‌ভা। নীলমণির ভাষায়, "সন্তর্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ম্‌", "ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে।" ধীরাধীরা নায়িকার সে সমস্ত গুণ ধীরাধীরপ্রগল্‌ভাও সেই সেই গুণের অধিকারিণী। নায়িকার উত্তমা মধ্যমা ও কনিষ্ঠা এই তিন প্রকারের ভেদও দেখানো হয়েছে।

উজ্জ্বলনীলমণি প্রেমপ্রকরণবিস্তারে অপরূপ সূক্ষ্মতার সঙ্গে যূথেশ্বরী-ভেদ, দূতীভেদ ও সখীপ্রকরণ সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। বিস্ময়কর মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে শ্রীরূপ বিভাব অনুভাবের বিন্যাস করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে সে-সবের এক-আধটু আভাস দেওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ অনুভাবের উল্লেখ করা যেতে পারে। অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর এবং বাচিকভেদে তিনপ্রকার অনুভাবের কথা বলা হয়েছে। যৌবন অবস্থায় নায়িকাদের প্রিয়তমের প্রতি সর্বপ্রকার অভিনিবেশের জন্য সত্ত্ব-গুণোদ্ভূত যে-সমস্ত অলঙ্কার উদিত হয় তাদের সংখ্যা কুড়িটি দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে ভাব হাব ও হেলা, এই তিনটি অঙ্গজ। বিকারের কারণ সত্ত্বেও চিত্তের অবিকৃত অবস্থাকে সত্ত্বভাব বলা হয়। ঐ সত্ত্বের যে প্রথম বিকৃতি, যেমন বীজের প্রথম বিকৃতি অঙ্কুর, তাকে ভাব বলা হয়। এই ভাব কিঞ্চিৎ প্রকাশক হয়ে যখন গ্রীবাভঙ্গাভিরাম এবং নেত্রাদির বিকাশসাধক হয়, তখন তাকে হাব বলে। ঐ হাব স্পষ্ট শৃঙ্গারসূচক হয়ে উঠলে হয় হেলা। এর পর সাতটি অলঙ্কারকে অযত্নজ বলা হয়েছে, যথা শোভা কান্তি দীপ্তি মাধুর্য প্রগল্‌ভতা ঔদার্য ধৈর্য। দশটিকে স্বভাবজ অলঙ্কার বলা হয়েছে, যেমন, লীলা বিলাস বিচ্ছিত্তি বিভ্রম কিলকিঞ্চিৎ মোট্টায়িত কুট্টমিত বিব্বোক ললিত বিকৃত। এই ভাববৈচিত্রীর মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কিলকিঞ্চিৎ ভাবের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। গর্ব অভিলাষ রোদন হাস্য অসূয়া ভয় ক্রোধ আনন্দ, এই সাতটির এককালীন প্রকটনের নাম কিলকিঞ্চিত। দানকেলি-কৌমুদীর একটি শ্লোকের সাহায্যে এই অপরূপ ভাবটি উদাহৃত করা যায়,

"অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুন্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ো বঃ ক্রিয়াৎ॥"

CENTRAL LIBRARY

একদিন শ্রীকৃষ্ণ দানঘাটে উপস্থিত আছেন। এমন সময়ে শ্রীরাধা দধিক্রয়ের জন্য পথ চলেছেন, শুল্কগ্রহণের ছলে কৃষ্ণ তাঁর পথরোধ করেন। শ্রীরাধার নেত্র অন্তরিত হাস্যে উজ্জ্বল, কিন্তু পক্ষ্ম সজল হয়ে উঠল, যেন হাসিকান্নার রোদবৃষ্টি। চোখের প্রান্তভাগ পাটলবর্ণ, কিন্তু রসিকতায় উৎসিক্ত, অগ্রভাগ কুঞ্চিত কুটিল এবং ঊর্ধ্বতার হয়ে উঠল। শ্রীরাধার এই কিলকিঞ্চিত স্তবক-যুক্ত নেত্র তোমাদের মঙ্গলবিধান করুক। এর পরে উজ্জ্বলনীলমণিতে সবিস্তারে সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ও স্থায়িভাব বিন্যস্ত হয়েছে।

উজ্জ্বলরস বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগভেদে দুই প্রকারের। উজ্জ্বলনীলমণি বিপ্রলম্ভের সংজ্ঞা দিয়েছেন,

"যুনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনাবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥"

নায়কনায়িকার অযুক্ত এবং যুক্ত কালে পরস্পরের অভিমত চুম্বন আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে-ভাব প্রকটিত হয়, তাকে বিপ্রলম্ভ করে। এই বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক। "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।" পূর্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস, এই চার প্রকারের বিপ্রলম্ভ। যে রতি সঙ্গমের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণাদির দ্বারা নায়কনায়িকার মধ্যে উন্মীলিত হয় পণ্ডিতগণ তাকে পূর্বরাগ বলেন,

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলিতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥"

সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন এবং স্বপ্নে দর্শন, এই তিন প্রকারের দর্শন। শ্রবণ বন্দী দূতী সখী শাস্ত্র এবং গীতাদি থেকে। 'পূর্বরাগ' পরিভাষাটির একটি চমৎকার অর্থব্যঞ্জনা রয়েছে। প্রাতঃসূর্য প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে পূর্বাকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি অন্তরে সুপরিস্ফুট প্রেমানুভবের অব্যবহিত পূর্বে অব্যক্ত অননুভূপূর্ব প্রেমানুরাগ-রঞ্জিত যে অবস্থার সঞ্চার হয় সেটিই পূর্বরাগ। পদকর্তা চণ্ডীদাস পূর্বরাগের পদাবলীতে অপূর্ব রসতন্ময়তার সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বহু-কীর্তিত পূর্ব-রাগের একটি পদসম্পর্কে কিছু আলোচনা করে আমার নিজস্ব একটি বক্তব্য

CENTRAL LIBRARY

নিবেদন করতে চাই। পদটির বিষয় কৃষ্ণনাম শ্রবণে শ্রীরাধার পূর্বরাগের উন্মেষ। সমগ্র পদটি এই,

"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মনপ্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার সেখানে থাকিয়া গো যুবতীধরম কৈসে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুলনাশে আপনার জীবন যাচায়॥"

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কারের পর থেকে চণ্ডীদাসকে নিয়ে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সকলেই জানেন। বহু উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর পদের রচয়িতা চণ্ডীদাসের পদ মহাপ্রভু আস্বাদন করতেন, না, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদই তাঁর আস্বাদনের বিষয় ছিল, আমাদের নিকট সমস্যার এই দিক্‌টাই এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের উদ্ধৃত এই অত্যুৎকৃষ্ট পদটির বিষয় ভাবনা করতে করতে একদিন রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের একটি শ্লোকের সম্মুখীন হয়েছিলাম। চণ্ডীদাসের বাংলায় রচিত পূর্ব-রাগের পদটি এবং শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধবের সেই সংস্কৃত শ্লোকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে চমকিত হয়ে উঠেছিলাম। চল্লিশ বছরেরও বেশি আগে প্রথম অধ্যাপনাকালে আমার বৈষ্ণবসাহিত্যের পাঠার্থী ছাত্রদের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষণ করেছিলাম। চণ্ডীদাসসমস্যার সমাধান-ব্যপদেশে চট্টগ্রামে অকস্মাদাগত বৈষ্ণবাচার্য পূজ্যপাদ শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহোদয়ের সঙ্গে এ-বিষয়ের আলোচনা করেছিলাম। আমার ছাত্রেরা স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠকালে আমার সে-কথা এবং তৎসংক্রান্ত অভিমতটি বহন করে এনেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত রসগ্রাহী রামতনু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয় আমার অভিমতে সায় দিয়েছিলেন। এইবার শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধবের শ্লোকটি উদ্ধার করি,

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

CENTRAL LIBRARY

চণ্ডীদাসের পদ ও শ্রীরূপের শ্লোক পাশাপাশি রেখে আংশিকভাবে বিশ্লেষণ করি। না জানি=নো জানে, নিষেধার্থক অব্যয়টির পূর্বনিপাত উভয় স্থলেই লক্ষ্য করবার বিষয়। কতেক মধু=কিয়ন্তিরমৃতৈঃ, মধু ও অমৃত, পার্থক্য কিছুই নেই। শ্যামনামে আছে গো=জনিতা কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী। এখানে নামাক্ষরে পার্থক্য আছে। চণ্ডীদাসের পদে শ্যাম নাম, শ্রীরূপের শ্লোকে কৃষ্ণনাম। এই পার্থক্য সম্বন্ধে আমাদের সমাধান এইরূপ। মহাপ্রভু নিত্যাকর্ষক পরতত্ত্বের বাচক কৃষ্ণনামের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন,

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥"

এই বত্রিশাক্ষর নামমন্ত্র তাঁরই প্রবর্তিত। প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্তা বলেছেন, "হরে কৃষ্ণ নাম বোলয়ে সঘনে।" মহাপ্রভুর পূর্বে "ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুম্ ভোজনে চ জনার্দনম্" ইত্যাদি নিত্যপাঠ্য ভগবদ্বাচক অপরাপর নামগুলি সমসূত্রে ব্যবহৃত হত। বিদ্যাপতিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত 'মাধব' নাম, চণ্ডীদাসে 'শ্যাম' নাম। মহাপ্রভুর কৃপাপুষ্ট অতিপ্রিয় পার্ষদ, শ্রীগৌরাঙ্গের 'মনোঽভীষ্টপূরক' শ্রীরূপগোস্বামী স্বভাবতঃ কৃষ্ণনাম প্রয়োগ করেছেন এই শ্লোকে।

শ্লোক এবং পদের সাদৃশ্য কেবল এতেই নয়। অবশ্য প্রদর্শিত অংশের সাদৃশ্য প্রায় অবিকল আক্ষরিক সাদৃশ্য, যার থেকে অনুমান অনিবার্য, একজন অপরের রচনা আদর্শ হিসাবে ধরে নিজ পদটি রচনা করেছেন। একজন উত্তমর্ণ, অপরে অধমর্ণ। সে সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে অবশিষ্ট অংশের সাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ভালো হবে। "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো", "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে"। এই দুয়ের মধ্যে আক্ষরিক সাদৃশ্য না থাকলেও ভাবসাদৃশ্য বিদ্যমান। "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মনপ্রাণ", এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে "কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্", এবং "চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্"। এই সমস্ত স্থলের ভাবসাদৃশ্যও আকস্মিক বলে মনে করা সঙ্গত হবে না, যখন পূর্বোক্ত ক'টি স্থলে অবিকল আক্ষরিক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলার আদি গীতিকবি চণ্ডীদাস ও শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্টপূরক বৃন্দাবন-গোস্বামী শ্রীরূপ, এঁদের মধ্যে এই পদ ও শ্লোক রচনার ব্যাপারে পরস্পরের একটি ঋণের সম্পর্ক-কল্পনা অনেকখানি অনিবার্য হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন, কে ঋণদান করেছেন, কে-ই বা ঋণ গ্রহণ করলেন? মূল কোন্‌টি, প্রতিধ্বনিই

CENTRAL LIBRARY

বা কোন্‌টি? আমাদের মনে হয়, চণ্ডীদাস উত্তমর্ণ, রূপগোস্বামী ঋণী। চণ্ডীদাসের স্বতঃস্ফূর্ত অত্যুৎকৃষ্ট বাংলা পদটির ভাব ও ভাষার সংস্কৃত শ্লোকাকারে গ্রথিত সংহত রূপ দিয়েছিলেন বিদগ্ধমাধবের বিদগ্ধ কবি শ্রীচৈতন্যপরিকর রূপগোস্বামী। বাংলা পদ ও সংস্কৃত শ্লোক পাশাপাশি ধরে বারংবার পাঠ করে এর বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ" শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ সনে রাত্রিদিন গান করতেন ও শুনতেন এবং আস্বাদন করতেন। বারংবার নানাপ্রসঙ্গে বলে গেছেন সত্যসন্ধ চরিতকার শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবং চরিতামৃতের এই উক্তি রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতির অনুমোদন লাভ করেছে। মহাপ্রভুর প্রেরণার উৎস চণ্ডীদাসের যে সকল পদ, সেই সমস্ত পদ শ্রীরূপগোস্বামীকেও প্রভাবিত করে থাকবে এবং তিনি তাঁর অনন্যসুলভ কবিপ্রতিভার দ্বারা দেবভাষায় সুন্দর সংহত শ্লোকাকারে তা গ্রথিত করেছেন, তাতে বিস্ময়ের বিষয় কি থাকতে পারে? সম্প্রতি 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমরা বিশদভাবে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

এই প্রসঙ্গে পদাবলী সম্পর্কে আর একটি স্বকীয় অনুভব ব্যক্ত করবার অনুমতি চাই। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তারা সকলেই বিভিন্ন রসপর্যায়ের বহু পদ রচনা করলেও দেখা যায়, বিশেষ-বিশেষ রসপর্যায়ের পদরচনায় বিশেষ-বিশেষ পদকর্তার স্বকীয়তা ও কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। সকলেই সব রস ও ভাবের পদে সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নি। আমাদের কালের বৈষ্ণব পদাবলীর পাঠক ও সমালোচকেরা আধুনিক গীতিকবিতার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর একটা পার্থক্য নির্দেশ করে থাকেন এই বলে যে, এ-কালের লিরিক যে মন্ময়তার (Subjectivity) উপর প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব পদাবলীতে সেই মন্ময়তা নেই। বৈষ্ণব পদকর্তারা একটি ধর্মসম্প্রদায়ের গোষ্ঠীচেতনা ও একটি বিশেষ ঈশ্বরতত্ত্ব বিশ্বাসনিষ্ঠ প্রেমভক্তিবাদ-মূলক তন্ময়তা (Objectivity) নিয়ে পদ রচনা করেছিলেন। আমাদের কিন্তু মনে হয় চণ্ডীদাসের পদে আমরা পূর্বরাগ বর্ণনার, জ্ঞানদাসে আক্ষেপানুরাগের, গোবিন্দদাসে অভিসারের যে উৎকর্ষ লক্ষ্য করি এবং বিদ্যাপতিতে মাথুর ও ভাবসম্মিলনের উচ্চগ্রামে আরোহণের সময় যে সর্বজনস্বীকৃত স্ব-মহিমার পরিচয় লাভ করি তার মূলে রয়েছে তাদের অধ্যাত্মভাবনা-পুষ্ট মন্ময়তা। শুধু ধর্মীয় গোষ্ঠীচেতনা নয়। পদকর্তার গভীর জীবনবোধ এবং স্বানুভাবের সঙ্গে বিশেষ রসপর্যায়ের প্রতি তাঁদের প্রীতি-পক্ষপাতের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। আমাদের স্ব-স্ব মনোলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করে আত্মসমীক্ষা-পরায়ণ হলেই আমরা বুঝতে পারি অধ্যাত্মজগতের সমস্ত মহৎ সত্যের সঙ্গে

CENTRAL LIBRARY

আমাদের সমান যোগ সম্ভব নয়, আমাদের মনে মহৎ সত্যের আবেদন আমাদের রুচি প্রবণতা ও সাধনার উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই বিচারে এ-কালের লিরিকের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর জাতিগত কোনও বিভেদ নেই।

উজ্জ্বলনীলমণির রসবিস্তারের আলোকে পদাবলী সাহিত্যের আলোচনায় আমরা প্রসঙ্গান্তরে এসে পড়েছি। এখন অতি-সংক্ষেপে আমরা উজ্জ্বল-নীলমণির সূত্রে পদাবলী-পরিক্রমা সমাপন করি। আমরা দর্শন ও শ্রবণাদিজ পূর্বরাগের ভেদের কথা বলেছি। সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন, "আদৌ রাগঃ স্ত্রিয়ো বাচ্যঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদঙ্গতৈঃ।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর উজ্জ্বলনীলমণির 'আনন্দচন্দ্রিকা' নাম্নী টীকায় বলেছেন, "কিঞ্চাত্র পুনর্ভক্তি-শাস্ত্রে ভক্তেরেব রসত্বাৎ তস্য চ ভক্তাশ্রয়ত্বাৎ ভগবদ্রাগস্য চ ভক্তরাগানুজন্মত্বাৎ ব্রজদেবীনাঞ্চ ভক্তনিরুক্তি-পরমাবধিস্থানত্বাৎ তাসামেব প্রথমং পূর্বরাগ ইতি কেচিদাহুঃ।" কোন কোন পণ্ডিতের মত, ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিকেই রস বলে বর্ণনা করেছেন। ভক্তিরস ভক্তকে আশ্রয় করে প্রকটিত হয়। ভগবানের রাগ পশ্চাতে জন্মে। ব্রজদেবীগণ ভক্তের অবধি, শ্রীরাধা ভক্তকুলশিরোমণি। এইজন্য রাধার পূর্বরাগ প্রথমে। পূর্বরাগরূপ রতির প্রৌঢ় সমঞ্জস এবং সাধারণ ভেদে তিনটি প্রকার। প্রৌঢ় রতিকে সমর্থ রতিও বলে। এর দশটি দশা,

"লালসোদ্বেগো জাগর্যা তানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুদশা দশ॥"

পূর্বরাগের পরে মান,

"দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপানুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষণাদি-নিরোধী মান উচ্যতে॥"

পরস্পর অনুরক্ত এবং একত্রাবস্থিত নায়কনায়িকার অভিমত আলিঙ্গন-বীক্ষণাদি-রোধকারী ব্যাপারকে মান বলে। মানে সঞ্চারিভাব নির্বেদ শঙ্কা অমর্ষ চপলতা গর্ব অসূয়া অবহিত্থা (ভাবগোপন) গ্লানি ও চিন্তা। মান সহেতু ও নির্হেতু ভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞানদাসের একটি বহু-কীর্তিত মানের পদ উদ্ধৃত হল,

"চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি॥

CENTRAL LIBRARY

পীতপিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়ারূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পরচিত-চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি।
বিহি নিরমিল তোহে পিরীতি-পুতলি॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানে কার মন॥"

অতঃপর প্রেমবৈচিত্ত্য,

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥"

প্রিয়ের কাছে থেকেও প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ যে বিচ্ছেদের ভয় হয় তাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলা হয়, প্রেমের বশে বিচিত্ততা বা মন হারিয়ে যাওয়া। চণ্ডীদাসের অবিস্মরণীয় তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া" রবীন্দ্রনাথ প্রেমপ্রসঙ্গে বারংবার স্মরণ করেছেন। সমগ্র পদটি উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে,

"এমন পিরীতি কভু নাহি দেহি শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জিয়ে।
মানুষে এ-হেন প্রেম কভু না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদে কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥

CENTRAL LIBRARY

কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে॥"

চণ্ডীদাসের এই পদটি বৈষ্ণব সাহিত্যের দুই মনীষী বোদ্ধার, রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য দীনেশচন্দ্রের বহু-প্রশংসিত। চণ্ডীদাস এই পদে অলঙ্কারশাস্ত্রের "মালিন্যং ব্যোম্নি পাপে যশসি বর্ণাতে ধবলতা হাসকীর্ত্যোঃ"। ইত্যাদি শ্লোকানুশাসিত কবিপ্রসিদ্ধি-সমূহের নিরসন করে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের সর্বোৎকর্ষ বর্ণনা করেছেন।

বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের চতুর্থ ভেদ প্রবাস,

"পূর্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্ দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্যতে॥"

পূর্বে সম্মিলিত নায়কনায়িকাদের ভিন্নদেশে গমনাদির দ্বারা যে ব্যবধান হয় তাকে প্রবাস বলে। প্রবাস দু'রকমের, বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক। কার্যানুরোধে দূরদেশে গমন বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস। বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস আবার কিঞ্চিদ্ দূর ও সুদূর ভেদে দ্বিবিধ। সুদূর প্রবাস আবার ভাবী ভবন্ ও ভূত, তিন প্রকারের। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বর্তমান ও অতীতের।

শৃঙ্গাররসের দ্বিতীয় ভেদ সম্ভোগ,

"দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্যতে॥"

দর্শন আলিঙ্গনের আনুকূল্যহেতু নায়কনায়িকার যে-ব্যাপার তার উল্লাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে সম্ভোগ বলা হয়। মুখ্য ও গৌণভেদে সম্ভোগ দু'রকমের। মুখ্য সম্ভোগ সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। পূর্ব-রাগের পর সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, মানের পর সঙ্কীর্ণ, নিকট প্রবাসের পর সম্পন্ন এবং দূরপ্রবাসের পর সমৃদ্ধিমান্। লজ্জা ও ভয়হেতু যে-সম্ভোগে যুবক-যুবতীর অতিস্বল্প ও সসঙ্কোচ অঙ্গসঙ্গ সাধিত হয় তাকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ। নায়কের বালীক অর্থাৎ নায়ক কর্তৃক বিপক্ষের প্রশংসা এবং স্ববঞ্চনা স্মরণ করে যেখানে যেখানে ভোগ সঙ্কীর্ণ হয়, তপ্ত ইক্ষু চর্বণের মতো একসঙ্গে স্বাদুতা ও উষ্ণতা অনুভবের মতো সেই ভোগ

CENTRAL LIBRARY

সংকীর্ণ। প্রবাস-প্রত্যাগত কান্তের সঙ্গে মিলনের নাম সম্পন্ন সম্ভোগ। এই সংগম আগতি ও প্রাদুর্ভাব ভেদে দ্বিবিধ। লৌকিক ব্যবহারে আগমন, যেমন গোচারণ থেকে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে আগমন, একে আগতি বলা হয়। প্রেমসংরম্ভসূচক বিক্রমণ দ্বারা বিহ্বলা প্রিয়তমার সমক্ষে অকস্মাৎ আবির্ভাবকে প্রাদুর্ভাব বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন উজ্জ্বলনীলমণিকার প্রাদুর্ভাবের উদাহরণরূপে,

"তাসামাবিরভূৎ শৌরীঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ॥"

রাসবিপ্রলম্ভের পর শুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব বর্ণনা করেছেন। গোপীজনের বিলাপে শূরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পীতাম্বরধারী ও মাল্যভূষিত হয়ে সস্মিতবদনে এমনভাবে তাঁদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন যে, মনে হল, ইনি ভুবনমোহন কামদেবেরও মনোগত কাম—কামেরও মোহজনক।

"দুর্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্ বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥"

পরাধীনতাপ্রযুক্ত নায়কনায়িকার যে বিয়োগ ঘটে তার অবসানে পরস্পরের দুর্লভ মিলনের সময়ে যে অতিরিক্ত সম্ভোগ তার নাম সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। উজ্জ্বলনীলমণিতে এর উদাহরণ-শ্লোক,

"তবাত্রপরিমৃগ্যতা কিমপি লক্ষ্ম সাক্ষাদিয়ম্।
ময়া ত্বমুপসাদিতা নিখিললোকলক্ষ্মীরসি॥"

সুচিরপ্রবাসের পর শ্রীরাধার সাক্ষাদ্ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, প্রিয়তমে, তুমি নিখিলভুবনের শোভা, তোমার স্মারক চিহ্নমাত্র অন্বেষণ করতে করতে আমি সাক্ষাৎ তোমাকেই পেলাম, যেমন কোন ব্যক্তি চণকমুষ্টি আহরণ করতে গিয়ে কনকবৃষ্টি প্রাপ্ত হয়। আলোচিত চার প্রকারের সম্ভোগ প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ-ভেদে দ্বিবিধ।

জাগ্রদবস্থার মুখ্য সম্ভোগের পরের স্বপ্নযোগে হরিপ্রাপ্তির নাম গৌণ সম্ভোগ,

"স্বপ্নে প্রাপ্তিবিশেষোঽস্য হরের্গৌণ ইতীর্যতে।
স্বপ্নে দ্বিধাত্র সামান্যবিশেষত্বেন কীর্তিতঃ॥"

CENTRAL LIBRARY

একাদশ অধ্যায়

গৌরাঙ্গবিষয়ক পদসাহিত্য ও গৌরচন্দ্রিকা

শৃঙ্গাররসের বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ দ্বিবিধ প্রকারের এইভাবে বিস্তার ও সূক্ষ্মবিশ্লেষণ করেছেন উন্নতোজ্জ্বলরসা ভক্তিশ্রীর কবিদার্শনিক শ্রীরূপ-গোস্বামী তাঁর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে। আমরা পূর্বেই আভাস দিয়েছি, এই ভক্তিরসের অনুভব স্মরণাতীত কাল থেকে এ দেশের ভগবৎসাধনাকে একাগ্র ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্জীবনের আলোকে এই উন্নতোজ্জ্বল ভক্তিশ্রীকে আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্ব-সম্মতভাবে বিন্যস্ত করেছেন বৈষ্ণব দার্শনিক এবং এই রসপর্যায় অবলম্বন করে চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী সাহিত্য রচিত হয়েছে। অবশ্য চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বেও জয়দেব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি তাঁদের পদাবলীতে এই রসপর্যায়ের মুখ্য বিভাগগুলির সূচনা করে গিয়েছেন। পদাবলী সাহিত্যের পাঠককে সে-কথা বলে দিতে হবে না। এইজন্য কীর্তনের উদ্দেশ্যে পালা সাজাতে গিয়ে কীর্তনিয়াপরম্পরা চণ্ডীদাসবিদ্যাপতির পদাবলী যথাস্থানে সন্নিবেশ করে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছেন। এইজন্যেই "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি আর শ্রীগীতগোবিন্দ, এ তিনে করায় প্রভুর পরম আনন্দ"। গম্ভীরা-বাসকালে তাঁর তীব্র কৃষ্ণবিরহজনিত দিব্যোন্মাদের অবস্থায় অন্তরঙ্গ পরিকর স্বরূপদামোদর তাই চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির "ভাবের উচিত পদ" গান করে তাঁর আর্তিপ্রশমন করতেন।

শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে মহাপ্রভুর আবির্ভাব, এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তের বিষয়। তাই সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমের অনন্ত মাধুর্য ও বৈচিত্র্যের পশ্চাৎপটে রয়েছেন একস্থ রসরাজ-মহাভাব-মূর্তিধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বিদগ্ধচূড়ামণি রায় রামানন্দের অপরোক্ষানুভব-লব্ধ ভাবগম্ভীর উক্তিটি বড়ো সার্থক,

"পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশী-বদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥"

CENTRAL LIBRARY

এখানেই বৈষ্ণবপদাবলীর গৌরচন্দ্রিকার যথার্থ সূত্রপাত। স্বরূপ-দামোদরের কড়চায়, শ্রীরূপের বন্দনায় এর সমর্থন। পদাবলীতে এর প্রসার। গৌরচন্দ্রিকা বৈষ্ণবকীর্তনের অপরিহার্য ভূমিকা। গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া কীর্তন হয় না। 'গৌরচন্দ্রিকা' শব্দের বাংলা ভাষায় স্থায়ী ব্যুৎপত্তি দাঁড়িয়ে গেছে, প্রস্তাবনা, মুখবন্ধ, পূর্বাভাস, ভূমিকা বা অবতরণিকা। প্রেমভক্তির পূর্ণতম অভিব্যক্তিশালিনী, মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয়রূপিণী শ্রীমতী শ্রীরাধার সমস্ত অনুভবই শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে অভিব্যক্ত হয়েছিল এবং তাঁর প্রকট জীবনে আস্বাদনের বিষয় হয়ে উঠেছিল। তাই শ্রীরাধার যে-কোনও ভাবরস অবলম্বন করে পদরচনা অথবা কীর্তনগান করতে গিয়ে পদকর্তা অথবা কীর্তনিয়া গৌরচন্দ্র কর্তৃক আস্বাদিত সেই সেই ভাবের পদের ভূমিকা করে উপযুক্ত ভাবগম্ভীর আবহ ও মনোভঙ্গি প্রস্তুত করে নিতেন। পূর্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য মাথুর, অভিসার ভাবসম্মিলন, কীর্তনাঙ্গের এই সমস্ত পালার শুভ সমারম্ভ হয় গৌরচন্দ্রিকায়। গৌরচন্দ্রিকা পদাবলী বৈষ্ণব সাহিত্যের সারভাগ, ইতিহাসাশ্রয়ী সুগভীর মানবিকতাবোধ এবং অত্যুন্নত ভক্তি-দার্শনিকতার সুন্দর সমন্বয়ের ফলস্বরূপ পদাবলী সাহিত্যের এই অংশ বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। শ্রীচৈতন্যের সমকালেই তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী পার্ষদ-পরিকরবৃন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্য জীবনের তথ্য ও তত্ত্বকে আশ্রয় করে পদরচনায় প্রবর্তন করেন। বাংলা সাহিত্যের যে মূল্যবান্ চরিতশাখা মহাপ্রভুকে আশ্রয় করে সর্বপ্রথম গড়ে উঠেছিল তার সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য উপাদানসমূহ প্রত্যক্ষদর্শীর এই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলীসমূহে প্রকীর্ণ রয়েছে। কত বড় প্রেমার্তি এবং কিরূপ নিষ্ঠা দিয়ে শ্রীচৈতন্যপরিকরবৃন্দ এই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী রচনার ধারা প্রবর্তন করেন, শ্রীখণ্ডবাসী গৌরাঙ্গপরিকর সরকার-ঠাকুরের একটি প্রাণস্পর্শী পদে তা বুঝতে পারা যায়,

"গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি ত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হইলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পঁহু।
গৌর গদাধরলীলা যা শুনি দরবে শিলা
কার সাধ্য করিবে বর্ণন॥

CENTRAL LIBRARY

সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
কহে সদাশিব পঞ্চানন।
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা॥
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা।"

বৈষ্ণব সাহিত্যে ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এ-কালের কোন-কোন সুধী ব্যক্তি তাঁদের বৈষ্ণব সাহিত্য-সংক্রান্ত আলোচনায় অনেক সময় বৈষ্ণবচরিত গ্রন্থে এবং শ্রীচৈতন্যসমসাময়িক পদরচয়িতাদের পদাবলীতে প্রাপ্ত গৌরাঙ্গবিষয়ক তথ্যের প্রামাণিকতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্তাদিগের বর্ণনার ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ আমরা এখানে শ্রীচৈতন্য-পরিকর বাসুদেব ঘোষের একটিমাত্র পদ উদ্ধার করব।

"শুধা খাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মাথাত
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
শচীর মন্দির কাছে গেল॥
শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের কাছে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল নিশা অন্তে কোথা গেল
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দু'নয়নে
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলুথালু কেশে যায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখে কথা॥
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥
তা শুনি নদীয়ার লোকে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে
যারে তারে পুছেন বারতা।
একজন পথে যায় দশজন পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা॥

CENTRAL LIBRARY

সে বলে দেখেছি যেতে আর কেহ নাহি সাথে
কাঞ্চননগরের পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি আমার শ্রীগৌরহরি
পাছে যেন মস্তক মুড়ায়॥"

এটিকে বর্ণনা না বলে পাঁচশো বছর আগেকার নবদ্বীপে সংঘটিত একটি মর্মভেদী ঘটনার বাস্তবানুগ আলোকচিত্র বললেই ভাল হয়। গৌরাঙ্গসন্ন্যাসের দিনে শ্রীগৌরাঙ্গের যে-সমস্ত পরিকর শচীমাতা ও বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার এই শোকার্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, করুণার এই কলসঙ্গীতে যোগ দিয়েছিলেন পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ তাঁদেরই একজন। এই উক্তির প্রতিটি শব্দে ঘটনা ও অনুভবের অভ্রান্ত প্রতিচ্ছবি লিখিত হয়েছে। এতে অবিশ্বাস করবার মতো যুক্তি কোনও ধীর সহৃদয় ব্যক্তির জোগাবে না। "শয়নমন্দিরে ছিল নিশা-অন্তে কোথা গেল", বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে উচ্চারিত এই পবিত্র শোকবাক্যটির কর্তৃপদ কোথায়? লজ্জাশীলা সাধ্বী তাঁর সাংসারিক জীবনের সর্বনাশের মুহূর্তে অতি দুঃখেও স্বামীর উল্লেখ পরিহার করে শ্বাশুড়ীর কাছে বিপদের সঙ্কেত দিয়ে সংযম মাধুর্য ও শালীনতার পরিচয় দিয়েছেন। সমদুঃখভাগী পদকর্তা যেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে পদে বসিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে এর আড়াইশো বছর পরেকার কবি ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখে দিয়েছেন, "জানত স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী"। "আলুথালু বেশ যায় বসন না রহে গায়" এ-যে পুত্রের সন্ন্যাস-শঙ্কাতুরা শচীমায়ের সেদিনকার বেদনাবিধুর অসংবৃত বাস্তব ছবি। "তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি", "একজনে পথে যায় দশজনে পুছে তায়", এ-বর্ণনার স্বাভাবিক স্বতঃপ্রামাণ্য। "সে বলে দেখেছি যেতে আর কেহ নাহি সাথে কাঞ্চননগরের পথে ধায়"—এই উক্তি সেদিনকার গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীর পথরেখা-সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্য। পদকর্তা সেই মহাশোকের দিনে নবদ্বীপে উপস্থিত থেকে যা দেখেছিলেন, যা শুনেছিলেন, যন্ত্রের মতো তার শব্দচিত্র এঁকেছিলেন। ঘটনাবিন্যাসে তাঁর কল্পনাপ্রয়োগের কোনও অবকাশ ছিল না। চৈতন্যচরিতের উপাদান নিয়ে এ-কালে আমরা পণ্ডিতি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। অথচ সত্যসন্ধ চরিতকার বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই সমস্ত উপাদানেরই সদ্ব্যবহার করেছিলেন। সেদিনও মহাপ্রাণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আবেগপূর্ণ রাজনীতিক বক্তৃতায় তাঁকে বাসুদেব ঘোষের পদ থেকে আবৃত্তি করতে শুনেছি,

"হেদেরে নদীয়াবাসী কার পানে চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও॥"

CENTRAL LIBRARY

শ্রীচৈতন্যজীবনের সহজ মানবিক সত্যাংশের বড় মর্মান্তিক প্রয়োজন আজকার মানুষের। এই সত্যকে দূরে সরিয়ে আমরা বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানের কুহেলী সৃষ্টি করে চলেছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো বোধ হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এই মানুষটিকে জীবনে বরণ করবার কথা আভাসে বলে গিয়েছেন। "তাঁরা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো"। এ কোন্ মানুষ?

"স্মরণীয় তাঁরা বরণীয় তাঁরা তবুও বাহির দ্বারে।
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাঁদের ব্যর্থ নমস্কারে॥"

শ্রীচৈতন্য-সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্তারা এমন অজস্র পদাবলী রচনা করেছিলেন যার স্বল্পাংশমাত্রই রক্ষিত হয়েছে। বৈষ্ণব যুগের বৈষ্ণব পদ-সঙ্কলন গ্রন্থসমূহে এই ঐতিহাসিক কাব্যসাহিত্যের যে-অংশ সংগৃহীত হয়েছে তদতিরিক্ত বহুপদ বিগত শতাব্দীতে জগদ্বন্ধু ভদ্রমহোদয় তাঁর গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে সঙ্কলন করেন। কিন্তু এই সমস্ত সংগ্রহ বিশাল গৌরপদ-তরঙ্গিণীর সকল ধারাগুলিকে কি মুক্তি দিতে পেরেছে?

গৌরাঙ্গবিষয়ক সাধারণ পদে ও গৌরচন্দ্রিকায় পার্থক্য আছে। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদমাত্রই গৌরচন্দ্রিকা নয়। রাধাভাবের সঙ্গে রেখায়-রেখায় মিল রেখে গৌরাঙ্গজীবনে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার ভাবানুভূতির অভিব্যক্তি প্রদর্শন করে যে-সমস্ত গৌরপদ রচনা করা হত সে-সমস্ত পদের নাম তদুচিতা গৌরচন্দ্রিকা। দু-একটি মাত্র পদের উদ্ধৃতির সাহায্যে কথাটি সুস্পষ্ট করা যেতে পারে,

"আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব॥
পুনপুন গতাগতি করু ঘরপন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছলছল নয়ন-কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ॥"

রাধামোহনের এই পদটি পূর্বরাগের গৌরচন্দ্রিকা। ভক্তের মানসনেত্রে এ চিত্র যুগপৎ নবদ্বীপের এবং বৃন্দাবনের, ভাবে এবং ঘটনায় বৃন্দাবনে প্রথম বিকাশ, নবদ্বীপে পুনরাবর্তন।

CENTRAL LIBRARY

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কান্দে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ-নয়ানে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায়॥
মানে মলিন মুখ কিছু নাহি ভায়।
দিবসরজনী গোরা জাগিয়া গোঙায়॥
ক্ষণে চমকিত অঙ্গ ধরণে না যায়।
মানভাব গোরাচাঁদের বাসুদেব ঘায়॥"

পদের ভাবে ও ভণিতায় দেখা গেল, পদটি মানভাবের গৌরচন্দ্রিকা। প্রকারে তদুচিতা গৌরচন্দ্রিকা পদাবলীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শ্রীরাধার অনন্ত ভাববৈচিত্রীর প্রতিফলনে শ্রীগৌরাঙ্গের বিকশিত ভাবকদম্বের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক রসভাষ্য গৌরচন্দ্রিকা। শ্রীরূপগোস্বামীর ভক্তিরস-সমৃদ্ধ স্তব-মালার শ্রীচৈতন্যাষ্টকের তিনটিমাত্র শ্লোক উদ্ধার করি,

"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বমাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।"

মধুররসের আস্বাদন-লালসায় যিনি ব্রজবধূর অপার ভাবমাধুর্য আহরণ ও তদীয় কান্তি অঙ্গীকার করে গোপন করেছিলেন সেই চৈতন্যাকৃতি গৌরাঙ্গদেব আমাদের নিরতিশয় কৃপা করুন।

"মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃতরসং
দৃশোর্দ্বারা যস্তং বমতি ঘনবাষ্পাম্বু মিষতঃ।
ভুবি প্রেম্নস্তত্ত্বং প্রকটয়িতুমুল্লসিততনুঃ
স দেবশ্চৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥"

যিনি অগ্রে শ্রীমুখে হরিনামামৃত পান করে অবিরল অশ্রুবারিবর্ষণের ছলে সেই রসপ্লাবন বহিয়ে দিয়েছেন এবং জগতে প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য যাঁর কলেবর সর্বদা উল্লসিত সেই চৈতন্যাকৃতি মহাপ্রভু আমাদের কৃপা করুন।

"অম্মাবিষ্কুর্বন্ নবপুরটভাসং কটিলসৎ-
করঙ্গালঙ্কারস্তরুণগজরাজাঞ্চিতগতিঃ।
প্রিয়েভ্যো যঃ শিক্ষাং দিশতি নিজনির্মাল্যরুচিভিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥"

তপ্তকাঞ্চননিভ যাঁর অঙ্গকান্তি, যে-সন্ন্যাসীর কটিদেশ করঙ্গরূপ অলঙ্কারে বিভূষিত, তরুণ গজরাজের মতো যাঁর গমনভঙ্গিমা, যিনি প্রীতিপূর্বক ভগবৎপ্রসাদের মাল্যাদি গ্রহণ করে ভক্তগণকে শিক্ষা দেন, "তোমরাও এমন আচরণ কর", এই বলে, সেই চৈতন্যাকৃতি শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের প্রচুর অনুকম্পা করুন।

CENTRAL LIBRARY

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি

আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ভাব ও কান্তি, বৈষ্ণবের এই দু'টি পারিভাষিক শব্দের, পরিভাষার বাইরেও, একটি সুন্দর সঙ্কেত রয়েছে, যার আলোকে আমরা আলোচ্য বিষয়ের উপসংহারে শ্রীচৈতন্যের মানবিক দিক্ বা চৈতন্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। সংস্কৃতির ভিতরের রূপটিকে বলা যায় ভাব, বাহিরের রূপটি তার কান্তি, "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতম্ নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্", এই বন্দনামন্ত্রে যেমন মহাপ্রভুর বাহ্যাভ্যন্তর-শুচি দিব্য জীবনটি আভাসিত হয়ে ওঠে, তেমন চৈতন্যসংস্কৃতির সমগ্র মানবিক রূপটির অনুভব বিদ্যুৎ-শিহরণের মতো খেলে যায়। রাধা-ভাব, এই কথাটি দিয়ে চৈতন্যসংস্কৃতির অনেকখানি বোঝা যায়, রাধাভাব আর চৈতন্যসংস্কৃতি, এ দু'টি প্রায় পরস্পরানুপ্রবেশী পরিপূরক শব্দ। রামপ্রসাদের একটি অতি-সহজ অথচ গভীর উক্তি আছে, "সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ছাড়া তায়, অভাবে কি ধরতে পারে?" রাধাভাব বৈষ্ণবীয় পরতত্ত্ব ও বৈষ্ণবীয় সাধনসত্যের পরমাশ্রয়।

চৈতন্য-সংস্কৃতি কথাটি বহু শতাব্দীর গৌড়বঙ্গ-সংস্কৃতির বাচক হলেও আমাদের একালের ইতিহাস-লেখকদের পূর্ণ স্বীকৃতিলাভ করে নি। প্রসঙ্গ-ক্রমে বলা যায়, রবীন্দ্র-সংস্কৃতি কথাটি প্রায় পারিভাষিক প্রয়োগরূপে অনেক-খানি স্বীকৃতিলাভ করেছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিভাষাটিও সার্থক স্বীকৃতির বিষয় হয়েছে। কিন্তু আমরা যাকে কীর্তন বলে আসছি প্রকৃত প্রস্তাবে তাকেও তো বলা যেতে পারে চৈতন্যসঙ্গীত। কারণ "সঙ্কীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"। "সঙ্কীর্তনৈক-পিতরৌ" শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, বিশ্বম্ভর যুগ-ধর্মপাল এই যুগল। কিন্তু ভক্তিসাধনার অঙ্গীভূত সুরময় নৃত্যগীতবাদ্য-সমন্বিত এই তৌর্যত্রিক ব্যাপারটি নৈর্ব্যক্তিক 'কীর্তন' আখ্যায় আখ্যাত হয়ে এর সমস্ত সম্পদ ও মাধুর্যের বাচিক প্রতিভূরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। চৈতন্য-সংস্কৃতি কথাটি সাধারণ্যে প্রয়োগসিদ্ধ স্বীকৃতিলাভ না করলেও প্রয়োগটি অসার্থক নয়, এই কথাটি আমরা এখানে বলতে চাই। একটি সমগ্র যুগসাধনা, অনেকগুলি মুখ্য ও মৌল জাতীয় প্রবণতা এবং বিশ্বমানবের অন্তররহস্যের একটি বিশাল রাজ্যকে একটি কথা দিয়ে গেঁথে রাখবার শক্তি রাখে এই 'চৈতন্যসংস্কৃতি' প্রয়োগটি। সঙ্গীতানুরাগীরা বলে থাকেন, কীর্তনের পর অন্য গান জমে না। আবার 'কানু ছাড়া কীর্তন নেই'। তেমন

CENTRAL LIBRARY

গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া কীর্তন হয় না। মুরারিচরণচ্যুতা সুরধুনীর মতো কীর্তনের ধারাটি প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

বিজ্ঞান স্থান ও কালের বেড়া অনেকখানি ভেঙে দিয়েছে। দূরের মানুষ অনেক কাছে এসে গিয়েছে। সে-কালের তুলনায় সামাজিক সাম্যের ধারণা ও আকৃতি এ-কালে অনেক বেশি প্রসারলাভ করেছে। অন্তরীক্ষচারিণী বাণী দৈববাণীর ভূমিকা গ্রহণ করে মানুষের এই 'সামানা আকৃতি' বিশ্বময় ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তথাপি এ-কথাও কি লক্ষ্য করবার বিষয় নয় যে, 'মানুষের ধর্মে'র জন্য বিশ্ববাসীর আকৃতির বাহক এমন সূক্ষ্ম সুন্দর যে রবীন্দ্র-সংস্কৃতি তা-ও রবীন্দ্রনাথের দেশের শিক্ষিতসমাজের একটি অনতিবৃহৎ ভগ্নাংশে সীমাবদ্ধ রয়েছে? সেই সঙ্গে এ-কথা বললেও ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হবে না যে বৈজ্ঞানিক যুগের অনেকগুলি শতাব্দী পূর্ব হতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন সমাজের এই দু'টি স্তরে, চৈতন্য-সংস্কৃতি তার অন্তর্নিহিত কোনও শক্তির বলে কর্মচেতনায় ও রসচেতনায় সম্যক্ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। শুধু শিক্ষিত-অশিক্ষিত নয়, সে-কালের শাসক-শাসিত, হিন্দু-মুসলমান, স্মার্ত-তন্ত্রাচারী, বেদান্তি-নৈয়ায়িক, যোগি-মীমাংসক, শক্তিবাদী-ভক্তিবাদী, গৃহি-সন্ন্যাসী সকলেই ধীরে ধীরে মনে-প্রাণে আচারে-আচরণে এই সংস্কৃতিকে বরণ করে নিয়েছিলেন। অবশ্য এর বিরুদ্ধে নানাভাবে নানাপ্রকারের প্রতিকূলতা শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই সংঘবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এই সংস্কৃতির কোনও অচিন্তনীয় অনির্বাচ্য মহিমায় সমস্ত প্রতিকূলতাই অত্যল্পকালের মধ্যে মণিমন্ত্র-মহৌষধি-নিরুদ্ধ ভুজঙ্গমের মতো শান্ত হয়েছিল এবং মানবীয় ও ভাগবত প্রেমাদর্শের সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, দৈন্যবিনয়মণ্ডিত এবং প্রেমভক্তির সুশান্ত অধ্যাত্ম-শ্রীময় এক জীবনচেতনা গড়ে উঠেছিল।

রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের যে পটভূমিকায় চৈতন্যসংস্কৃতির এই ভাব ও কান্তি রূপ নিয়েছিল সংক্ষেপে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, আশা করি। শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে গৌড়ের মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন জালালুদ্দীন আবু মুজাঃফর ফতে শাহ (১৪৮১—১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রকটকালের অধিকাংশ ভাগেই গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন ইতিহাস-বিশ্রুত সুলতান আলাউদ্দীন আবুল মুজাঃফর হুশেন শাহ (১৪৯৪—১৫২৫)। মহাপ্রভুর প্রকটজীবনের বাকি ক'টি বছর হুশেন শাহের পুত্র নাশিরা শাহ অর্থাৎ নাসীরুদ্দীন আবুল মুজাঃফর নসরৎ শাহ (১৫২৫—১৫৩৩) সিংহাসনে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে

CENTRAL LIBRARY

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এর অল্পদিন পরে বাবরের পুত্র হুমায়ুন বাদশাহের সঙ্গে শেরশাহের সংগ্রাম আরম্ভ হয়। হুমায়ুন ও শেরশাহের সংগ্রাম গৌড়রাজ্য ও গৌড়ের বাদশাহিকে বিপর্যস্ত করেছিল।

রাজনৈতিক আকাশের এই ঝড়তুফানের মধ্যে শ্রীরাধার ভাবকান্তিময় চৈতন্যজীবনের আওতায় নামপ্রেমাশ্রয়ী বৈষ্ণবসাধনা ও চৈতন্যসংস্কৃতি গৌড়-বঙ্গ উৎকল-দ্রাবিড়, মথুরা-বৃন্দাবন বারাণসী-প্রয়াগ, রাজস্থান-দ্বারবতীর একটি সুবৃহৎ ভাবপরিমণ্ডলে, একটি যথার্থ বৃহত্তর বঙ্গে দানা বেঁধেছিল। সাধনভজন, শাস্ত্রালোচনা ভক্তিগ্রন্থরচনা, শ্রীচৈতন্য ও ভক্তপরিকরবৃন্দের তীর্থপরিক্রমা ও আন্তঃপ্রাদেশিক ভাববিনিময়, পদাবলী ও চরিতাখ্যান-রচনা, কীর্তন-সঙ্গীতের উদ্ভব ও বিস্তার,—চৈতন্য-সংস্কৃতির সমস্ত বৈভবই এই ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে প্রকাশিত হয়েছিল। এর কিছু পরেই মোগল-কুলসূর্য আকবর বাদশাহের সামরিক প্রতিভায় সুশাসনে এবং উদার সমন্বয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছিল। আমাদের মনে হয়, আকবর বাদশাহের দীন এলাহির সঙ্গে শ্রীচৈতন্যসংস্কৃতির কোথাও একটি অনাবিষ্কৃত যোগসূত্র রয়ে গিয়েছে। আমাদের ঐতিহাসিকেরা অভিনিবেশসহকারে বৃন্দাবনের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের সমগ্র ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমাদের এই বিশ্বাসটি যাচাই করে নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দির মানসিংহের ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল। আকবর বাদশাহের দরবারের গায়ক মিঞা তানসেনের সঙ্গীত-গুরু বৃন্দাবনের অধিবাসী ছিলেন। চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্যকার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মানসিংহকে "ধন্যরাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ, গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ" বলে বর্ণনা করেছেন।

আমরা শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালের ঘটনায় ফিরে আসছি। মধ্যযুগের গৌড়বঙ্গের কবিদিগের বন্দিত হুশেন শাহ 'নৃপতি-তিলক' 'জগত-ভূষণ' সুশাসক হয়েও 'হুশেন শাহী আমল'-এর প্রথমদিকে কোনও ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্তী হয়ে কিছু অত্যাচার-উৎপীড়ন ও ধ্বংসক্রিয়ার স্রোত বহিয়েছিলেন। তার ফলে বিদ্যাচর্চায় দীপিত নবদ্বীপসমাজের ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কিছুসংখ্যায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দিকে দিকে পলায়ন করেছিলেন। সন্নিহিত উড়িষ্যা-ভূভাগের অধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁর নামের নিতান্ত অযোগ্য ছিলেন না। মহাপ্রভুর নিকট সান্নিধ্যে আসায় তাঁর যে ভক্তরূপটি বৈষ্ণবেতিহাসে

CENTRAL LIBRARY

অঙ্কিত হয়েছে তার আড়ালে তাঁর যোদ্ধৃবেশ ও সামরিক প্রতিভার পরিচয়টি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। হুশেন শাহ উড়িষ্যায় সামরিক অভিযান করেন। প্রতাপরুদ্র সে অভিযান ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচল-বাস এবং গৌড়ে ও উত্তর ভারতে গতাগতির সময়ে গৌড় ও উৎকলের সীমান্তে দুর্যোগ ও রাজনৈতিক সংকট থাকলেও উড়িষ্যায় শান্তি বিরাজ করত এবং সেখানকার কর্মজীবন ও ধর্মজীবন অব্যাহত ছিল। মহাপ্রভুর পূর্বে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও বেদান্তি-চূড়ামণি বাসুদেব সার্বভৌম সপরিবারে নবদ্বীপত্যাগ করে উৎকলে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত হয়ে তিনি সপরিজন নীলাচলবাস করেন। প্রতিদিন নীলাদ্রিনাথদর্শন তাঁর নিত্যকর্মের অঙ্গীভূত ছিল। জগন্নাথদর্শনকালেই পাণ্ডার প্রহারে জর্জরিত মূর্ছাপ্রাপ্ত গৌরবর্ণ সুপুরুষ বাঙালী সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে তাঁর ইতিহাসবিশ্রুত প্রথম সাক্ষাৎকার হয়েছিল। বৈষ্ণবেতিহাসের একটি সার্থক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই মণিকাঞ্চনযোগ। বৈষ্ণবচরিত গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, মহাপ্রভুর নীলাচল থেকে গৌড়-বৃন্দাবনের দিকে গতাগতির সময়ে মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও নীলাচলবাসী চৈতন্যপরিকরবৃন্দ মহাপ্রভুর নিরাপত্তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন এবং সর্বপ্রকারের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। দু'-একবার মহাপ্রভু অশ্বারোহী তুরুক সওয়ারের মুখোমুখী হয়েছেনও। তাঁর অন্তর্বলসম্পন্ন নির্বৈর প্রেমস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের মহিমায় ভিন্নধর্মাবলম্বী রাজপুরুষ কোনও অহিতাচরণ করেন নি, বরং মুগ্ধ ও তাঁর উদার মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। চৈতন্যচরিতের এই সমস্ত উপাদানে ইতিহাসচর্চায় নিরত বিশেষজ্ঞদের অবিশ্বাস করবার কোনও হেতু নেই।

শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাসের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তনের জন্ম হয়। সেই অঙ্গনেই এই সদ্যোজাত ভজনাঙ্গীয় সঙ্গীতশিশুটির লালন-ক্রিয়াও সমাধা হয়। অন্তরঙ্গ পরিকরসহ ভাবাস্বাদনযুক্ত এই রহঃকীর্তনের সঙ্গে 'বহিরঙ্গ-সনে' নবদ্বীপে নগরকীর্তনেরও প্রচলন হয়, যার ফলে দেশময় ভক্তিরসাশ্রয়ী একটি গণচেতনার জাগরণ হয়। প্রভাতী সঙ্গীতে বা নামগানের টহলে শ্রীগৌরাঙ্গ "ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম" গাইবার নির্দেশ দিয়ে বিষয়ী নবদ্বীপবাসীদেরকে ভগবদ্‌ভজনার অনুকূলে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কথিত আছে, নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রেমময় ষড়্‌যন্ত্রে টহলদারি ভজনসঙ্গীতের ভাষা শ্রীগৌরাঙ্গের অজ্ঞাতসারে পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিয়েছিল, "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম। যে-জন গৌরাঙ্গ ভজে সে-জন আমার প্রাণ।" শ্রীমন্নিত্যানন্দের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুর এই গণ-

CENTRAL LIBRARY

চেতনাময় নগরসংকীর্তন প্রবর্তনে একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ নাম জপ প্রবর্তনেও হরিদাস অগ্রগণ্য ছিলেন। জপক্রিয়ায় তার নিষ্ঠা, তাঁর নৈতিক চরিত্রবল এবং তার নির্বৈর প্রতিরোধের শক্তির কথাও আজও এ-দেশের মানুষ ভোলে নি। আজকার ভারতসীমান্তের বাইরে যশোর-বেনাপোলের নিভৃত পল্লীতে হরিদাসের কৃপাতিধন্যা পতিতার স্মৃতি-বিজড়িত, হরিদাসের ভজনস্থলী বিদ্যমান রয়েছে।

হরিদাসের যবন হরিদাস আখ্যার মূলে কিছু সত্য নিশ্চয়ই ছিল, যদিও তাঁর জন্ম ও লালন-পরিবেশে মুসলমান সম্পর্কের সমগ্র তথ্যটি এ-পর্যন্ত জানা যায় নি। তাঁর সসঙ্কোচ দৈন্যবিনয়-ভূষিত আচরণ, মন্দিরপ্রবেশের অনিচ্ছা, গম্ভীরাগৃহের অনতিদূরে সমুদ্রতীরে পৃথক অবস্থান, তাঁর প্রতি মহাপ্রভুর প্রীতিপক্ষপাত-পূর্ণ স্নিগ্ধ আচরণ, সমুদ্রসৈকতে হরিদাস-নির্যাণের চিত্তদ্রাবী লোকপাবন কাহিনী, এই সব-কিছু মিলে তাঁর 'যবন-হরিদাস' আখ্যার সত্যতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ইসিম্-জপ বা পবিত্র মন্ত্রজপ ইসলামেও একটি সাধনসম্পৃক্ত ধর্মীয় ব্যাপার। সর্বশেষে হরিদাসের অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনীটিও তাঁর মুসলমান-সংস্রবকে সমর্থন করে। শক্তিশালী মুলুকপতি তাঁকে বিধর্মীর নামমন্ত্রের জপ ত্যাগ করবার আদেশ দেন। তাতে হরিদাস ঠাকুরের উত্তর হ'ল,

"খণ্ড খণ্ড হউ' দেহ বাহিরায় প্রাণ।
তথাপি মুখে না ছাড়িব কৃষ্ণ নাম॥"

হরিদাসকে বাইশটি বাজারে ঘুরিয়ে বেত্রাঘাত করবার নৃশংস আদেশ দেওয়া হ'ল। সাধুসজ্জনের আতঙ্ক ও আর্তনাদের মধ্যে এই লোমহর্ষণ আদেশ প্রতিপালিত হল। মৃত্যুর উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে ভজনপ্রেমিক হরিদাস তাঁর শাস্তিদাতা ও প্রহারকদের জন্য প্রার্থনা করলেন, "মোর দ্রোহে এ সবার নহুঁ অপরাধ।" একমাত্র ভগবান্ খৃষ্ট সম্বন্ধেই এ-কথা শোনা যায়। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পূর্বে তিনি মৃত্যুদণ্ডদাতাদের জন্য এই প্রার্থনাই করেছিলেন। শুনেছি, আজকার সুসভ্য প্রতীচ্য দেশের খ্রীষ্টান-জগতের একটি বৃহদংশ যীশুখৃষ্টের ঐতিহাসিকত্বেই বিশ্বাস করেন না। অখ্রীষ্টান অনধিকারী আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই কাহিনী সত্যমূলক নয়, তারই বা প্রমাণ কোথায়? "ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ।" সে যাই হোক্ হরিদাস ঠাকুর তো কিংবদন্তী নন। হরিদাসের প্রায় সমকালে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা দিয়ে তাঁর চৈতন্যভাগবতে এই নামজপনিষ্ঠ মোহান্ত মহাযোগীর

CENTRAL LIBRARY

প্রেমগম্ভীর মূর্তিটি অঙ্কিত করেছেন। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে হরিদাসের মধ্যে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান (Resurrection) প্রত্যক্ষ করি।

শাসকশক্তির প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় মহাপ্রভুকে কীর্তন প্রচারের প্রথম ভাগে। শ্রীবাস-অঙ্গনে যে সুন্দর সঙ্গীত-শিশুটি জন্মগ্রহণ করল তার কণ্ঠরোধ করে হত্যা করবার আদেশ দিলেন নবদ্বীপের কাজি। নবদ্বীপের এলাকায় কীর্তনের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হল। সম্ভবতঃ স্থানীয় রক্ষণশীল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিজাতবৃন্দের এই ব্যাপারে হাত দিল। কীর্তন-কোলাহলে শান্তিভঙ্গ হয়, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে গীতবাদ্যের সহযোগে অশ্রুতপূর্ব ভগবদ্‌ভজনে ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হয়। এই সমস্ত সম্ভাবিত অভিযোগ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়েও নবদ্বীপের কাজি উপেক্ষা করেন নি। বৈষ্ণবেতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, মহাপ্রভু এই অসঙ্গত আদেশ অমান্য করেন। মহাত্মাজীর আইন অমান্য আন্দোলনের চারশো বছরেরও বেশি আগে এ-ঘটনা ঘটেছিল। নবদ্বীপের সেদিনকার কীর্তনসমারোহের বর্ণনায় বৈষ্ণবচরিতকারেরা মুখর হয়ে উঠেছেন। প্রদোষ-সময়ে আলোকমালায় আম্রপল্লবে ও মঙ্গলঘটে নবদ্বীপ সুসজ্জিত রম্যা নগরীতে পরিণত হয়েছিল, মৃদঙ্গনিনাদে নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। একটি প্রেমাশ্রু-পরিপ্লুত প্রেমিক মানুষ ললাটে তিলকধারী তাঁর অহিংস ভক্তপরিকরদের নিয়ে শাসনদণ্ডধারী ভিন্নধর্মাবলম্বী শক্তিমান্ শাসকের অবিধির বিধান ('Lawless law' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাষায়) লঙ্ঘন করেন। সেদিনকার এই নিরস্ত্র কীর্তনরত বৈষ্ণবজনতাকে কাজি নিশ্চিহ্ন করে দিলেও কোনও কার্যকর প্রতিবাদ বা প্রতিকারের উপযোগী সংস্থা সেদিনকার দুনিয়ায় ছিল না। কিন্তু কাজি তা করেন নি। যে নির্বিরোধ প্রেমিক প্রিয়দর্শন মানুষটি সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণ এই অভয় প্রেমের মন্ত্রে জাগিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে কাজির সাক্ষাৎকার ভাববিনিময় ও ধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হয়। উভয়ের মধ্যে মধুর ব্যক্তিগত প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হল। সেই সঙ্গে কীর্তননিরোধের আদেশ প্রত্যাহৃত হল। মুসলমান শাসনকালে সারা বাংলায় কীর্তনের রোল ও মৃদঙ্গের বোল আকাশ স্পর্শ করেছিল। শুধু তাই নয়, অদূরকালে মহাজন পদকর্তা জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় যোগ দিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমান পদকর্তারা যাঁদের মধ্যে সৈয়দমর্তুজা শালবেগ প্রভৃতির নাম স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। গৌহাটির অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় মুসলমান পদকর্তার রচিত এই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের এক সুন্দর সংকলন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাসহ প্রকাশ করে বৈষ্ণবজগতের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন

CENTRAL LIBRARY

এবং আমাদের দেশের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ইতিহাসে এক নূতন পৃষ্ঠা যোজনা করেছেন।

মহাপ্রভু হুসেন শাহের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন নি, কিন্তু তাঁর দর্শন-পথবর্তী হয়েছিলেন, লোক-সংঘট্টের মধ্যে রামকেলীতে অবস্থানকালে। বাদশাহ প্রাসাদশীর্ষ থেকে এক দিব্যকান্তি হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিপুল জনতা দেখে তাঁর হিন্দু মন্ত্রীর নিকট সন্ন্যাসীর পরিচয়-জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন। তাঁর 'সাধারণ সন্ন্যাসী' পরিচয়ে বাদশাহ সন্তুষ্ট না হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, বেতন না পেলে তাঁর রাজকর্মচারীরা কর্মত্যাগ করে। অথচ কোন-কিছুর প্রত্যাশা না রেখে এই অগণিত জননিবহ কেন সন্ন্যাসীর অনুসরণ করে? বাদশাহের মন্ত্রী সনাতন (সাকর মালিক) কতকটা উদ্বিগ্ন হয়ে গোপনে শ্রীচৈতন্যের রামকেলিত্যাগের ব্যবস্থা করেন। তবে মহাপ্রভুর প্রবল ধর্মান্দোলনে হুশেন শাহ কোনদিন কোনও বৈরূপ্য প্রদর্শন অথবা বাধাদান করেন নি। এর তিনশো বছর আগে বখ্‌তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়ে নবদ্বীপ বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যে নবদ্বীপ আবার মিথিলার বিদ্যার দীপ্তি ম্লান করে বিদ্যাচর্চার প্রাণময় কেন্দ্র হিসাবে নোতুন করে গড়ে ওঠে। হুশেনী আমলের প্রথমদিকে স্বল্পকালের জন্য কিছু অত্যাচার উৎপীড়ন ঘটেছিল। তার পরই নবদ্বীপ নিজ মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রাচীন ন্যায়ের সূক্ষ্মতাবিধান করে নব্যন্যায়ের সৃষ্টি করে। প্রাচীন স্মৃতির যুগোপযোগী উদারপন্থী পরিবর্তন সাধন করে নব্যস্মৃতিরও প্রবর্তন করে। স্মার্ত নবুনন্দন মহাপ্রভুর কিছু আগে-পরে তাঁর প্রসিদ্ধ 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' রচনা করে বিপ্লবের যুগে হিন্দুসমাজের ধর্মানুশাসনের মহৎ দায়িত্ব পালন করেন। যার সমসূত্রে কিছু পরে বৈষ্ণবস্মার্তের 'হরিভক্তিবিলাস' বিরচিত হয়। রঘুনাথ শিরোমণি ও অপরাপর নৈয়ায়িকগণ ন্যায়ের নূতন বিধান রচনা করলেন। তান্ত্রিকচূড়ামণি সাধকপ্রবর কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও এই যুগে তাঁর স্বকীয় পন্থা অনুসরণ করে দেশের সাধনজগতে তাঁর মহার্ঘ দানসম্ভার রেখে গিয়েছিলেন। অবশ্য রঘুনাথ-রঘুনন্দন বা আগমবাগীশের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষসংস্পর্শের কোনও বিবরণ বৈষ্ণবেতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রবেত্তা ও সাধনমার্গচারী যুগন্ধর পুরুষদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের কোনও বিরোধ বা অপ্রীতির সম্পর্কের অনুমান করারও কোন হেতু নেই। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাসের ভাষায়,

"বরণ-আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কারো কোনো দোষ নাহি মানে।"

CENTRAL LIBRARY

একাগ্র ও অনন্যপরায়ণ ভাবে প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি জীবনদর্শন গড়তে গিয়ে অপরাপর পুরুষার্থবিষয়ে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। শুধু তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর পথটি বিরোধ-বিতর্কের পথ নয়, প্রতিষ্ঠার পথ, প্রেমের পথ। আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, হুশেন শাহের আমল থেকে আরম্ভ করে মহারাজ নন্দকুমার এবং তাঁর দীক্ষাগুরু রাধামোহন ঠাকুরের (ওয়ারেন হেস্টিংসের) কাল পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দী কাল ধরে, মুসলমান শাসনকালে, শ্রীচৈতন্যসংস্কৃতি এবং তার অভিব্যক্তিতে বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য, চিত্তদ্রাবী কীর্তনসঙ্গীত, অত্যুন্নত বৈষ্ণবদর্শন এবং সর্বোপরি সাম্যপ্রেম ও ভাবভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই থেকে আমরা একদিকে যেমন এই সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি, তেমন আবার মুসলমান শাসনের বৈদেশিক-লিখিত বিকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণাসমূহ যাচাই করে নিতে পারি। মুসলমানের ভজনালয়ের সন্নিকর্ষে অপরের গীতবাদ্যের অধিকারের সমস্যা নিয়ে সভ্যতালোকিত বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ আমলে আমরা ভারতের হিন্দু-মুসলমান মতৈক্য স্থাপন করতে অক্ষম হয়ে ভারত বিভাগের দ্বারা তার চূড়ান্ত সমাধান করেছি। আর রাষ্ট্রপতি যখন মুসলমান তখন মৃদঙ্গের রোল এবং কীর্তনসঙ্গীত সারা বাংলায় জাতিবর্ণধর্মনির্বিশেষে অভিনন্দিত হয়েছে। আমাদের মনে হয়, চৈতন্যসংস্কৃতি সেদিনকার মানুষকে অনুভব ও আচরণের মধ্য দিয়ে শিখিয়েছিল যে, মানুষে-মানুষে ভেদবৈষম্য যেমন সৃষ্টিপ্রবাহের একটি অলংঘনীয় সত্য, তেমন মানুষে-মানুষে ঐক্যও তার চেয়ে গভীরতর একটি অলংঘনীয় সত্য। শ্রীচৈতন্য তাঁর ভেদ-ভুলানো প্রেম-জাগানো ব্যক্তিত্বে সেই ঐক্যভূমির সন্ধান দিতে পেরেছিলেন।

চৈতন্যসংস্কৃতির নানাদিকের মধ্যে একটি বিশিষ্ট দিক্ বোধ হয় এর মানবিক মূল্যবোধ (sense of human values)। সকল দেশের ইতিহাসেই দেখা যায় যে, যুগে-যুগে, বৈশ্য-মানব বা ধনের মানুষ (The Economic man), ক্ষাত্র-মানব বা বলের মানুষ (The man of might) এবং ব্রাহ্মণ-মানব (The intellectual man, the man of spirit) পর্যায়ক্রমে একের পর অন্য প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাম্যপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে, সকল মানুষের সমানভাবে বাঁচবার এবং বাড়বার অধিকার মেনে নিয়ে নোতুন সমাজ ও রাষ্ট্র গড়বার প্রয়াসে আজকার মানুষের আন্তরিকতার হয়ত অভাব নেই। কিন্তু মানুষের চিন্তায় ও আচরণে কোথাও যেন বড়ো রকমের একটা ফাঁক রয়ে গিয়েছে এ-কালে, যার জন্যে আজও প্রকৃত প্রস্তাবে টাকার মানুষ ও বলের মানুষই পৃথিবী শাসন করছে। সমাজের সর্বস্তরে, এমন কি সারস্বত

CENTRAL LIBRARY

পরিবেশে এবং ধর্মমণ্ডলেও কৌলীন্যমর্যাদায় সমাসীন এই বিত্তশালী মানুষ এবং বিত্তবিক্রীত চিত্তহীন বলের মানুষ। মনের মানুষ, সত্যে ও সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত মানুষ (The man of Spirit) হঠে গিয়েছে। চৈতন্যসংস্কৃতির সব-চেয়ে বড়ো গৌরব, এই অন্তরের ঐশ্বর্যের মানুষ, প্রেম ও চারিত্ররাগে রঞ্জিত এই সোনার মানুষের প্রতিষ্ঠায়। সোনার ধানের দেশ সোনার বাংলায় সোনার মানুষের জয়গানে তাই বৈষ্ণব ও বাউল একসঙ্গে সুর ধরেছিল। বৈষ্ণবীয় মনুষ্যমহিমার ভাব ও কান্তিতে এই জন্য বোধ হয় সোনার এত ছড়াছড়ি। শাস্ত্রের 'রুক্মবর্ণ', 'সুবর্ণবর্ণ', 'হেমাঙ্গ', 'কনকাবদাত', 'পুরটসুন্দরদ্যুতি', পদাবলীর "বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে", "কষিতকাঞ্চন জনু নিরমল গোরা তনু", "চম্পক শোন-কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু-লাবণি রে"! আমাদের এই কথায় অপরিহার্যভাবে অলঙ্কার এসে গেলেও কথাগুলি বোধ হয় অর্থহীন অসার্থক নয়।

শ্রীচৈতন্য জন্মগত জাতিতে বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র (মিশ্র পুরন্দর) শ্রীহট্ট হতে নবদ্বীপে আগত বিদ্যার্থী বৈদিক ব্রাহ্মণ, সে-কালের ভূ-দেব পর্যায়ের মানুষ। তাঁর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী যুগমান্য বাসুদেব সার্বভৌমের বান্ধব ও সমপর্যায়ের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ব্রাহ্মণের বৌদ্ধিক দীপ্তি, তৎকালে অনুশীলিত বিদ্যার সমস্ত শাখায় পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের পারদর্শিতা সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। কিন্তু তাঁর স্বমহিমা সেখানে নয়। তিনি এমন একটি সার্বজনীন মানুষ যাঁর মনুষ্যবৎ আচরণ চিত্তগ্রাহী, দৈন্য বিনয় করুণা সহৃদয়তা ও মানবিকতায় মণ্ডিত। এ-দেশের আপামর-সাধারণ বিস্ময় মেনে সে-কালের আন্তরিকতায়-ভরা ভঙ্গিতে ও ভাষায় বলেছে, "ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে এমন কোলাকুলি" এর আগে আর কেউ প্রত্যক্ষ করে নি। শ্রীচৈতন্যের নিজের উক্তি বলে প্রচলিত শ্লোকে তাঁর সার্বজনীন মনুষ্যত্বের এই পরিচয়টিই ব্যক্ত হয়েছে।

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো বা
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

চৈতন্যচরিতামৃতের উক্তিতে,

"কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

CENTRAL LIBRARY

তাঁরই প্রত্যক্ষ প্রেরণায় জীবন গঠন করে নোতুন স্মৃতিবাক্য গড়েছেন বৈষ্ণব গোস্বামী 'হরিভক্তিবিলাসে' "চান্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ", মুখে-মুখে ঐ-কথা আবর্তিত হয়ে ফিরেছে, কিন্তু তাই বলে একথাও ঠিক নয় যে, শ্রীচৈতন্য বর্ণাশ্রমের উপর আঘাত হেনেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্য ও বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। আমাদের কালের সুবিধাবাদী ব্যাখ্যাতারা শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতির এমন ব্যাখ্যার সাহায্যে আপন স্বপন পরকে দেখিয়ে থাকেন। সারগ্রাহী সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক-বিবেক-সম্পন্ন পদকর্তা গোবিন্দদাস তাঁর গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে বলেছেন,

"বরণ-আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কারো কোনো দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি- দুলহ প্রেমধন
দান করল জগজনে॥"

গোবিন্দদাস বলতে চেয়েছেন, অদোষদর্শী এই মানুষটি ভাঙেন নি, গড়েছিলেন, চণ্ডীদাসের ভণিতায় একটি উক্তি পাওয়া যায়,

"গড়ন ভাঙিতে পারে কত আছে খল।
ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড়ো বিরল॥"

বর্ণাশ্রমী, গৃহী সন্ন্যাসী, কিঞ্চন অকিঞ্চন, 'Haves' এবং 'Have-nots', কাউকে তিনি বাদ দেন নি। তিনি এককে অন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবর্তনা দিয়ে যান নি। দেবতারও দুর্লভ যে প্রেমধন, নির্বিচারে অযাচিতভাবে বিশ্ববাসীকে তাই বিলিয়ে গিয়েছেন এই মহাবদান্য। কালের দূর দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করে তিনি বলেছিলেন,

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

"মোর নাম", অর্থাৎ তাঁরই-আনা, তাঁরই-দেওয়া কৃষ্ণনাম এবং নাম-মাধ্যমে কৃষ্ণ-প্রেম।

"নাম এনেছে নাম এনেছে নাম এনেছে রে।
প্রেম এনেছে প্রেম এনেছে প্রেম এনেছে রে॥"

CENTRAL LIBRARY

গীতাঞ্জলির সুরঝঙ্কারে বিশ্বকবি এই আকূতি ব্যক্ত করেছেন,

"আপনি করে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে।"

জয়দেবের "নামসমেতং কৃতসঙ্কেতম্", বিদ্যাপতির "আনুভব কাহু ন পেখ", চণ্ডীদাসের "কোটিকে গোটিকে মিলে", অদ্বৈতের সুরধুনীতীরের হুঙ্কার, সব-কিছুতেই এই একই আকূতি ব্যক্ত হয়েছিল। মানুষের পিপাসা-দীর্ণ অধ্যাত্মপ্রকৃতির এই আকূতি মিটিয়ে শ্রীচৈতন্যে নাম ও প্রেম রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তাই তাঁর আবির্ভাবে সমাজের সর্বস্তরে প্রাপ্তির যে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, শ্রেষ্ঠ পদকর্তা ভাষায় ও সুরে তাঁকে ব্যক্ত করেছেন,

"কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম- কলপ-তরু সঞ্চরু
সুরধুনীতীরে উজোর॥"

বিদ্যার দীপ্তিতে ও ক্ষুরধার মনীষায়, শ্রীচৈতন্য তাঁর কালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আমাদের কালের কোন-কোন পণ্ডিত তাঁর পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা অস্বীকার করতে চেয়েছেন। তৎকালে-প্রচলিত বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় দিক্‌পাল মনীষীরা তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে শুধু তাঁর ভাগবত জীবনের দ্বারা নয়, তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিচারের সূক্ষ্মতায় বিস্ময় মেনেছেন। অবশ্য গ্রন্থপাণ্ডিত্য তিনি সন্ন্যাসোত্তর জীবনে পরিহার করেছিলেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলেছেন, তাঁর বিদ্যার ফুল ঝরে গিয়ে প্রেমের ফলে পরিণতি নিয়েছিল। শিক্ষাষ্টকের ভাষায় বলতে গেলে তাঁর স্পর্শে ব্রীড়ানম্রা কুণ্ঠিতা "বিদ্যাবধূ" জীবন পেয়েছিল। পাণ্ডিত্যে দিগ্‌বিজয়ী কেশব কাশ্মীরী, সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ, বেদান্তী নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম, বিদগ্ধ ভক্তিবীর রায় রামানন্দ, অশেষশাস্ত্রপারঙ্গম ভক্তিপিপাসু শ্রীরূপসনাতন, দাক্ষিণাত্যে কাশীতে প্রয়াগে মথুরা-বৃন্দাবনে দ্বারকায় আরও কত সুধী ভক্ত মনীষী তাঁর বিচারে উপদেশে স্থাপনায় বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে ভক্তিবিনম্রচিত্তে তাঁকে নতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিশ্ববিজয়ী বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে পাণ্ডিত্যপ্রকাশের যুগেও সাধু দরিদ্র খোলাবেচা শ্রীধরকে কোল দিয়ে, নানা পরিহাস ও আত্মীয়জনোচিত আচরণের মধ্য দিয়ে তার স্বাদু সখ্য আস্বাদন করেছেন। নিঃস্ব শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর দারিদ্র্যের বহির্বাসের

CENTRAL LIBRARY

অন্তরালস্থ প্রেমিক মানুষটিকে আবিষ্কার করে তার ফুটাপাত্রে জল পান করেছেন। নীতিধারণায় এবং চরিত্রমহিমায় কুলিশকঠোর এই মানুষটি মদ্যপ কুক্রিয়াসক্ত জগাই-মাধাইকে নিত্যানন্দের মাধ্যমে সাধুজীবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর অধমতারণ পতিতপাবন মনুষ্যমহিমা স্মরণ করে গোবিন্দ-দাস বলেছেন,

"পতিত হেরিয়া কান্দে থির নাহি বান্ধে
করুণ নয়ানে চায়।"

এই নিকিঞ্চন সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যলাভ করবার জন্যে উৎকল-নরপতি প্রতাপরুদ্রের দীর্ঘ প্রতীক্ষা এবং পরীক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। "নগরকীর্তনে যবে মহাপ্রভু যায়, দীনবেশে মহারাজ পিছু পিছু ধায়।" অর্থবিত্ত ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে মহাপ্রভু দূরে থাকতেন। বিষয়ীর স্পর্শে চিত্তে দীনতা ও মালিন্যের সঞ্চার হয়, প্রতি মানুষের জীবনে এই অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু এই স্পর্শ এড়িয়ে চলবার দৃঢ় সংকল্প ও অনপেক্ষ উদাসীনতা আজকালকার জীবনে দেখা যায় না। আমাদেরই জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন প্রার্থনার পদকার,

"শীত-আতপ বাত-বরিষণ
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি রে।"

মহাপ্রভুর নীলাচলবাসের অন্তরঙ্গ-পরিকর, সাধ্যসাধনতত্ত্বের প্রবক্তা রায় রামানন্দের ভ্রাতা উৎকলরাজের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। একবার রাজস্ব-ঘটিত গুরুতর অপরাধে তাঁর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য মহাপ্রভুর শরণ নেওয়া হয়। অশ্রুসজল করুণাবতার মানুষটি কিন্তু রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করে এ-ভাবে বিষয়ি-সংস্পর্শে আসতে চান নি, অবশ্য এই বৃত্তান্ত অবগত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতাপরুদ্র তাঁকে ক্ষমা করেন। আচরণ বিষয়ে শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত সংযত কঠোর ও দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। ভারতবর্ষীয় আচার্যপরম্পরায় এইজন্য মহাপ্রভুর একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। আচরণ ও অনুষ্ঠানে এমন ঐক্য ও সর্বাঙ্গীণ সংগতি ইতিহাসে দুর্লভ। অত্যল্পভাষী মানুষটির নিজেরই উক্তি,"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখামু"

CENTRAL LIBRARY

পাষাণের রেখার মতো তাঁর স্বচ্ছ জীবনকে চিহ্নিত করেছিল। সন্ন্যাসোত্তর জীবনে রাধাভাবের এই মূর্তবিগ্রহ প্রকৃতি-সম্ভাষণ পরিহার করে চলতেন। নীলাচলে বাসকালে একান্ত অনুগত ভক্ত-পরিকর ছোট হরিদাসকে তিনি বর্জন করেছিলেন এই নীতিভঙ্গের অপরাধে। যাঁর প্রেমকরুণা এবং অশ্রুমন্দাকিনীর প্রবাহ গৌড়বঙ্গ ও উৎকলভূমিকে প্লাবিত করেছিল তাঁর এই অনমনীয় কুলিশকঠোর নীতিদার্ঢ্য মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁকে একক ও অনন্য ব্যক্তিত্বে বিভূষিত করেছে।

গৌড়ের বাদশাহের মন্ত্রিত্ব পরিহার করে যে ত্যাগী শাস্ত্রদর্শী ভাগবত-প্রধান সনাতন গোস্বামী কাশীতে মহাপ্রভুর শরণ নিয়েছিলেন, তাঁর একখানি মাত্র শীতের গাত্রাবরণ 'ভোটকম্বলের পানে' মহাপ্রভু বারবার দৃষ্টিপাত করে চিত্তের অপ্রসাদ জানিয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ সনাতন স্থানত্যাগ করে বাইরে একজন ভিখারীর নিকট থেকে একখানি ছিন্নকন্থা সংগ্রহ করে তাকে ভোট-কম্বলখানি দিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি শরণাগত-বৎসল মানুষটির দৃষ্টিপ্রসাদলাভ করেন। এই সমস্ত ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। সপ্তগ্রামের ধনীর দুলাল রঘুনাথ যখন 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য' ও 'অপ্সরাসম স্ত্রী' পরিত্যাগ করে নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করেন, তখন এই মহাবৈরাগীর প্রতি তিনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন এ-কালে আমাদের তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য কথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥"
"জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

অথচ আর-একবার শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে এই চরণাশ্রয়প্রার্থী বিরাগী ধনিসন্তান যখন ভোগের শিকল ভেঙে ছুটে এসেছিলেন, তখন তিনি এই বলে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন,

"স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার॥"

CENTRAL LIBRARY

রঘুনাথ প্রতিবার মহাপ্রভুর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। 'ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে' এই জাতীয় উপদেশ এত বড়ো বৈরাগীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ছিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই উপদেশ পাষাণের রেখার মতো রঘুনাথের হৃদয়ে দাগ কেটেছিল। মন্দিরের সিংহদ্বারে যে বাসি প্রসাদান্ন পসারীর বিকোত না, 'গাভী-আগে' যে ভাত 'ডারিয়া' দেওয়া হত, যে দুর্গন্ধ ভাত থেকে তৈলঙ্গী গাভীও মুখ ফিরিয়ে নিত, সেই প্রসাদান্ন ঘরে এনে 'বহুপাণি' দিয়ে ধুয়ে ফেলে তার ভিতরকার দড় শ্বাস অলবণ খেয়ে ভজনের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছিলেন দাস-গোস্বামী, এ-সমস্ত বিবরণ রঘুনাথের রাধাকুণ্ডের নিত্যসহচরী কৃষ্ণদাস কবিরাজের দেওয়া।

বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাগত ভক্তের দেখা পেলে মহাপ্রভু ঔৎসুক্য নিয়ে রূপসনাতনের বার্তা নিতেন,

"কহ তাহা কৈছে রহে রূপসনাতন।
কৈছে রহে কৈছে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥"

ভক্তমুখে মহাবৈরাগী ভ্রাতৃদ্বয়ের ভজনবার্তা পেয়ে মহাপ্রভুর ও মহান্তগণের মহাসুখের উদয় হত।

"অনিকেত দুঁহে বনে যত বৃক্ষগণ।
একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা কাহাঁ মাধুকরী।
শুষ্ক রুটি চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্তন-উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন চারিদণ্ড শয়নে।
নাম-সংকীর্তন-প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য-কথা শুনে করে চৈতন্য-চিন্তন॥"

চৈতন্য-সংস্কৃতি সে-দিন আমাদের অবিশ্বাস্য এমন কত বাস্তব চিত্র দেখিয়েছিল মানুষকে। আমরা অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত করে বসি, ধনোৎপাদন বিষয়ভোগ পরিবার-প্রতিপালন রাজকার্য জ্ঞানসাধনা প্রভৃতির সুষ্ঠু পরিচালনার উপর সমাজ ও রাষ্ট্রের যে কাঠামো দাঁড়িয়ে রয়েছে চৈতন্য-সংস্কৃতি

CENTRAL LIBRARY

তাকে ভেঙে দিয়ে পরিবারবন্ধন শিথিল করে সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের অনুকূলে প্রবল ভাবান্দোলনের প্রবর্তন দিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সংস্কৃতি এমন কিছুই করে নি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস সন্ন্যাসের ইতিহাসে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সাধারণতঃ সন্ন্যাসী পূর্বাপ্রেমের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন, কিন্তু এই সন্ন্যাসী সন্ন্যাসোত্তর জীবনের বাসস্থান নীলাচলে নির্ধারণ করেন পূর্বাশ্রমের জননীর আদেশে। অদ্বৈতগৃহে শান্তিপুরে সন্ন্যাসি-সন্তানের সঙ্গে যখন মায়ের মিলন হয়, তখন এই সন্ন্যাসী অপরাধীর মতো তাঁর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হয়েছিলেন। মায়ের বক্ষে স্থানলাভ করে সেদিন তিনি অশ্রুবর্ষণ করে ভূখণ্ডে এক নোতুন স্বর্গের সৃষ্টি করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্তার তুলিকায় অঙ্কিত সে চিত্রের যথার্থতায় সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। 'শচীর রন্ধনে' উপস্থিত থাকার প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করতেন বলে ভক্তজন বিশ্বাস করেন। বৃন্দাবন যাত্রাকালে ভাগীরথী ও গর্ভধারিণীকে লংঘন করে তিনি পথপরিক্রমা করেন নি। "বঙ্গদেশে আছে মোর দুই সমাশ্রয়। জননী জাহ্নবী এই দুই মহাশয়।" দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৃহীত-সন্ন্যাস অগ্রজ বিশ্বরূপের অন্বেষণ করেছিলেন। মানবিকতার সুকুমার বৃত্তিগুলি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কঠোরতার সঙ্গে ভূষ্যভূষণভাব আশ্রয় করেছিল।

শ্রীচৈতন্যের প্রিয়পরিকর শ্রীরূপসনাতনও সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ না করলেও সন্ন্যাসের কঠোরতা অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু এই পরম বিদগ্ধ ভজন-নিপুণ ভ্রাতৃদ্বয় গভীর সৌভ্রাত্রে এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবের প্রতি গভীর বাৎসল্যের সঙ্গে যেন অধ্যাত্মলোকের একটি পরিবারবন্ধন স্বীকার করে অনাসক্ত প্রেমভজনের আশ্রয় বৃন্দাবনে জীবনযাপন করেন। শ্রীরূপ উজ্জ্বল-নীলমণির প্রথম বন্দনাশ্লোকে তাঁর সনাতন-বন্দনায় যুগপৎ সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও অগ্রজ সনাতনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধানতি জ্ঞাপন করেছেন। স্থানান্তরে আমরা তার উল্লেখ করেছি। এই সমস্ত থেকেই প্রতীত হয়, চৈতন্যসংস্কৃতি সংসারাশ্রমের প্রতি অত্যন্তিক অনীহা ও সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি অত্যাগ্রহের সৃষ্টি করে নি। পরিবার সমাজ ও দেশকে কৃষ্ণপ্রেমাঞ্জন-মাখা নতুন চোখে দেখে ভগবৎ-প্রেমের ভিত্তিতে মানবপ্রেমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নাম-প্রচারের প্রধান সহায় শ্রীমন্নিত্যানন্দের হাতে গৌড়দেশ সমর্পণ করে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করে "জন্ম সার্থক কর করি পর উপকার" সাধারণের প্রতি এই ছিল তাঁর একটি মহান্ উপদেশ। নিত্যানন্দকে তিনি সংসারী হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

জীবনের যে-ভূমিতে, যে-কোটিতে যিনি অবস্থিত, সকলেই পরম সত্যের সঙ্গে একটি হৃদ্য সম্পর্ক আবিষ্কার করে জাগতিক সমস্ত সম্পর্ক এবং ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত লক্ষ্য এর দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করে ঐক্য প্রীতি সংযম সুরুচিপূর্ণ সমরস-চেতনায় সমৃদ্ধ একটি জীবনবাদ অঙ্গীকার করবেন, ব্যক্তিগত জীবনে এই সংস্কৃতির লক্ষ্য ছিল অনেকটা এইরূপ। বিদ্বেষ ও বাহুল্যবর্জিত সর্বোদয়-ভিত্তিক একটি সমাজব্যবস্থার বিবর্তন এই সংস্কৃতির অভীপ্সিত সামাজিক পরিণাম।

ধর্মার্থকামমোক্ষ, এই চতুর্বর্গের বাইরে এ-যাবৎকাল মানবসভ্যতা কোনও পুরুষার্থ কল্পনা করতে পারে নি। আধুনিকতম সমাজতন্ত্রবাদ পর্যন্ত এই চতুর্বর্গের আওতায় এসে যায়। স্বতন্ত্রভাবে এগুলির অসম্পূর্ণতা ও অ-সার্থকতা প্রতিপাদন করে চৈতন্যসংস্কৃতি প্রেমকে পঞ্চম বা পরম পুরুষার্থ-রূপে উপস্থাপিত করে যা বলতে চেয়েছিল তা বোধ হয় এই। এই সমস্ত পুরুষার্থের কোনটিই সমগ্র নয়, মনুষ্যত্বের গভীরতম আকুতি মিটিয়ে জীবের স্বরূপবিকাশে সহায়তা করবার শক্তি এর কোনও একটির মধ্যে নেই। অর্থ Economic man কে যতদূর পর্যন্ত নিয়ে যায় সেখানে গিয়ে মানুষের অনিবার্য উপলব্ধি হবে, "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।" "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" কাম Sensuous man কে হয়ত কিছু তৃপ্তি দিতে পারে। কিন্তু সেখানেও অতৃপ্ত মানুষ আবিষ্কার করবে "ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি", "যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষঃ। যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।" আধুনিক বিজ্ঞান ভোগের পর্বতপ্রমাণ উপচার পুঞ্জিত করে তুলেছে। ধনোৎপাদনের আজকার যে সামর্থ্য মানুষ অর্জন করেছে, উৎপাদিত ধনের যে অনর্থকর পরিমাণ আজ মানুষের হাতে এসে জমেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি আর দেখা যায় নি। পুরাণে বর্ণিত রাজা ধরিত্রী দোহন করেছিলেন বলে উক্ত হয়েছে। কবি ও শাস্ত্রকাররা চিন্তামণি, কামধেনু ও কল্পতরুর কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু আজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভূগর্ভে শ্রমশক্তি তাড়িত শক্তি চৌম্বক শক্তি পারমাণবিক শক্তি অজস্র ধনোৎপাদন করে বসুন্ধরার ধনভাণ্ডার কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলছে। কিন্তু বিপুল বিত্তবিভবের পাশে অবিশ্বাস্য অনটন ও সর্বনাশা দারিদ্র্য বিরাজ করছে। বসুন্ধরা মায়ের অগণিত সন্তান ক্ষুধার অন্ন হতেও বঞ্চিত। অন্যদিকে পুরাণবর্ণিত বিশ্বনাশী কুলিশের মতো আয়ুধও সেই সঙ্গে মানুষের হাতে প্রলয়ের আভাস সূচনা করছে। বিশ্বশান্তি, কল্যাণরাষ্ট্র, সর্বোদয়, সর্বার্থসাধক প্রকল্প কথায় আড়ম্বরে আয়োজনে আশায় আশ্বাসে মানুষের বুক ভরে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তব

CENTRAL LIBRARY

প্রত্যক্ষের বিষয় এই যে, দূরে নিকটে সর্বত্র অভিজ্ঞতায় আশঙ্কায় মানুষ মরণাম্বুধির দিকে এগিয়ে চলেছে। আত্মঘাতী শ্রেণীবিদ্বেষে, হিংসাতীব্র অসহিষ্ণুতায়, ধৃতিকেন্দ্রহীন নিয়ত-পরিবর্তনশীল মতবিভ্রমে, সুস্থির সুনিশ্চিত নির্ভরযোগ্য জীবনদর্শনের অভাবে বিদ্বেষজর্জরিত মরণভয়াতুর মানুষ প্রতিকারহীন প্রলয়ের মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা গণনা করে মহতী বিনষ্টির প্রতীক্ষা করছে। সব-চেয়ে উপেক্ষিত ও উপহসিত বস্তু আজ ধর্ম। নানা সম্প্রদায় দীর্ণ অস্থিপঞ্জরের মধ্যে হয়ত 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য' বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু জীবনে আচারণে, পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে শিক্ষায় শিল্পে বাণিজ্যে সাহিত্যে সঙ্গীতে সর্বক্ষেত্রেই ধর্মচেতনা বহিষ্কার লাভ করেছে। সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে বিরাজ করছে আজ অর্থনীতি-নির্ভর রাজনীতি-সচেতনতা Politico-Economic Consciousness)। The man of spritit হার মেনেছে আজ এই Politico-Economic man-এর কাছে। পরিপ্রশ্ন-মুখর জড়বাদ আজকার দুনিয়ার পরম ধর্ম। তাই আজ চৈতন্যসংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে বিশ্বমানবের কাছে বিশ্ববৈষ্ণবকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং নিজস্ব ভঙ্গিতে জীবন দিয়ে আচরণ দিয়ে প্রত্যয়ের প্রাণস্পর্শী ভাষায় বুঝোতে হবে রাধাভাব ও শ্রীচৈতন্যসংস্কৃতির সহজ অথচ গভীর কথাগুলি। বুঝোতে হবে ভাগবতের

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং।
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্॥"

প্রেমধর্ম এমন বস্তু যাতে কোনও ছলনা নেই, ফাঁকি নেই, নেশা নেই। স্বতঃস্ফূর্ত এই বাস্তব বস্তু, জৈবসত্তার সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্যই এর মর্মান্তিক প্রয়োজন It is both a biological and a spiritual necessity। মাৎসর্যবিহীন শ্রেয়ঃকাম মানুষের এটিই একমাত্র অবলম্বন। এটি অপরোক্ষানুভবের বিষয়। এখানেই বিশ্বকল্যাণ পুঞ্জিত, এখানেই সমস্ত জ্বালা বিক্ষোভ বিপ্লব ও সমস্যার প্রতীকার।

পৃথক্‌ভাবে অসম্যক্ পুরুষার্থগুলিরও পরম বিকাশ পরমপুরুষার্থরূপ এই প্রেম। এই প্রেমই প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও পরম ধর্ম। সেই প্রেমের সর্বগরীয়সী সর্ববরীয়সী স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা। শক্তির অনন্তবৈচিত্র্যে শক্তিমান্ প্রেমময় পূর্ণব্রহ্ম অদ্বয় ব্রজেন্দ্রনন্দের অভিন্নপ্রেমময়ী হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকা। অচিন্ত্যভাবে ভিন্নাভিন্ন এই দুয়ের প্রত্যক্ষীভূত প্রকাশ বা প্রকটবিগ্রহ রসরাজ-মহাভাব-মূর্তিধর রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত গৌরকৃষ্ণ, আমাদের পৃথিবীতে প্রেমের ঠাকুর। বৈষ্ণব সাধনা প্রেমেরই সাধনা। মহাপ্রভু প্রেম এনেছিলেন, আর নাম এনেছিলেন। প্রেম অতি সুদুর্লভ বস্তু। একটু

CENTRAL LIBRARY

আত্মস্থ হলেই আমরা এ-কথা বুঝতে পারি। উত্তম পুরুষের একবচন ছাড়া আর কাউকে আমরা ভালবাসতে পারিনে। প্রেম তাই প্রয়োজন বা পুরুষার্থ। প্রেম যাঁর বস্তু শুধু তিনিই দিতে পারেন। কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেমপ্রদ। তাঁকে নমস্কার, তাঁতেই শরণাগতি।

১৩—২২০৩বি

CENTRAL LIBRARY

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নামতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনাম অভিন্ন। তাই কৃষ্ণনাম কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে। নামের সঙ্গে নামী নেমে আসেন, আমরা যখন অবনত হই। নাম নামী অভিন্ন,

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥"

নামতত্ত্ব শ্রুতির প্রণবতত্ত্ব, একই তত্ত্ব। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন, "ওম্ ইতি ব্রহ্ম।" গীতা বলেন,

"পিতাহমস্য জগতঃ মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥"

ওঙ্কার বা প্রণবস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে অনন্তস্বরূপে প্রকাশমান। "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি।" কঠোপনিষদ বলেন, "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।" ১।২।১৬॥ এই প্রণবরূপ অক্ষরকে জানলে যিনি যা ইচ্ছা করেন, তিনি তা লাভ করেন। ঋগ্বেদেও নামমাহাত্ম্যের কথা পাওয়া যায়, "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবিক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসদিতি॥" ১।১৫।৩॥ "হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, সুতরাং স্বপ্রকাশ। তাই নামের মহিমা সমগ্র না জেনে কিছুমাত্র জেনেও যদি নামগ্রহণ করা যায় তাহলে তোমার দিকে সুমতি বা ভক্তিলাভ করা যায়।" সর্বপ্রকার সাধনপন্থায় যে বিভিন্ন ফল পাওয়া যায়, নামসাধনায়ও সেই ফল পাওয়া যায়। নাম মহামন্ত্র। তাই মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন, নাম গ্রহণ করে কেন তিনি হাসেন, কাঁদেন, নাচেন, গান করেন। "কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব।" অনেক নাম। সকল নামেরই অনেক মাহাত্ম্য। হরিভক্তি-বিলাসে প্রভাসখণ্ড বলেন,

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

CENTRAL LIBRARY

শ্রদ্ধা বা হেলার সঙ্গে একবার কৃষ্ণনাম কীর্তিত হলে নরমাত্র উদ্ধার পেতে পারেন,

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেম দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্তন।"

'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' পদ্মপুরাণের বিষ্ণুধর্মোত্তর-বচন উদ্ধার করেছেন,

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্ নামনামিনঃ॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন, "একমেব সচ্চিদানন্দ-রসাদিরূপম্ তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতম্।" একই সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব, নাম ও নামী এই দুইরূপে আবির্ভূত হন।

মহাপ্রভু পরিষ্কার করে বলেছেন,

"কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥" ২।১৭।১৩০

নাম শুধু উপায় নয়, উপেয়ও বটে। সর্ববেদ পাঠের ফল পাওয়া যায় নামকীর্তনে। সর্বতীর্থ হতে নামের মাহাত্ম্য অধিক। সকল পুণ্যকার্যের চেয়ে নামগ্রহণের পুণ্য অধিক। নাম ভগবানের প্রীতিদায়ক। নামের ভগবদ্-বশীকরণের শক্তি সম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাসে অসংখ্য উক্তি রয়েছে। হরিভক্তিবিলাস-ধৃত আদিপুরাণের একটি বচন এই,

"গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দনঃ॥"

মহাভারতেও এই নামমাহাত্ম্যের রোমাঞ্চকর বিবরণ পাওয়া যায়। কৌরবসভায় বলকর্ষিতা দ্রৌপদী বস্ত্রহরণের মহাবিপত্তিকালে "গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়" বলে আর্তস্বরে উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণকে ডেকেছিলেন, দূর থেকে

CENTRAL LIBRARY

আর্তকণ্ঠের সেই আহ্বানের ঋণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে কৃষ্ণকে বিচলিত করেছিল। হরিভক্তিবিলাস-ধৃত বচনে পাওয়া যায়,

"ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥"

নামমাহাত্ম্যের পুনরাবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা চৈতন্যসংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ সুফল। এই সংস্কৃতির পরমরহস্য বিশ্বকবির লেখনী মুখে রহস্যজনকভাবে উৎসারিত হয়েছে,

"রয়েছো তুমি একথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে,
আপনি করে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে।"

চৈতন্যসংস্কৃতির সর্বাতিশায়ী প্রভাব বিশ্বকবির এই অনুভবের মূলে অবিসংবাদিতভাবে কাজ করেছে। চৈতন্যসংস্কৃতি সত্যই সহজ করে দিয়েছিল শ্রুতির গভীরতম সত্যকে, "অস্তি ভাতি প্রিয়ং ব্রহ্ম"। মানুষের সব কাজেই নাম ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল,

"খাইতে শুইতে যথা-তথা নাম লয়।
দেশকাল-নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয়॥"

এখানে মহাপ্রভুর স্মরণমঙ্গল শিক্ষাষ্টকের নামানুভব-সম্পর্কিত ক'টি শ্লোকের কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক এই,

"চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥"

এই শ্লোকে 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্' উদ্দেশ্য, বাকি পদগুলি সব বিধেয়। সন্নিহিত সম্মুখস্থ বস্তু স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্ব ফেলে। দর্পণে মালিন্য

CENTRAL LIBRARY

থাকলে প্রতিবিম্ব পড়ে না। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন চিত্তদর্পণ পরিমার্জিত করে। চিত্তশুদ্ধির জন্য নানা আচার, আচরণ, প্রকরণ, ভজন সাধনের ব্যবস্থা আছে। কৃষ্ণনাম চিত্তশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়।

সংকীর্তন হইতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তিসাধন উদ্‌গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥

দাবাগ্নি বাহির থেকে আসে না। বনের ভিতরে বৃক্ষে-বৃক্ষে ঘর্ষণ হতে উদ্ভব হয় দাবানল। তাতে সমস্ত বন দগ্ধ হয়। আমাদের মনের গহন অরণ্যে কত দুর্বাসনা, কুমতি-কলাপ, ভগবদ্বহির্মুখতার অবশ্যম্ভাবী ফল। তার থেকে উদ্ভূত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সারা জীবন দগ্ধ হই আমরা সেই দাবানলে। মেঘাদি উপর থেকে বর্ষণ করে, তাতে দাবানল নির্বাপিত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন বারিবর্ষণের মত আমাদের মনের দাবানল নির্বাপিত করে। লক্ষকোটি জীবনের অভিজ্ঞতা এটি, সহজেই পরীক্ষাসাধ্য। স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়। আমাদের সত্যকার শ্রেয়ঃ যেটি ভগবৎ-প্রীতি, আত্মসুখবাসনার পর্যবসান যে কৃষ্ণসুখৈকবাসনায়, জ্যোৎস্নার মত তাকে বিকশিত করে তোলে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন। "বিদ্যাবধূ-জীবনম্"—সুন্দর কবিত্বপূর্ণ এই বিশেষণটি। বধূ লজ্জানম্র কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠিত হয়ে হৃদয়ে প্রেমের ডালি সাজিয়ে প্রতীক্ষা করেন দয়িতের জন্য। স্বামীর স্নেহস্পর্শ তাঁর সমস্ত কুণ্ঠার আবরণ উন্মোচন করে সেবার সমস্ত আগ্রহকে সার্থক করে তোলে। বিদ্যাও বধূর মতো কুণ্ঠিত ও অবগুণ্ঠিত, এর সার্থকতা বিধান করে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিকামনায় সমস্ত বিদ্যার পরম সুন্দর পরিণতি। আনন্দের পিয়াসী আমরা, এতটুকু আনন্দের কণাও জীবনে আস্বাদন করতে পারি নি। গোবিন্দদাসের প্রাণ-নিঙড়ানো আকুতির ভাষায়,

"শীত-আতপ বাত-বরিষণ
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি রে॥"

নামসংকীর্তনে আনন্দের সাগর দোলা দিয়ে ওঠে, আনন্দাম্বুধিতে নিমজ্জন করে দেয়। নামাক্ষর পদে পদে পূর্ণামৃতের স্বাদ এনে দেয়। কীর্তনকারীর

CENTRAL LIBRARY

রসনায় উচ্চারিত নৃত্যতালে সুরসংযোগে পরিগীত নামাক্ষরের এই শক্তি-পরীক্ষা সুসাধ্য।

শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোক এই,

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

তোমার অনেক নাম। দেশে-দেশে যুগে-যুগে তোমার অনন্ত নাম মানুষের মুখে-মুখে আবর্তিত হয়েছে, ভক্তিতে প্রেমে। বিশ্বোদার সর্বগ্রাহী উদারতায় সমন্বয়াচার্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ভগবানের সমস্ত নামই স্বীকার করে নিয়েছেন। হরিভক্তিবিলাস বলেন,

"সর্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্বার্থেষু কীর্তয়েৎ॥"

কিন্তু নামটি প্রিয়নাম হওয়া চাই, ভাগবতেও "স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা"। বৃহদ্ ভাগবতামৃত তাই বলেন,

"সর্বেষাং ভগবন্নাম্নাং সমানো মহিমাপি চেৎ।
তথাপি স্বপ্রিয়েণাশু স্বার্থসিদ্ধিঃ সুখং ভবেৎ॥"

"নিজসর্বশক্তিঃ তত্রার্পিতা"। নাম শুধু নামাক্ষর নয়, ভগবান্ তাঁর সমগ্র শক্তি নিঃশেষে তাঁর নামে সঞ্চার করেছেন। ভাগবতী শক্তি সমগ্রভাবে নামে অর্পিত হয়েছে। মাধুর্য সৌন্দর্য করুণা ভগবানের সমস্ত শক্তি ও গুণ নামে বিরাজ করে। "নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ"। ভগবৎ-স্মরণের কালাকাল নেই। সর্বদা সর্বত্র সর্বথা এই নাম নেওয়া যায়।

"খাইতে-শুইতে যথা-তথা নাম লয়।
দেশ-কাল নাম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥"

মহাপ্রভুর মহাবাক্যের শক্তি ও সম্ভাবনা অনন্ত। "নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ", প্রচলিত এই অন্বয়ের ঈষৎ পরিবর্তন করে পাঠ ধরা যায়, "নিয়মিতঃ স্মরণেন

CENTRAL LIBRARY

কালঃ"। 'ন' নিষেধার্থক অব্যয় না হয়ে 'স্মরণে' পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'স্মরণেন' (অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া) রূপে পরিণত হ'ল, সে-ক্ষেত্রে পরিবর্তিত অর্থ হয়, কাল ভগবৎ-স্মরণের দ্বারা নিয়মিত। অর্থাৎ কাল ভগবৎ-স্মৃতিরই বিততি বা বিস্তার (Time is but an expansion of the Divinie Idea)। শিক্ষাষ্টকের শ্লোকাংশের এই নব-লব্ধ তাৎপর্যের বিষয়ে রসিক ও ভাবুক জনকে চিন্তা করবার অনুনয় জানাই। শ্লোকের পরবর্তী অংশে মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করে বলছেন, এত কৃপা তোমার, নাথ, তবুও আমাদের এমনই দুর্দৈব যে তোমার নামে আমাদের অনুরাগ জাগল না।

নাম সম্বন্ধে ৩য় শ্লোকটির ভূমিকায় এইভাবে চরিতামৃতে বলা হয়েছে,

"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥"

সেই শ্লোকসারাৎসারটি এই,

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

হরিকীর্তন করতে হবে তৃণ হতে সুনীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হয়ে। ভগবৎসেবার অধিকার চাইবার এটিই একমাত্র ভঙ্গি, এরই নাম বৈষ্ণবীয় দৈন্যবিনয়। সর্বকালের সর্বযুগের ভগবৎসাধনায় এই দীনতাবোধ বা humility কোন-না-কোন ভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

গীতাঞ্জলির প্রথম গীতের শুভ সমারম্ভ এই দীনতা দিয়ে,

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।"

বৈষ্ণব জগতের বেদমন্ত্রের মতো এই সহজ প্রাণস্পর্শী শ্লোকটির অতি সুন্দর ব্যাখ্যা কবিরাজ গোস্বামীর পয়ারে রয়েছে। এ-কালের মানুষের কাছে এই

CENTRAL LIBRARY

শ্লোকটি সম্বন্ধে আমার নিজেরও একটি নিবেদন আছে। নীতিবাদী আধুনিকেরা প্রশ্ন তুলেন, 'Is humility consistent with self-respect and veracity?'' দৈন্যবিনয় কি আত্মমর্যাদা ও সত্যানুরক্তির অনুকূল, না পরিপন্থী? আমরা শুধু বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গির দোহাই দিয়ে এই প্রশ্ন তুলে থাকি। সহজ বুদ্ধি দিয়ে দেখতে গেলে প্রকৃত আত্মমর্যাদা কোথায়? আমার বিকাশের অনন্ত সম্ভাবনায়, আমার স্বরূপ আবিষ্কারে এবং স্বরূপে অবস্থানেই যথার্থ আত্মমর্যাদা। বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলেও মায়ার তিমিরাবরণ ভেদ না করলে তো স্বরূপের উদ্‌ঘাটন হবে না, ভক্তিপথিকের দৃষ্টিতেও মায়াপিশাচীর কবলিত ভগবদ্‌বহির্মুখ দেহাভিনিবেশসম্পন্ন ক্ষুদ্র অহং, উত্তম পুরুষের একবচনের বর্তমান আমিটিকে নিয়ে তো আমার মর্যাদা নয়। সুতরাং আমার স্বরূপোপলব্ধির বা আমিত্বের প্রসারের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন, বর্তমান আমিত্বে অতৃপ্তি ও দীনতাবোধ। দেহে-মনে নীতিতে আধ্যাত্মিক সত্তায়, অন্নময় প্রাণময় মনোময় জ্ঞানময় বিজ্ঞানময় কোষে আমার স্বরূপোপলব্ধিতে আমার যে পরম মর্যাদা এবং এই মর্যাদালাভের যে পরম সত্য সেই দিক্ দিয়ে এই দীনতাই অধ্যাত্মজীবনে প্রথম পদক্ষেপ (বৌদ্ধ-পরিভাষায় 'সোতাপন্ন' অবস্থা)। আত্মমর্যাদা ও সত্যানুরক্তির অনুরোধেই এই দীনতার আশ্রয়। যথার্থ নরোত্তম হয়েও শ্রীল্ ঠাকুর মহাশয় প্রাণ-গলানো আর্তিপ্রকাশ করেছেন,

"ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করোঁ এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার-নিধি পাপে ডুবাওল বিধি
চুলে ধরি কর মোরে পার॥"

প্রার্থনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাসও দীক্ষোত্তর নবজীবন লাভ করে এই প্রাণ-নিঙড়ানো অনুশোচনা ব্যক্ত করেছেন,

"শীত-আতপ বাত-বরিষণ
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি রে॥"

CENTRAL LIBRARY

আমাদের, আধুনিক মানুষের, সকলেরই এই তো প্রকৃত জীবনেতিহাস। বিত্তবিভবশালী রাজানুগ্রহপুষ্ট মৈথিল কবিও ভিতর-বাহির একাকার করে স্বীকার করেছেন,

"যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ
মেলি পরিজন খায়।
মরণকো বেরি হেরি কোই ন পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়॥"

অথবা,

"আধ জনম হাম নিন্দে গমায়লুঁ
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রসরঙ্গে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা॥"

'তৃণাদপি' শ্লোকের রচয়িতা 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি'র পদাবলী কেন "রাত্রিদিন গায় শুনে পরম আনন্দ", তার সদুত্তর পাই বহুসমাদৃত রাজকীয় কবির এই জাতীয় কঠোর আত্মবিশ্লেষণাত্মক প্রার্থনার পদে,

"গণ ইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।"

গুণী বলে যখন সমাদৃত হই, বিদ্বান্ সচ্চরিত্র পরার্থপর প্রভৃতি প্রশংসাবচন যখন শিরে বর্ষিত হয় তখনও "আত্মা জানাতি" আমার ভিতরকার সমস্ত ফাঁকি। আমার অপরিসীম অপূর্ণতাকে আমি জানি, অন্তর্যামীরও অগোচর নয়। কতটুকু আমি জানি, তার তুলনায় কত বেশি জানি-নে, তার বোধও তো আমার হয় নি। কতটুকু আলো আমার ভিতরে, তুলনায় কত গভীর কালো সেখানে। ধর্মান্তরিত বিশালপ্রাণ কবি মধুসূদনের এই দীনতাশ্রয়ী কঠোর আত্মবিচারণামূলক বৈষ্ণবীয় দীনতার পরিচয় পাই, তাঁর অকপট প্রাণস্পর্শী স্বীকৃতির মধ্যে,

"বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে?"

আমরা জানি অর্থের আসক্তির তিনি ঊর্ধ্বে ছিলেন, অর্থমুষ্টিকে তিনি ধূলিমুষ্টি মনে করতেন। পত্নীপুত্রের মুখের অন্ন ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু তাদের

CENTRAL LIBRARY

হাতে তুলে দেবার জন্য বহু কষ্টে অর্জিত অর্থ তিনি গণনা না করেই দুঃখীর দুঃখনিবারণের জন্য বিলিয়ে দিতেন। তথাপি তাঁর অন্তিমের এই আত্ম-ধিক্কার। আমরা পূর্বে মধুসূদনের বৈষ্ণবীয় ভাবাবেগের গাঢ়তার কথা ইঙ্গিত করেছি। আত্মসমীক্ষা-মূলক এই দৈন্যবিনয় শুধু বৈষ্ণবচরিত্রের মাধুর্য সম্পাদন করেছিল তা নয়, ভারতীয় জীবনাদর্শের ভিত্তিই এর উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দৈনন্দিন সন্ধ্যাবন্দনা ও নিত্যকর্মে আত্ম-সমীক্ষার এই অভ্যাসটি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। অথবা ভারতীয় কেন, বিশ্ব-মানবতার লক্ষ্যও এই আত্মসচেতন বিশ্বতোমুখী সর্বগ্রাহী সহিষ্ণু উদার মাধুর্যমণ্ডিত দৈন্যবিনয়। মৈত্রেয়ীর বাণীতে এই অমৃত-সঙ্কেত একদিন বেজে উঠেছিল, "কিমহং তেন কুর্যাম্ যেনাহং নামৃতা স্যাম্"। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের প্রথম দ্রষ্টা পাশ্চাত্ত্য মনীষী বিজ্ঞানসাধক নিউটন বলেছিলেন, অপরিমেয় জ্ঞানমহার্ণব সম্মুখে প্রসারিত, তিনি বেলাভূমিতে উপলখণ্ড আহরণ করছেন মাত্র।

বৈষ্ণবীয় দীনতা প্রসঙ্গে সসঙ্কোচে আর একটি কথার অবতারণা করি। শ্রীকৃষ্ণপ্রণাম মন্ত্রের শেষে পঠনীয় মন্ত্রাংশটি সাধারণতঃ পরিত্যক্ত হয়,

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

আশৈশব পূজাপ্রণামে দেখে এসেছি এর সঙ্গে বাকিটুকুও পড়া হয়েছে,

"পাপোঽহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বপাপহরো হরিঃ॥"

আমাদের প্রশ্ন, এ-যুগের নবধর্ম-চেতনা দিয়ে শেষের অংশ কেন পরিত্যক্ত হয়? 'তত্ত্বমসি' বোধ থেকে? এই অংশ "অহং ব্রহ্মাস্মি"র পরিপন্থী বলে? তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় কোন্ "ত্বম্" কোন্ "অহম্"-এর পরিপন্থী এই প্রপত্তি?

মোহমুদ্গরে যখন পজ্ঝটিকা ছন্দের দোলায় দুলে আবৃত্তি করি, "মূঢ় জহিহি ধনাগমতৃষ্ণাং", অথবা

"বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ
তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লীনঃ॥"

CENTRAL LIBRARY

তখন "পাপোঽহম্ পাপকর্মাহম্ পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ" বললে কি আত্মমর্যাদা (Self-respect) বা সত্যানুরক্তি (Veracity) ক্ষুণ্ণ হবে? আচ্ছা ধরে নিলাম, আমি পুণ্যাত্মা, আচরণে আমি নিষ্কলুষ, নির্ধূতকল্মষ, আমি নিজেকে "পাপোঽহং পাপকর্মাহং" কেন বল্‌ব? কিন্তু "পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ", সত্যের অনুরোধে এটিও কি বলা চলে না? আচরণে যদিও বা পাপকে অতিক্রম করে চলতে পেরে থাকি, পাপাত্মতা (potentiality for sin, sinning in thought) আমার অন্তর্লোকের অনস্বীকার্য মনস্তাত্ত্বিক সত্য এবং পাপ-সম্ভবতা (born of sin) সকল মানুষের জীববিজ্ঞান-সম্মত তথ্য। আর একটি কথা, প্রার্থনা যেখানে উদ্দিষ্ট, সেখানে তো অন্তর্যামিতা শক্তির কল্পনা না করলে প্রার্থনার কোনও উপযোগিতা থাকে না। তবে সেখানে এই অকুণ্ঠ-স্বীকৃতি এবং সেই সঙ্গে "ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বপাপহরো হরিঃ" এই শরণাগতি ছাড়া গত্যন্তর কি?

তাই পরমসুন্দর গৌরাঙ্গসুন্দরের "তৃণাদপি" শ্লোকের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও সার্থকতা কোনদিন ম্লান হবে না। বৈষ্ণবের পরিচয়বাক্যে তিনি বিশ্ব-মানবের লোভনীয় শাশ্বতসুন্দর মনুষ্যত্বের মূর্তিটিই এঁকে গিয়েছেন। এইবার কবিরাজ গোস্বামীর অনুপম পয়ারে গ্রথিত ভাষানুবাদ উদ্ধার করি,

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্মবৃষ্টি সহি করে আনের রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥"

উত্তম মনুষ্যত্বের লক্ষ্যের দিকেই চৈতন্যসংস্কৃতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিল। রাধাভাব সেই উত্তম মনুষ্যত্বের সুদৃঢ় আশ্রয়। চৈতন্যসংস্কৃতির এই আহ্বান, করুণাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই করুণা একটি দেশের গণ্ডীবদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়ের জন্য নয়, বিশ্বমানবের জন্য। কিন্তু সেই সর্বজন-লোভনীয় সার্বভৌম মনুষ্যত্বের অনন্ত সম্ভাবনাকে সফল করবার জন্যে নিরভিমান সর্বপ্রেমাত্মক

CENTRAL LIBRARY

মাধুর্য-নিষিক্ত জীবনসাধনার পথ ধরে প্রেম ও প্রত্যয়ের সঙ্গে এগুতে হবে।

রহস্য-সুগভীর ও রহস্য-সুমধুর শ্রীরাধাপ্রসঙ্গের আদিতে ও অন্তে মহাপ্রভুর কথা এসে গিয়েছে। সে-কথা চরিতকার বলেছেন, ভক্তিদার্শনিক বলেছেন, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক পূর্বসূরীরা বলেছেন, আমি অকৃতীও বলতে প্রয়াস পেয়েছি। জানি, অক্ষমতার অপরাধ হয়েছে। রসাভাসের অপরাধও হয়ত স্পর্শ করেছে। পরতত্ত্ব ও ইতিহাস, সাধনসত্য ও মানবিক সত্যের সীমারেখা হারিয়ে গিয়েছে। বলতে ভালো লাগে, তাই বলেছি। বলবার অধিকার অর্জন করি নি। কৃষ্ণপ্রেমিক সন্ন্যাসী মানুষকে যতখানি ভালোবেসেছিলেন, যতখানি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছিলেন, আমার স্বল্প-দর্শী ইতিহাস-চেতনায় ততখানি আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। এই ভাগবত জীবন, এই দিব্যমধুর ভালোবাসা আঁকড়ে ধরে যাঁরা জীবন গড়তে চান, তাঁরা অদোষদর্শী, এটি আমার ভরসা। ভক্তিশাস্ত্রে বারিধি-গম্ভীর, ভজনানিপুণ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের সমর্থন পেয়েছি।

"আকাশ অনন্ত তাহে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওরপার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥"

চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড, ২০।৭০-৭২ পয়ার

"চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস"-এর ঋণ স্বীকার করতে গিয়ে একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে চরিতামৃতকার আরও বলেছেন,

"চৈতন্যচরিতামৃত দুগ্ধাব্ধি-সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারিশেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি॥
তৈছে এক কণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্ত জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥"

চৈ.চ. অন্ত্য, ২০।৭৯-৮২

CENTRAL LIBRARY

ভাবভক্তিতে সত্যই বারিধিতুল্য, দৈন্যবিনয়ে অপরাজেয় কবিরাজ গোস্বামীর পক্ষেই সাজে এই বিশ্ববিমোহন বিনয়বচন, বিশ্বসাহিত্যে যার প্রাণস্পর্শী ভঙ্গির তুলনা নেই,

"চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুই করোঁ মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম॥"

চৈ.চ., অন্ত্য, ২০।১৩২-১৪৩

দীনতাবোধের এই অননুকরণীয় প্রাণমনোবিমোহন প্রকাশভঙ্গি আমাদের নাগালের বাইরে। ভুবনপাবন শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকটি তুলে ধরে এখানেই কথা সাঙ্গ করি,

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। (পাঠান্তরে 'বনিতাং বা')
মমজন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

"ন ধনম্" ধন চাইনে। প্রায় চারশো বছর পরে আর এক-দফে শোনা গেল "টাকা মাটি"। স্মরণাতীত কাল পূর্বেও একবার শোনা গিয়েছিল, "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।" আজকার দুনিয়ায় যা ঘটছে, আমাদের উপ-মহাদেশে সে-দিন যা ঘটে গেল, তাতেও কি আমাদের সন্দেহ টুটবে না? "ন ধনম্ ন জনম্"। ধনবল চাইনে, জনবলও চাইনে। লোকবৃদ্ধি ও লোক-ক্ষয়, ধনবৃদ্ধি আর ধনক্ষয়, একই সঙ্গে চলেছে পরিকল্পিত ভাবে। "ন সুন্দরীং বনিতাম্"। সৌন্দর্য ভোগের উপকরণ নয়, পূজার বস্তু, এই সত্যকে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে কতদিন ঠেকিয়ে রাখব? পাঠান্তরে, "ন সুন্দরীং কবিতাং বা"। সুন্দরী কবিতা, 'নবনবোন্মেষশালিনী' কবিপ্রতিভার সুন্দর সৃষ্টি, তা-ও চাইনে। কবিপ্রাণতা-জাত অভিমানে এবং অহমিকার বাষ্পকলুষে মানুষের সত্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তা হলে বাকি রইল একটিমাত্র চাহিদা,

"মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।"

CENTRAL LIBRARY

জন্ম জন্ম ধরে, হে নাথ, চাই আমি তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি। এই একটিমাত্র চাহিদার কথা এমন করে বুকে টেনে চোখের জলে মানুষকে আর কে বুঝাতে পেরেছেন? আজকার অন্তরীক্ষ-বিজয়ী মহাকাশচারী আন্তর্জাতিক মানুষকে এই দিব্য-মানবীয় চাহিদার তাৎপর্য বুঝতে হবে এবং চরিতামৃতকারের প্রত্যয়টি অর্জন করতে হবে,

"চরিতমমৃতমেতচ্ছ্রীল-চৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্ যঃ।
তদমলপাদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ম্
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম্॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু॥

——⁂——

CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থপঞ্জী

বেদোপনিষৎ

ঋক্-সংহিতা
ঋক্-পরিশিষ্ট
অথর্ব পুরুষবোধিনী
কঠ
গোপালোত্তর-তাপনী
ছান্দোগ্য
তৈত্তিরীয়
মাঠর
মাণ্ডূক্য
মুণ্ডক
মৈত্রায়ণী
মৈত্রেয়ী
বৃহদারণ্যক
শ্বেতাশ্বতর

তন্ত্র

নারদপঞ্চরাত্র
বৃহদ্‌গোতমীয় তন্ত্র

ইতিহাস-পুরাণ

রামায়ণ
মহাভারত
শ্রীমদ্ভাগবত
ঐ (শ্রীধর স্বামীর টীকা)
অগ্নিপুরাণ
গরুড়পুরাণ
পদ্মপুরাণ
মৎস্যপুরাণ
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ
বিষ্ণুপুরাণ
বৃহন্নারদীয় পুরাণ
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

স্মৃতি

মনুসংহিতা
হরিভক্তিবিলাস

ব্যাকরণ

পাণিনি—সিদ্ধান্তকৌমুদী
ঐ বার্তিক—কাত্যায়ন
সিদ্ধান্তকৌমুদী-টীকা—জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী

দর্শন ও গোস্বামিশাস্ত্র

ব্রহ্মসূত্র—
ঐ —শঙ্করভাষ্য
ঐ —গোবিন্দভাষ্য-বলদেব বিদ্যাভূষণ
অদ্বৈত-সিদ্ধি—মধুসূদন সরস্বতী
সিদ্ধান্তরত্ন—বলদেব বিদ্যাভূষণ
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত
ব্রহ্মসংহিতা
ষট্‌সন্দর্ভ—শ্রীজীবগোস্বামী
সর্বসংবাদিনী— ঐ
ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু—শ্রীরূপ গোস্বামী
লঘুভাগবতামৃত— ঐ
বৃহদ্-বৈষ্ণবতোষণী-টীকা—শ্রীসনাতন গোস্বামী
উজ্জ্বলনীলমণি—শ্রীরূপ গোস্বামী
ললিত-মাধব— ঐ
বিদগ্ধ-মাধব— ঐ

CENTRAL LIBRARY

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—বিল্বমঙ্গল
গোপালচম্পূ—শ্রীজীবগোস্বামী
রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী
চৈতন্যচন্দ্রোদয়—কবিকর্ণপূর
জগন্নাথ-বল্লভ—রায় রামানন্দ
গীতগোবিন্দ—জয়দেব

কাব্য-নাটক (সংস্কৃত)

মেঘদূত—কালিদাস
কুমারসম্ভব— ঐ
রঘুবংশ— ঐ
অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্—কালিদাস
উত্তররামচরিত—ভবভূতি
বেণীসংহার—ভট্টনারায়ণ
শিশুপালবধ—মাঘ
ঐ (বল্লভদেব-কৃত টীকা)
নলচম্পূ—ত্রিবিক্রমভট্ট

প্রকীর্ণকবিতাসংগ্রহ

পদ্যাবলী—শ্রীরূপগোস্বামী
সদুক্তি-কর্ণামৃত—শ্রীধর দাস
ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

প্রাকৃত

গাথা-সপ্তশতী হাল-সংকলিত
পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য—সম্পাদিত
প্রাকৃত-পিঙ্গল (ছন্দোগ্রন্থ)

অলঙ্কার

কাব্যাদর্শ—দণ্ডী
কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি—বামন
কাব্যানুশাসন—হেমচন্দ্র
বক্রোক্তিজীবিত—কুন্তক
সাহিত্যদর্পণ—বিশ্বনাথ
সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ—ভোজরাজ
ধ্বন্যালোক—আনন্দবর্ধন
অলঙ্কার-কৌস্তুভ—কবিকর্ণপূর

বৈষ্ণবচরিতগ্রন্থ ও পদাবলীসংগ্রহ

চৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ-রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত
চৈতন্য-ভাগবত—বৃন্দাবন দাস ঐ সম্পাদিত
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—নরোত্তম
পদকল্পতরু—সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত
মহাজন-পদাবলী—জগদ্বন্ধু ভদ্র
গৌরপদ-তরঙ্গিণী— ঐ
পদামৃত-মাধুরী—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
বৈষ্ণব পদাবলী—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বিদ্যাপতির পদাবলী—খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার
বৈষ্ণব পদাবলী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণ—দীনেশচন্দ্র সেন

ইতিহাস (সাহিত্যের ইতিহাস ও বৈষ্ণব সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা)

গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন
পদাবলী মাধুর্য— ঐ
History of Mediaeval Vaisnava Literature—D. C. Sen
Chaitanya and his Companions—D. C. Sen

CENTRAL LIBRARY

Chaitanya and his age—D. C. Sen
বৃহৎ বঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস্—সুকুমার সেন
ভাগবতী কথা—দিলীপকুমার রায়
গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনা—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
ভাগবত-প্রবেশ—প্রাণকিশোর গোস্বামী
একনাথী-গীতা— ঐ
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত
দাশরথি রায়ের পদাবলী— হরিপদ চক্রবর্তী
উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণ—ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
রাসলীলা—যোগেশচন্দ্র সিংহ
Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal—S. K. De
Essays on the Gita—Sri Aurovinda
প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীরাধার উল্লেখ—নরেন্দ্রনাথ লাহা (সুবর্ণ বণিক পত্রিকা)
The Discovery of our Literary Heritage (Calcutta Review, 1933)—Janardan Chakravarti
গীতায় ঈশ্বরবাদ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
History of Muttra—Grouse
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন—ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ
চৈতন্যচরিতের উপাদান—বিমানবিহারী মজুমদার
নব পরিচয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—জনার্দন চক্রবর্তী

কাব্য এবং বিবিধ

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত—শ্রীম-কথিত
কৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র
বিবিধ প্রবন্ধ—ঐ
ব্রজাঙ্গনা—মধুসূদন
বীরাঙ্গনা— ঐ
মেঘনাদবধ— ঐ
চতুর্দশপদী-কবিতাবলী—ঐ
গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্রনাথ
গীতালি— ঐ
গীতিমালা— ঐ
নৈবেদ্য— ঐ
মানসী— ঐ
সোনার তরী—ঐ
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—ঐ
কল্পনা—রবীন্দ্রনাথ
সংকলন— ঐ
আমার জীবন—নবীনচন্দ্র সেন

১৪—২২০৩বি

CENTRAL LIBRARY

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত রূপ	শোধিত রূপ
৩	১৬	করেছিল	করিয়াছিল
১১	৪	নিত্যাপরাম্বয়া	নিত্যা পরাম্বয়া
১৭	২৩	হর্বাসি	হরসি
১৭	২৪	গদ্যানুবাদ	পদ্যানুবাদ
১৯	১৩	আশীর্বাদ-পরায়ণাঃ	আশীর্বাদ-পরায়ণা
২৭	২৩	হরের্নামেব	হরের্নামৈব
৩৪	১৪	দূতর	দুতর
৪২	১০, ১১	। ॥	— । (শ্লোকার্ধ)
৪৪	৮	দ্যাজীবন	দিব্যজীবন
৪৫	৫	গীতিমাল্যের	গীতালির
৫৪	২৫	যতোঽবাচো	যতো বাচো
৬৭	২১	স্মৃতুক্ত	স্মৃত্যুক্ত
৭০	২৫	সান্ত্রাত্মা	সান্দ্রাত্মা
১৪	১৮	তদধন্নাদ্যং	তদধ্যান্নাদ্যং
৭৪	২৫	শৃণোতকর্ণঃ	শৃণোত্যকর্ণঃ
৮০	৭	সদাল্পাংশ-প্রকাশিত	সদাল্পাংশ-প্রকাশিতা
৯২	৬	ভৎগবৎ-প্রেয়সী	ভগবৎ-প্রেয়সী
৯৭	২৪	পরমোৎর্ষময়ী	পরমোৎকর্ষময়ী
১০২	২০	বয়স্যভাবাদনোঽন্যাং	বয়স্যভাবাদন্যোঽন্যাং
১০৫	২১	বিশেষস্যাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ	বিশেষস্যাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ
১০৭	৪	নমোঽস্তুতে	নমোঽস্তু তে
১৫৬	২০	মনীষীভিঃ	মনীষিভিঃ
১৬৪	১৯	ঈশ্বরতত্ত্ব বিশ্বাসনিষ্ঠ	ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাসনিষ্ঠ
১৭২	১৯	বেশ যায়	বেশে যায়
১৭২	২২	স্বাভাবিক স্বতঃপ্রামাণ্য	স্বাভাবিকতা স্বতঃপ্রামাণ্য
১৭৪	৯	প্রকারে	এই প্রকারে
১৭৪	১৭, ২৪	দেবশ্চৈচতন্যাকৃতিঃ	দেবশ্চৈতন্যাকৃতিঃ
১৮১	১০	ভিন্ন ধর্মাবলম্বী	ভিন্নধর্মাবলম্বী
১৮৯	৯	নিত্যসহচরী	নিত্যসহচর
১৯০	৩৩	হইবার, দিয়াছিলেন	হবার, দিয়েছিলেন

11-8-72